Contents

সপ্তম বর্ষ

১১শ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

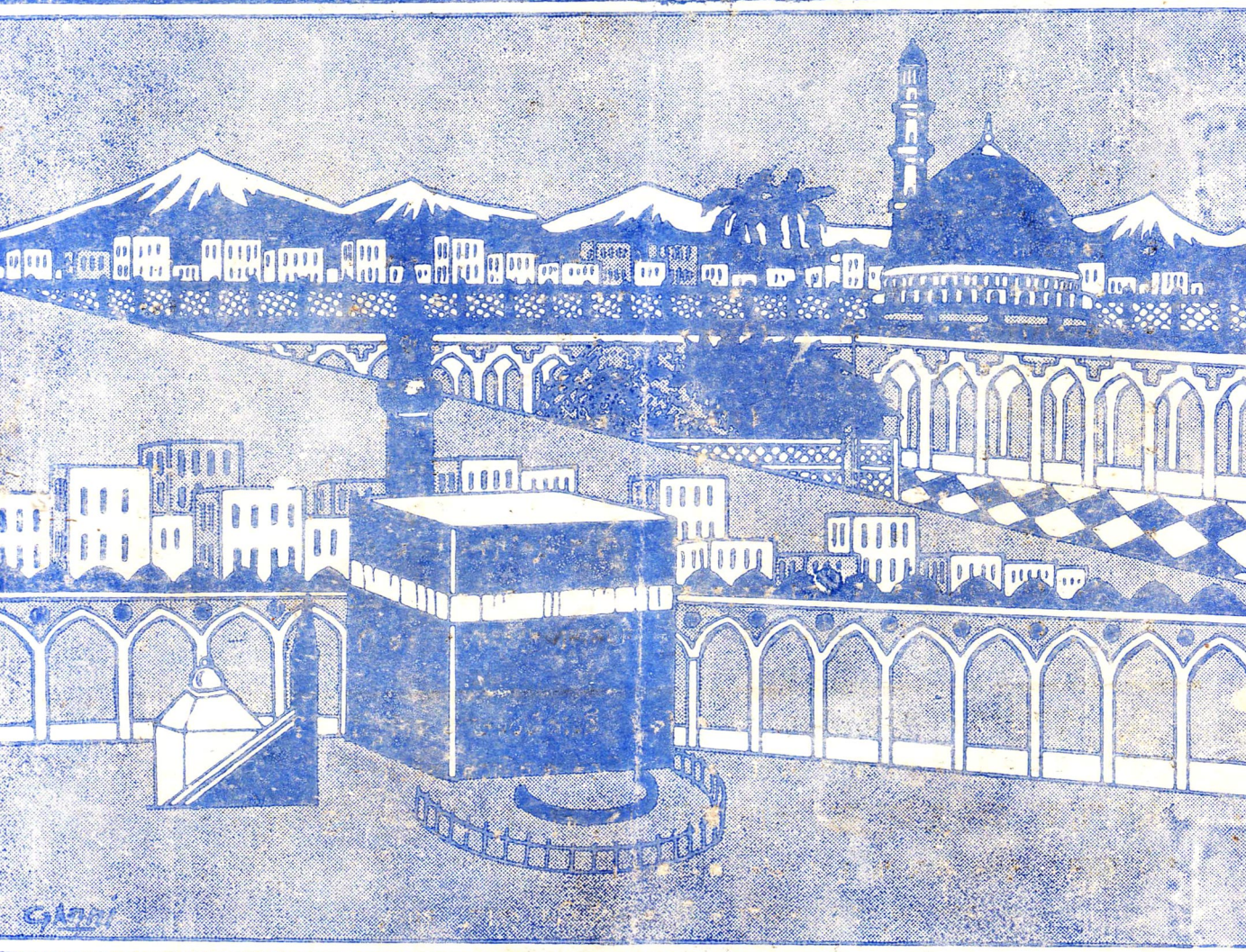

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ-মাঘ ১৩৬৪ বাং ——— ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৫৮ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস প্রেসিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট		প্রেসিডেন্ট পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	৪৪৫
২।	তিন-তালাক প্রসঙ্গ	(জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৪৫১
৩।	হে সাতার তোমারে বিদায়	(কবিতা)	মোঃ আফযল হোসেন	৪৬০
৪।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী	(ইতিহাস)	মূল : স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেহারঘোণা	৪৬১
৫।	স্পেন বিজয়	(নাটক)	আছাদুয্‌যামান বি, এস, সি,	৪৬৭
৬।	নারী স্বাধীনতা	(প্রবন্ধ)	ডক্টর এম, আবদুল কাদের ডি-লিট	৪৭৩
৭।	জাতীয় উন্নয়নে ধর্মের স্থান	"	অধ্যাপক মোঃ আবদুলগণি এম, এ,	৪৭৯
৮।	ইমাম হুসাইন বিনে আলী বিনে আবু তালিব ও সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবুছুফ্‌ইয়ান		মূল, শায়খুলইস্‌লাম ইমাম ইব্‌নে-তয়মিয়া অনুবাদ, মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কোরায়শী	৪৮৩
৯।	জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীসের প্রাপ্তিস্বীকার		মওলানা আবদুলহক হক্কানী	৪৮৯

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফ্‌তর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল্‌হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

সপ্তম বর্ষ | ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ; রজবুলমুরজ্জব ১৩৭৭ হিঃ পৌষ-মাঘ ১৩৬৪ বংগাব্দ | ১১শ সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস

প্রেসিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট

জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর ১৯৫৭

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد امام المرسلين، وعلى آله وصحبه نجوم المهتدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين !

যাঁর সীমাহীন কৃপায় পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লে-হাদীসের দশম বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে আমরা আজ সম্মিলিত হ'তে পেরেছি, সেই পরম দয়াময় করুণানিধান বিশ্বপতি আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনন্ত সজুদ আর যাঁর পবিত্র জীবনাদর্শকে জগজ্জয়ী করার ব্যাকুল বাসনা নিয়ে পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস প্রায় একযুগ ধরে সাধ্যসাধনা ক'রে আসছে, মুস্‌লিম জাতির প্রাণ এবং মুস্‌লিম জাতীয়তার জন্মদাতা পিতা আমাদের আজ আর গৌরবের কৌস্তুভমণি সেই মক্কী মদনী রসুল হযরত মুহাম্মদ মুস্‌তফার জন্য লক্ষকোটি দরূদ !

তওহীদ ও সুন্নাহর যেসকল সন্তানের বদান্যতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কাউন্সিলের বার্ষিক অধিবেশন ঢাকা সহরে আহ্বান করা সম্ভবপর হয়েছে, তাঁদের জানাচ্ছি আমি জম্‌ঈয়তের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ আর মাঘের এই নিদারুণ শীতে নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে বর্তমান দুর্দিন আর অভাবের মধ্যে পকেটের পয়সা ব্যয় করে যাঁরা দূরদূরান্তর থেকে জম্‌ঈয়তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাউন্সিলের অধিবেশনকে কামযাব করেছেন তাঁদের আরয করছি আমরা স্বাগতম—খুশ্‌আমদেদ !

বন্ধুগণ, শুধু নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখার জন্য এই দুরন্ত শীতে নানাবিধ অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার ভিতর জম্‌ঈয়ত কাউন্সিলের বর্তমান অধিবেশন আহ্বান করা হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তানের আহ্‌লেহাদীস জামাআতের সম্মুখে এমন কতকগুলি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আর দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাদেশিক আহ্‌লে-হাদীস কনফারেন্সের অধিবেশন না হওয়ায় জম্‌ঈয়ত সম্পর্কে এরূপ কতিপয় গঠনতান্ত্রিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যেগুলির সমাধান ও মীমাংসা আপনাদের অবিলম্বে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু সেসব কথা আপনাদের কাছে উত্থাপন করার পূর্বে পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীসের বিগত বৎসরের অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৫৭ সনের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক। কারণ অতীতের ভিত্তিতেই বর্তমান গঠিত আর ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। আমাদের অতীত কর্মতৎপরতার বিচার আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার পক্ষে সহায়ক হবে।

বন্ধুগণ, ১৯৫৭ সনের ১৩ই ও ১৪ই মার্চ পূর্বপাক জম্‌ঈয়তের সদর দফ্‌তরে প্রাদেশিক আহ্‌লেহাদীসের কর্মীসম্মেলনের দু'দিন ব্যাপী যে অধিবেশন হয়, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জম্‌ঈয়তের মুখপত্র 'তর্জুমানুলহাদীসে'র সপ্তম বর্ষের ৪র্থ-৫ম যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশলাভ করেছে। আপনারা অবগত আছেন, কর্মীসম্মেলনে শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল যে, আহ্‌লেহাদীস আন্দোলন সম্বন্ধে ধ্যানধারণার অস্পষ্টতা ও মতানৈক্য আর জামাতী তন্‌যীম ও সংগঠনের অভাবই জামাআতকে অগ্রসর করার পথে বৃহত্তম অন্তরায় হ'য়ে আছে। তাই জামাআতী তন্‌যীমের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক যিলায়, ইলাকায় ও গ্রাম বা মহল্লায় পূর্বপাক জম্‌ঈতে আহ্‌লেহাদীসকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে যিলা, ইলাকা ও শাখা জম্‌ঈয়ত গঠন করার পরিকল্পনা কর্মীসম্মেলনে গৃহীত হ'য়েছিল আর পূর্বপাকিস্তানের সমুদয় যিলায় এই সাংগঠনিক ব্যবস্থা কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক যিলার জন্য পৃথক-পৃথক অ্যাডহক কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল।

বন্ধুগণ, অশেষ দুঃখের বিষয়, অ্যাডহক কমিটিগুলি নিয়মতান্ত্রিকভাবে আজপর্যন্ত একটিও যিলা জম্‌ঈয়ত গঠন কর্‌তে পারেনি; কোনস্থানেই একটিও যিলা কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা সম্ভবপর হয়নি। দু'এক জায়গায় প্রতিনিধিভিত্তিক সাধারণ মুক্ত কন্‌ফারেন্স আহ্বান না করেই মুষ্টিমেয় লোক ঘরোয়াভাবে বসে সম্পূর্ণ বে-আইনী পদ্ধতিতে যিলা বা মহ্‌কুমা জম্‌ঈয়ত গঠন করার দাবী করে বসেছেন। কেউবা স্বয়ংসিদ্ধভাবে নিজেরাই রসিদপত্র ছাপিয়ে নিয়ে সদ্‌কা ফিৎরার টাকা আদায় করেছেন আর তার কোন হিসাবপত্র কেন্দ্রীয় জম্‌ঈয়ত ও জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা আবশ্যক মনে করেননি। অথচ জম্‌ঈয়তের গঠনতন্ত্রের ৩০ (চ) ও ৩৫ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় জম্‌ঈয়তের রসিদ ছাড়া অন্য কোন রসিদ যিলা বা ইলাকা জম্‌ঈয়তের ব্যবহার করার অধিকার ছিলনা আর সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব প্রচারিত ও কেন্দ্রে প্রেরিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য ছিল। আরও দুঃখের বিষয় কোন কোন ক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীসদের মাথা মুড়িয়ে তাদের যাকাত ফিত্‌রার পয়সা আহ্‌লেহাদীস প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলনের জন্যও ব্যয় করার পরামর্শ দেওয়া হ'য়েছে। জামাতী-জীবনের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে উদাসীনতা আর দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির ফলেই এসব ব্যাপার ঘটে থাকে। বলাবাহুল্য এধরণের প্রতিষ্ঠানের সাথে পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের কোন সম্পর্ক থাক্‌তে পারেনা।

কর্মীসম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে-থেকেই জম্‌ঈয়তের গঠনতন্ত্র অনেকেই দাবী করে আস্‌ছিলেন। সম্মেলনের পর থেকে এই দাবী যোরদার হ'য়ে উঠে। বিভাগপূর্ব সময়ে যে সংক্ষিপ্ত গঠনতন্ত্র জম্‌ঈয়ত কাউন্সিল গ্রহণ করেছিলেন, উহা নিঃশোষিত ও বিভাগোত্তর পরিপ্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ ও কতকটা অবাস্তব বিবেচিত হওয়ায় জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট পুরাতন গঠনতন্ত্রকে সংশোধিত ও বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করেন, জামাতের মৌলিক আদর্শ ও জনসংখ্যা সঠিক ভাবে নিরূপণের জন্য ক্রীডপত্রও মুদ্রিত হয়। এই গঠনতন্ত্র ও ক্রীডপত্র লোকদের চাহিদা মত সাধারণ্যে প্রচারিত হ'তে থাকে। প্রয়োজনের তাকীদে যে গঠনতন্ত্র জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট সাময়িক ভাবে প্রণয়ন কর্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন, কাউন্সিলের বর্তমান অধিবেশনে উহাকে সংশোধিত বা যথাযথ ভাবে স্থায়ী আকারে মঞ্জুরী দেওয়া আবশ্যক।

সাংগঠনিক তৎপরতা: কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত আর গঠনতন্ত্র প্রচারিত হওয়ায় জামাতে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় জম্‌ঈয়তের কর্মী আর মুবাল্লিগগণের আর বিভিন্ন যিলার উদ্যোগী পুরুষদের চেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক ভাবে নানাস্থানে ইলাকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও শাখা জমঈয়ত গঠিত হ'তে থাকে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গঠিত জমঈয়তগুলির তালিকা নিম্নে উল্লিখিত হল:

ঢাকা যিলার: সিটি, কাঞ্চনবাজার ও ধামরাইয়ে (৩) টি ইলাকা ও ৬৫টি শাখা জমঈয়ত।

ময়মনসিংহ যিলার: সদর, শরিষাবাড়ী, জামালপুর, মুন্শীরহাট ও পবাইলে (৫)টি ইলাকা ও ২৯টি শাখা জমঈয়ত।

রংপুর যিলার: মহিমাগঞ্জ, বোনারপাড়া জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা, মধুর হাইলা ও ফুলবাড়িতে (৬)টি ইলাকা ও ২৬টি শাখা জমঈয়ত।

বগুড়া যিলায়: (৬)টি শাখা জমঈয়ত।

পাবনা যিলায়: (২) টি শাখা জমঈয়ত।

খুলনা-যশোর: **যিলা** আহ্লেহাদীস জমঈয়ত ও ৩টি শাখা জমঈয়ত।

ত্রিপুরা যিলার তিনটি শাখা জমঈয়ত।

রাজশাহী যিলার নওয়াবগঞ্জ ইলাকা ও ২টি শাখা জমঈয়ত। মোট (৯) টি যিলায় (১৪)টি ইলাকা ও (১শত ৩৬) টি শাখা জমঈয়ত।

যেসকল জমঈয়ত কেন্দ্রীয় দফ্তরে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত রেকর্ড হয়েছে, এ তালিকা কেবল সেইগুলির, কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক জমঈয়ত বিভিন্ন স্থানে আরও গঠিত হ'য়েছে। আহ্লেহাদীস জামাতের বিশালতার তুলনায় যেটুকু কাজ হয়েছে, অত্যন্ত নগণ্য মনে হলেও মাত্র ৯ মাসের কাজ হিসেবে একে নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলা চলেনা। অবশ্য একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শাখা বা ইলাকা জমঈয়ত গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ক্রোড়পত্রে সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর গ্রহণ করা আর মনযুরীর দরখাস্তে শাখা বা ইলাকা জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী আর ক্যাশিয়ারের দস্তখত থাকা অপরিহার্য ভাবে আবশ্যক।

ক্রোড়পত্রে ময়মনসিং যিলা থেকে ২৮২৬ জনের, রংপুর যিলা থেকে ২২২৪ জনের, ঢাকা যিলা থেকে ১৩১২ জনের, বগুড়া যিলা থেকে ১০৭৪ জনের, রাজশাহী থেকে ৪৭৭ জনের, পাবনা থেকে ৪১৪ জনের সর্বশুদ্ধ মাত্র ৮ হাজার ৩ শত সাঁইত্রিশ জনের স্বাক্ষর বা টিপসই পাওয়া গেছে। ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত যে তালিকা দফ্তরে পৌঁচেছে, কেবল সেই তালিকার জনসংখ্যাই উল্লিখিত হল, এর পরও অবশ্য অনেক তালিকা পাওয়া গেছে। আরাফাতের মাধ্যমে তাকীদ দেওয়া সত্ত্বেও কাজ খুব বেশী অগ্রসর হয়নি। আমার মনে হয়, প্রতি তিন হাজারেও একজন আহ্লেহাদীসের স্বাক্ষর আমাদের কর্মী আর প্রচারকরা সংগ্রহ করতে পারেননি। মোটের উপর আহ্লেহাদীস মর্দমশুমারীর চেষ্টা যে বিলকুল পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হয়েছে, একান্ত লজ্জাকর হলেও সে কথা গোপন করে লাভ নেই। আমাদের কেন্দ্র জমঈয়তের কাউন্সিল সদস্যগণের সংখ্যা দুশত পঞ্চাশ জন, প্রত্যেক সদস্য যদি ৫ শত জন আহ্লেহাদীস নরনারীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে এক মাসে খুব সামান্য চেষ্টায় সোওয়ালাখ দস্তখত গ্রহণ করা যেত আর এক মাসে ৫ শত লোকের স্বাক্ষর গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে গড়ে দৈনিক ১৭টি মাত্র স্বাক্ষর গ্রহণ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। এই ব্যর্থতার মাধ্যমে বুঝা যায়, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জামাতের সংখ্যা নিরূপণ করার রাজনৈতিক গুরুত্ব আহ্লেহাদীস নেতা ও কর্মীগণ আর আলেম সমাজ আজও হৃদয়ঙ্গম করেননি। হয়তো পরে একদিন এ কাজ সমাধা হবে, কিন্তু একথা নিঃসংকোচেই আমি বল্বো যে, আগামী এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত যদি এই গণনার কাজ সমাপ্ত না হয় তাহলে আসন্ন ১৯৫৮ সনের সাধারণ নির্বাচনে আর নির্বাচনোত্তর অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আহ্লেহাদীস জামাতের পক্ষে রাজনৈতিক মর্যাদালাভের সম্ভাবনা এই অবহেলার দরুণে বহুল পরিমাণে ব্যাহত হবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আহ্লেহাদীসদের মধ্যে জামাতিচেতনা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাতের আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক অনুভূতিও ধুম্রাচ্ছন্ন আর অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন, তাঁদের কেহকেহ জামাতকে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করেন বটে কিন্তু জামাতি সংহতি ও স্বার্থ আর দৃষ্টিভংগীর তাঁরা কোন ধরই ধারেননা। কোন দলবিশেষ আহ্লেহাদীস আন্দোলনের মৌলিক আদর্শের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেও এই স্বার্থ শিকারীরা নিজেদের সুবিধার জন্য সে দলে ভিড়ে পড়্তে কিছুই ইতস্ততঃবোধ করেননা। আহলেহাদীসগণ দীর্ঘকাল যাবৎ নির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত থাকার মারাত্মক পরিণতি স্বরূপ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোঠে ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে আজ তাদের পক্ষে কোরআন ও হাদীস নির্দেশিত জামাতী জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে কতক ব্যক্তি নিজেরা নিরীশ্বরবাদী রাজনীতির উপাসক হ'লেও জমঈয়তে আহলেহাদীস'কে রাজনীতির আওতার বাইরে দেখ্তে অভিলাষী। জামাতের পক্ষে রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী পরিত্যাগ ক'রে বেঁচে থাকা অথবা জামাতকে ব্যক্তিগতজীবনে যদৃচ্ছ রাজনীতি চর্চার অবাধ অনুমতি দিয়ে রাজনীতির আওতার বাইরে জমঈয়তের টিকে থাকা সম্ভবপর কিনা, আপনাদের অগোচরে সে প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে ফেল্তে হবে।

শাখা ও ইলাকা জমঈয়তগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করা আর গঠিত জমঈয়তগুলিকে প্রাণবন্ত ক'রে রাখার সুব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে আবার 'পুনর্মূষিক ভবঃ' অবস্থা ঘটা অনিবার্য। এই কাজের জন্য প্রচার বিভাগকে অধিকতর শক্তিশালী ও নিয়মতান্ত্রিক করা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, সমাজ গঠনের পর নিজে নিজেই উদ্‌যাপিত হবে। কেউ মনে করেন, শুধু ওয়ায চালিয়ে যাওয়া বা মাদ্‌রাসা স্থাপন ক'রে চলাই সকল ব্যাধির একমাত্র ঔষধ! সুশিক্ষা আর সৎশিক্ষা আর সময় ও কাল উপযোগী ওয়ায বক্তৃতার প্রয়োজন সম্বন্ধে দ্বিমত থাক্তে পারেনা, কিন্তু দুনিয়ার চিন্তা ও ভাবধারা আর অবস্থার যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন ঘট্‌ছে আর চারিদিকে প্রতিযোগিতার যে লড়াই শুরু হ'য়ে গেছে, সেসব কথা চিন্তা করলে জামাতী সংস্কার আর সংগঠনের জন্য ইন্‌কিলাবী কর্মসূচি গ্রহণ না করা পর্যন্ত জামাতকে বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হবে বলে মনে হয়। সমাজের বুদ্ধিমান, প্রভাবশালী আর ঈমানদার ব্যক্তিরা সর্বত্র কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক জামাত গঠনকল্পে নিঃস্বার্থ ভাবে অগ্রসর না হ'লে জামাতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আহ্‌লেহাদীসদের মধ্যে ধর্মীয় ঔদাসীন্য আর শরীআতের আনুগত্যের অভাব আর তার সাথে হঠকারিতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ধর্মনেতাগণের অক্ষমতা আর নিরর্থক গোঠবন্দী আর অপরাপর দলের সাথে বিদ্বেষভাব আমাদের দ্বীনী অবসাদের জন্য বহুলাংশে দায়ী। বর্তমান নিরীশ্বরবাদী পরিবেশের সঙ্গে যোগ্যতা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে আমাদের ধর্মনেতারা কালস্রোতে গা ঢেলে দিয়েছেন। মানুষের দৈনন্দীন জীবনে ও প্রাত্যহিক সমস্যাগুলিতে ইস্‌লামের প্রয়োজন সাব্যস্ত কর্তে সক্ষম না হওয়ায় কর্মক্ষেত্র থেকে এঁদের ক্রমশিক ভাবে ছাঁটাই হ'য়ে চলেছে। এঁদের বিরুদ্ধে এঁদের ঘরেই যে সৈন্যদল গড়ে উঠেছে, সেসম্বিতও এঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের ধর্মনেতাদের উচিত, কালবিলম্ব না ক'রে সকলেরই জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীসের পতাকামূলে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়া।

তব্‌লীগী তৎপরতা

বন্ধুগণ, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের পক্ষ থেকে ঢাকা সহরের আহ্‌লেহাদীস মহল্লাগুলিতে শরীআতের পাবন্দী, নমাযের জামাত প্রতিষ্ঠা ও কোরআন-শরীফের তর্জমা শুনাইবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'য়েছিল, কিন্তু মহল্লাবাসীদের নিরুৎসাহের দরুণ এবিষয়ে পুরোপুরি সাফল্যলাভ করা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমানে নাজিরাবাজার মহল্লায় একটি মাত্র পাঠাগার চল্‌ছে আর মহল্লার বড় মস্‌জিদে দর্সে-কোরআনের ব্যবস্থাও অটুট রয়েছে। ১৮ই আগস্ট থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত সাপ্তাহিক দু'দিন করে জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট আর সপ্তাহের অবশিষ্ট দিন গুলিতে মওলানা মোহাম্মদ মুনতাছির রহমানী নাজিরাবাজারে কোরআনের ব্যাখ্যা শোনাতেন। বর্তমানে মওলানা মোহাম্মদ আবুলকাসেম রহমানী ইশার পর প্রাত্যহিক কোরআন ক্লাস ক'রে থাকেন। সুরীটোলা মস্‌জিদে ৬ই সেপ্টম্বর থেকে মওলানা আবদুল হক হক্কানী ইশার পর কোরআনের তর্জমা প্রাত্যহিক ভাবে শোনাতেন। জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের অনুরোধক্রমে পরাতন মোগলটুলিতে জনাব মওলানা আবদুল্লাহ নদ্‌ভী, প্রোফেসর ঢাকা মাদ্‌রাসা তর্জমা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শোনানোর ভার গ্রহণ করেছিলেন। মোগলটুলি ও সুরীটোলার পাশের মস্‌জিদে হানাফী ভাইরা বিরাট আকারে মাইক সহকারে প্রাত্যহিক ওয়াযের ব্যবস্থা করায় জমঈয়তের এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোনরূপ পারিশ্রমিক না নিয়েই জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীস দর্সে কোরআনের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। সমাজসংস্কারের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে জামাতের প্রভূত উপকার সাধিত হত। মহল্লা প্রধানদের জামাতিকর্তব্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব আর সুযোগ্য সেক্রেটারীর অবিদ্যমানতায় জমঈয়ত কর্মীদের ডিউটির ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে আশানুরূপ কাজ না হ'লেও আমরা জামাআতের সংস্কার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ নই।

এ বৎসরে জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের পক্ষে প্রচার উপলক্ষে মফঃস্বল ভ্রমণ করা বেশী সম্ভবপর হয়নি। ১৭ই মার্চ থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে পাবনা জিলায় দুটি, ময়মনসিং জিলায় ৪টি, খুলনা জিলায় একটি, বগুড়া জিলায় একটি, রংপুর জিলায় একটি, আর ঢাকা জিলায় ৪টি মোট তেরটি মাত্র জনসভা ও কন্‌ফারেন্সে তাঁর পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া ও সভাপতিত্ব করা সম্ভবপর হ'য়েছিল। রামাযানশরীফে টাউনের প্রত্যেক আহ্‌লে-হাদীস মস্‌জিদে ঘুরে ঘুরে তিনি জুমা ও তারাবীহ আদা করেছেন। নাজিরাবাজার মহল্লার বড় মস্‌জিদে আগাগোড়াই তিনি সাধ্যপক্ষে প্রতি জুমায় খুৎবা দিয়ে থাকেন। জমঈয়তের দফতরের উলামায়ে কিরামও আবশ্যক মত বিভিন্ন মস্‌জিদে ইমামত করেন। মওলানা মুনতাসির রহমানী ও মওলানা আবদুল হক হক্কানী একাধিকবার প্রচার উপলক্ষে মফঃস্বলে গিয়েছেন।

জমঈয়তের কয়েকজন বেতনভুক আর কয়েকজন অবৈতনিক মুবাল্লিগ আছেন। ডিসেম্বর ১৯৫৭ পর্যন্ত ময়মনসিং সদরে মওলানা মুস্‌তকীম সাহেব ১৫টি সভা ও ১৫টি জমঈয়ত, মওলানা আবদুস্‌সমদ সাহেব ঢাকায় ৮টি সভা আর ৮টি জমঈয়ত আর ত্রিপুরা জিলায় ১টি জনসভা আর একটি জমঈয়ত, মওলানা উস্‌মানগনী সাহেব বগুড়া জিলায় ৬টি সভা আর ৬টি জমঈয়ত আর মওলানা আবদুর রউফ সাহেব খুলনা-যশোর জিলাদ্বয়ে ৮টি সভা আর ৮টি জমঈয়ত গঠন করেছেন। শেষোক্ত মুবাল্লিগ সাহেবের বেতন খুলনা-যশোর জিলা জমঈয়ত কর্তৃক প্রদত্ত হ'য়ে থাকে। অন্যান্য মুবাল্লিগগণের বেতন বাবত পূর্বপাক জমঈয়ত তাঁদের যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয় ছাড়া মাসিক দু'শ টাকা ব্যয় করে। অবৈতনিক প্রচারক রূপে বালিজুড়ি সিনিয়র মাদ্‌রাসার সুপার ময়মনসিংহের মওলানা মুতীউররহমান সাহেব মুহাজির, ঢাকার মওলবী রঈসুদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্‌শী আব্বাসআলী সাহেব জমঈয়তের খিদমত আংশিক ভাবে আন্‌জাম দিয়ে থাকেন। তর্জুমানুলহাদীস ও আরাফাতের গ্রাহক সংগ্রহ ব্যাপারে অনেকেই নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা ক'রে আস্‌ছেন। এবিষয়ে বগুড়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার সুপার মওলানা মোহাম্মদ সআদ ওয়াক্কাস, আরামনগর মাদ্‌রাসার সুপার মওলানা মোঃ রামাযান, সরিষা-বাড়ীর মুন্‌শী মোহাম্মদ আলী, খুলনার মওলভী ইব্‌রাহীম বি, এ, মওঃ শাহ সুফী আহ্‌মদ আলী সাহেবানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাপ্তাহিক আরাফাত বিক্রয় করার জন্য কতিপয় সহৃদয় যুবক এক পয়সা কমিশন না নিয়েই এজেন্সী গ্রহণ করেছেন। আমরা এঁদের প্রত্যেকের কাছেই শোকরগোযার, তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির জন্য দোআগো।

ব্যাপক প্রচার ও সংগঠনের জন্য এরূপ বেতনভুক উচ্চশিক্ষিত উলামা মুবাল্লিগ আবশ্যক, যাঁরা সর্ববিধ সমস্যা বুঝ্‌তে আর কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করতে আর সন্তোষজনক ভাবে অপরকে বুঝাইতে সক্ষম। আহ্‌লেহাদীস আকীদা ও আমলে তাঁদের মযবুত হওয়া আবশ্যক, বাঙলা ভাষায় লিখিতে ও বলিতে পারদর্শী অথচ তাঁদের চরিত্রবান, পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত আর জমঈয়তের কর্মসূচির প্রতি আস্থাসম্পন্ন হ'তে হবে। এরূপ মুবাল্লিগ-বাহিনী ব্যতীত জমঈয়তকে শক্তিশালী আর আহ্‌লে-হাদীস আন্দোলনকে ব্যাপক করে তোলা সম্ভবপর নয়। গোটা জামাআতে যে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নেই, সেকথাও সত্য নয়, কিন্তু এর জন্য যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার আবশ্যক, সমাজে তার অভাব অত্যন্ত প্রকট! বর্তমান সময়ে সুরুচিসম্পন্নদের কাছে দ্বীনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেবাব্রত গ্রহণ করার আশা পোষণ করা বিড়ম্বনা মাত্র বিশেষতঃ নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জম্‌ঈয়তের অধীনে কাজ ক'রে যাওয়া সাধারণ ওয়ায়েয সাহেবানেরও মনঃপুত নয়। যেমম তেমন ভাবে কাজ চালিয়ে নেবার মত প্রতি যিলায় একজন ক'রেও প্রচারক নিয়োজিত করতে হ'লে বার্ষিক অন্যূন ২০ হাজার টাকা আবশ্যক। ইস্‌লাম প্রচার ও জামাত গঠনের গুরুত্ব সমাজ অনুভব করলে প্রত্যেক যিলা জম্‌ঈয়তের পক্ষে একজন ক'রে মুবাল্লিগ নিযুক্ত করা দুঃসাধ্য নয়।

দারুলহাদীস,

বন্ধুগণ, আহ্‌লেহাদীস মতবাদ ও আদর্শে মযবুত লোক সৃষ্টি নাহ'লে জামাত রক্ষা পাওয়ার কথা কল্পনা করা যেতে পারেনা। সরকারি ব্যবস্থায় পরিচালিত মাদ্‌রাসা ও কলেজের পক্ষে আহ্‌লেহাদীসগণের এ অভাব পূর্ণ করার আপাততঃ কোন সম্ভাবনাই নেই। মাদ্‌রাসা ও কলেজের শিক্ষালাভ করে যাঁরা বেরিয়ে এসেছেন, তাঁদেরই ভিতর থেকে বার্ষিক দশ পাঁচ জনকে আহ্‌লেহাদীস আকীদা ও আমলে মযবুত আর আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করে গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস 'সিহাহ-সিত্তার' দর্স আর হিফয ও তজ্‌বীদ শিক্ষার একটি দারুলহাদীস প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল আর এই কার্যের জন্য জম্‌ঈয়ত তার নিজস্ব তহ্‌বীল থেকে প্রথম বৎসরের ব্যয় বাবত ১২ হাজার টাকা খরচ করতেও রাযী হ'য়েছিল। দারুলহাদীসের জন্য গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে মাসিক ৪৫৲ টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ীও জম্‌ঈয়ত নিয়ে রেখেছে। কারণ ঢাকায় উপযুক্ত স্থানে সুবিধাজনক বাড়ী পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত মাদ্‌রাসা ও কলেজের শিক্ষিত যুবকদের আকর্ষণ করার মত আর সুযোগ্য আহ্‌লেহাদীস বিদ্বান ও ত্যাগী কর্মী সৃষ্টি করার মত স্পর্শমণি সংগ্রহ করা চেষ্টাচরিত সত্ত্বেও জম্‌ঈয়তের কর্মীদের পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে উঠেনি। নতুন বা পুরাতন স্কীমের একটি উচ্চাংগের মাদ্‌রাসা স্থাপন করা জম্‌ঈয়তেরপক্ষে বড়কথা নয়, কিন্তু এরূপ ধরণের শিক্ষাগারের বিশেষ অভাব নেই আর আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মর্যাদা যে এরূপ ধরণের শিক্ষাগারগুলির সাহায্যে রক্ষা পেতে পারেনা, কোন সতর্কার আহ্‌লে-হাদীসের পক্ষে সেকথা অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। তারপর ঢাকা সিটির লোকদের এবিষয়ে সকলের চাইতে অধিক আগ্রহান্বিত ও কর্মতৎপর হওয়া উচিত, জম্‌ঈয়তের মুষ্টিমেয় কর্মীদের পক্ষে সববিষয়েই পুরো-পুরি ভার বহন করা কি সম্ভবপর? তথাপি জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস উপযুক্ত শিক্ষকের অনুসন্ধান থেকে বিরত হয়নি। এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে "দারুলহাদীসের" দ্বারোদঘাটনে ইন্‌শাআল্লাহ বিলম্ব ঘট্‌বেনা।

রিলিফ ওয়ার্কস,

বন্ধুগণ ১৯৫৭ সনের মে মাসে পাবনা টাউনের অন্তঃপাতি কতকগুলি গ্রাম প্রবল বাটিকায় বিধ্বস্ত হয়। জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট ৮ই মে তারীখে পাবনা টাউনের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করার পর নেতৃস্থানীয় আহ্‌লেহাদীসগণের সমবায়ে একটি 'রিলিফ কমিটি" গঠন করেন। তিনি ১২ই মে পর্যন্ত পাবনায় অবস্থান করে ঝটিকা বিধ্বস্ত ইলা-কার জন্য ১৫ শত টাকা সংগ্রহ ও বিতরণ করতে সমর্থ হন। সাহায্য ভাণ্ডারের বিস্তারিত হিসাব তর্জুমানুল-হাদীসের ৭ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র

আলোচ্য বৎসরে জম্‌ঈয়তের মুখপত্র "তর্জুমা-নুলহাদীস" ব্যতীত মাত্র তিনখানি পুস্তিকা অর্থাৎ "গঠনতন্ত্র", "ইসলাম বনাম কম্যুনিজ্‌ম" আর "জম্‌-ঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের স্মারকলিপি" মুদ্রিত ও প্রকা-শিত হয়েছে। মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের গোটা বৎসরে মাত্র ১০ সংখ্যা প্রকাশলাভ করেছে। উপযুক্ত ম্যানেজারের অভাবে শুরু থেকেই প্রিন্টিং ও পাবলিশিং বিভাগের উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। আমাদের মধ্যে দক্ষ ব্যবস্থাপকের একান্তই অভাব! আন্দোলন সম্পর্কিত ছোটবড় পঞ্চাশ খানারও অধিক গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু প্রেস বিভা-গের সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠ্‌ছেনা। পক্ষা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্তরে দীর্ঘ আট বৎসর কাল ধরে তর্জুমানুলহাদীস চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই মুখপত্রখানাকে আজও আত্মনির্ভরশীল করা গেলনা, অথচ সমগ্র প্রদেশ থেকে ৪ হাজার মাত্র গ্রাহক সংগৃহীত হ'লেই তর্জুমানের জন্য প্রতিবৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়না।

কিন্তু সব রকম অসুবিধার ভিতরেও আনন্দের বিষয় যে, জমঈয়তের প্রেস-বিভাগ আল্লাহর ফযলে একটা বিরাট অভাব এবৎসর পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছে।

বন্ধুগণ, পূর্ব পাকিস্তানে বিশুদ্ধ ইস্‌লামী দৃষ্টি ভংগীর সংবাদপত্রের অভাবের কথা আপনারা কেউ অস্বীকার করতে পারেননা। যেসব সংবাদপত্র বর্ত্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী থেকে প্রকাশলাভ করছে, সমস্তগুলিই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র, আহ্‌লেহাদীস-জামাতের একান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ বা বিবৃতি প্রকাশনার স্থানও এসব কাগজের পৃষ্ঠায় হয়না আর অধিকাংশ সংবাদপত্রই ধর্ম'নিরপেক্ষ ও মুস্‌লিম-জাতীয়তাবাদের বিপক্ষ! যে দু'এক খানা কাগজে ইস্‌লামী ভাবধারা সমর্থিত হ'য়ে থাকে, সেগুলিও দলীয় পত্র, আর দৃষ্টিভংগী ও কার্যক্রমের দিক দিয়ে আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের সাথে তারা সহানুভূতিশীলও নয়। মাসিক তর্জুমানের পৃষ্ঠায় সংবাদ পরিবেশন করা নিরর্থক, বিশেষতঃ দু'চার জন উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত জামাআতের বাইরে এর গ্রাহক ও পাঠক নেইবল্লেও চলে। তাই জমঈয়তের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে একখানা উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্রের প্রয়োজন দীর্ঘকাল থেকেই তীব্রভাবে অনুভূত হয়ে আসছিল। আল্লাহর হাযার লাখ শোক্‌র, বিগত ৭ই অক্টোবর ১৯৫৭ থেকে আরাফাত পূর্বপাকিস্তানের আদর্শ ইস্‌লামী সাপ্তাহিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ পর্যন্ত আরাফাত যেভাবে অভ্যর্থনা লাভ করে চলেছে, তাতে করে এর ভবিষ্যৎকে আশাপ্রদ বলতে হবে। প্রথম সংখ্যায় মাত্র আড়াই শত কাগজ মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু মাত্র তিন মাস কাল মধ্যেই বর্ত্তমানে সাড়ে বার শত ছাপা হতে লেগেছে, এর বার আনাই রেজিষ্টার্ড গ্রাহক আর চাহিদা রোজ বেড়েই চলেছে। কিন্তু বন্ধুগণ, "আরফাত" ও "তর্জুমানের" সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার পথে যেসব বাধা-বিপত্তি আর অসুবিধা রয়েছে, সেসব যদি বিদূরিত করা না হয়, তা'হলে দুখানা কাগজই অচিরাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের পক্ষে তার রোগজীর্ণ, বার্ধক্য পীড়িত ও অন্ধপ্রায় অবস্থায় জমঈয়ত পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভাবে দুখানা কাগজের সম্পাদনার গুরুভার বহন করা সম্ভবপর হচ্ছেনা আর আরাফাতের উন্নতিবিধানের জন্য প্রেসের উন্নতিসাধনও অপরিহার্য। জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে প্রায় একযুগ পূর্বে যে ভাবে বর্ত্তমান মেশিন ও প্রেসের আস্‌বাব ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি করা তার পক্ষে আর সম্ভবপর হবেনা, কাজেই এ বিষয়েও আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

জমঈয়তের সভা

১৯৫৭ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তান সরকারের "সিকাফতে ইস্‌লামিয়ার" সদস্য মওলানা হানীফ নদ্‌ভী সাহেবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত ফিলসফিক্যাল কনফারেন্সে আগমন উপলক্ষে জমঈয়তের দফতরে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৩ই ও ১৪ই মার্চে আহ্‌লেহাদীস কর্মী-সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বৎসরে জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটি ও অর্গানাইজিং বোর্ডের সব সমেত ১০ টি মিলিত সভার অধিবেশন হয়েছে। এই সভাগুলি মার্চ মাসের ২রা, ৭ই ও ১৫ই, এপ্রিল মাসের ১৯শে, জুলাই মাসের ৪ঠা, নভেম্বর মাসের ১৫ই আর ডিসেম্বর মাসের ১লা, ১৭ই, ২২শে ও ২৭শে তারীখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত ৭ই অক্টোবরে আরাফাতের উদ্বোধন উপলক্ষে পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীসের পক্ষ থেকে ঢাকা টাউনের সুধী মণ্ডলী ও সাংবাদিক মহলের একটি ক্ষুদ্র চায়ের মজলিসও আয়োজন করা হয়েছিল। সুখের বিষয়, সীমাবদ্ধ হলেও আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই মজলিসে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রাদেশিক কনফারেন্স,

বন্ধুগণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও বিগত ৯ বৎসরের মধ্যে পূর্বপাকিস্তান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহ্‌লেহাদীস কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা সম্ভবপর হ'লনা। এর ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্বপাক জম্‌ঈয়তের কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটির পুনর্গঠন হয়নি। ইতিমধ্যে পরিস্থিতির অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন নূতন আন্দোলন ও ভাবধারার বন্যায় দেশ প্লাবিত হয়েছে; সংশয়, অবিশ্বাস ও গোলযোগের আবর্তে পড়ে মানুষ দিশাহারা হ'য়ে উঠেছে। জম্‌ঈয়তের পুরাতন সদস্যমণ্ডলীর কতক পরপারের যাত্রী হ'য়েছেন, কতক নূতনত্বের মোহে বা আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে অথবা অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে জম্‌ঈয়তের সংশ্রব ত্যাগ করেছেন আবার অনেক নূতন কর্মী কর্মক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন, কতক বার্ধক্যপীড়িত ও অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েছেন। দফ্‌তর ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য বহুদূরে পড়ে গেছেন, বারম্বার তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য প্রয়োজন হ'লেও জম্‌ঈয়তের পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। গঠনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় জম্‌ঈয়তের নূতন কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার অধিকার শুধু পূর্বপাকিস্তান আহ্‌লেহাদীস কনফারেন্সের হাতেই রয়েছে। এই কন্‌ফারেন্সের ওজুহাতেই জেনারেল সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার দু'বছর যাবত নিযুক্ত করা গেলনা, কারণ এ দুটি পদই সাধারণ নির্বাচন সাপেক্ষ। এক সঙ্গে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, ক্যাশিয়ার আর দু'খানা কাগজের প্রবন্ধ রচনা ও সম্পাদনার ভার, সঙ্গে সঙ্গে অফিসের দায়িত্ব, টাকা পয়সা আদায় ও হিসাবের বোঝা আবার সভা সমিতির ফরমায়েশপালন একজন বৃদ্ধ, রোগ-জরাজীর্ণ, অন্ধপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে সঠিক ভাবে বহন করে যাওয়া কি সম্ভবপর? কাউন্সিলের বর্তমান অধিবেশনকে এ-সমস্তের বিচার ও ফয়সালা করতে হ'বে। কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় যেনতেন প্রকারে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে বটে কিন্তু এই অসঙ্গত ব্যবস্থার ফলে সবদিক দিয়েই নানাপ্রকার ক্ষয়, ক্ষতি, অব্যবস্থা ও বিভ্রাট ঘটছে। বিভ্রাট যে পূর্বেও ঘটেনি, তা নয়, কিন্তু তখন দায়িত্ব শুধু জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্টের ঘাড়েই ছিলনা। আপনাদের অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য নূতন কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে দেওয়া আবশ্যক আর যেমন করেই হোক আগামী ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্বপাকিস্তান আহ্‌লেহাদীস কন্‌ফারেন্স আহ্বান করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবশ্যকর্তব্য।

কর্মীগণের পরিচয়,

বন্ধুগণ, অতঃপর জম্‌ঈয়তের বর্তমান কর্মীদলের সাথে আপনাদের পরিচিত হওয়া উচিতঃ

১। মওলানা মুহাম্মদ আবুলকাসিম রহমানী—পাবনা জিলার কামারখন্দ সিনিয়র মাদরাসার ভূতপূর্ব সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও সিরাজগঞ্জ ইস্‌লামিয়া মাদ্‌রাসার টাইটেল ক্লাসের ভূতপূর্ব উস্তায। বর্তমানে জম্‌ঈয়ত ও প্রেসের টাকাকড়ি এঁরি হাত দিয়ে ব্যয় হয়। ইনি নাজিরাবাজার বড় মস্‌জিদে প্রত্যহ কোরআনের তর্জুমা শুনিয়ে থাকেন। দফ্‌তরের ইন্‌চার্জ রূপে এঁকে আনা হয়েছিল। ঢাকা যেলাতেই এঁর বাড়ী, মাসিক ১শত পঁচিশ টাকাকরে এঁকে দেওয়া হয়, বাসস্থান ফ্রী।

২। মওলবী কাযী আবদুশ শহীদ সাহেব—ইনিও ঢাকা যিলার লোক, আহ্‌লেহাদীস না হ'লেও উদারপন্থী। পূর্বে নিযামে ইস্‌লাম সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, বর্তমানে আরাফাতে সংবাদ পরিবেশনের ভার নিয়েছেন।

১ শত ২৫ টাকা ক'রে দেওয়া হয়।

৩। মওলানা মুনতাছির আহ্‌মদ রহমানী, ইনি কাছাড়ের মুহাজির। এঁর হাতে প্রেস বিভাগের ব্যবস্থাপনার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু জম্‌ঈয়ত ও প্রেসের আনুসঙ্গিক বহু কাজ এঁকেই সম্পন্ন করতে হয় বিদ্বান, উৎসাহী, কর্মচঞ্চল যুবক। সপরিবারে ঢাকাতেই বাস করেন, একে মাসিক ১ শত কুড়ি টাকা ক'রে দেওয়া হয়।

৪। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী—মূলতঃ মুর্শিদাবাদের অধিবাসী হলেও পাবনায় বাড়ী করেছেন। জম্‌ইয়তেআহ্‌লেহাদীসের প্রতিষ্ঠা-দিবস থেকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ইনিই একমাত্র পুরাতন কর্মী। আগে "মুবাল্লিগে উম্মী" ছিলেন, বর্তমানে জম্‌ঈয়তের চিঠিপত্র, রসিদবই বিতরণ, তর্জুমান ও

[অবশিষ্টাংশ ৪৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

www.ahlehadeethbd.org

نحمدالله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

তিন তালাক প্রসংগ

(শেষ কিস্তি)

তাবেয়ী বিদ্বানগণের যুগে একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কে মতভেদ প্রকাশ পায়, কিন্তু সে যুগেও তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি বৃহৎদল দেখা যায় যাঁহারা একত্রিত-ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। নিম্নে কতিপয় নাম উল্লিখিত হইল :

হযরত ইব্নে আব্বাসের প্রতিপালিত এবং বিশিষ্ট ছাত্র ইক্রিমা (২৫—১২৫ হিঃ) এইরূপ ফত্ওয়া প্রদান করিতেন। ইস্মাঈল বিনে ইব্রাহীম আইয়ুব সুখ্তিয়ানীর মাধ্যমে ইক্রিমার উল্লিখিত ফত্ওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১

বিখ্যাত তাবেয়ী আতাবিনে আবিরিবাহও (২৭—১১৫ হিঃ) এই অভিমত পোষণ করিতেন। ২

ইব্নেআব্বাসের অন্যতম ছাত্র তাউসও (—১৬০ হিঃ) অনুরূপ ফত্ওয়া প্রদান করিতেন। ৩

আমর বিনে দীনারও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ৪

স্বনামধন্য তাবেয়ী ইব্রাহীম বিনে ইয়াযীদ নখ্য়ীও (৪৬—৯৬ হিঃ) একত্রিত তিন তালাককে একতালাক বলিয়া গণ্য করিতেন। ৫

জাবির বিনে যয়েদও (২১—৯৬) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত পোষণ করিতেন। ৬

ইমাম আবুবক্র বিনে আবিশয়বা সনদ সহকারে তাউস আতা ও জাবির বিনে যয়েদের ফত্ওয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, গৃহবাসের পূর্বে পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করে, তাহাহইলে উহা এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে। হাফেজ ইবনুল-মন্যরও ইব্নেআব্বাসের ছাত্রমণ্ডলী যথা আতা, তাউস ও আম্র বিনে দীনারের প্রমুখাৎ উল্লিখিত ফত্ওয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৭

اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهى واحدة

হাফেয ইব্নুলকাইয়েম 'ইগাসায়,' আমীর ইয়ামানী 'সুবুলুস্সালামে' আর হাফেয শওকানী 'নয়লুল-আওতারে' ইমাম মোহাম্মদ বিনে নস্র মরওয়াযীর গ্রন্থ "ইখ্তিলাফুলউলামা" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করিলে এক তালাকই ঘটিবে যদি স্ত্রী স্পৃষ্টা না হইয়া থাকে। ইহাই হযরত ইব্নে-আব্বাস, সঈদ বিনে জুবায়র, তাউস, জাবির

اذا طلق الثلاث مجموعة، وقعت واحدة فى غير المدخول بها، وهو قول ابن عباس و سعيد ابن جبير وطاؤس و ابى الشعثاء و

[১] ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন [৩] ৪৯ পৃঃ; রদ্দুল মুহ্তার [২] ৪১৯ পৃঃ; ফত্হুলকদীর [৩] ২৬ পৃঃ; রূহুলমআনী [১] ৪৩০ পৃঃ ও তফসীরে মযহরী [১] ২৩৫ পৃঃ।

[২] ইরশাদুস্সারী [৮] ১২৭ পৃঃ; নয়লুল আওতার [৬] ১৯৭ পৃঃ ও ইগাসা [১] ৩২৪ পৃঃ।

[৩] উম্দাতুলকারী [২০] ২৩৩ পৃঃ; ইরশাদুস্সারী [৮] ১২৭ পৃঃ; তফসীরে মযহরী [১] ২৩৫ পৃঃ; শরহে মুস্লিম নববী [১] ৪৭৭ পৃঃ; ইলাম [৩] ৪৯ পৃঃ; ফতহুলকদীর [৩] ২৬ পৃঃ ওরদ্দুল-মুহ্তার [২] ৪১৯ পৃঃ।

[৪] ইরশাদুসসারী (৮) ১২৭ পৃঃ; নয়লুলআওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

৫ উম্দাতুলকারী [২০] ২৩৩ পৃঃ।

৬ নয়েলুল আওতার [৬] ১৯৭ পৃঃ।

৭ ফতহুলবারী [৯] ২৯০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিনে যয়েদ, আতা বিনে عطاء و عمر ابن دينار আবি রিবাহ, আমর و الحسن البصرى و বিনে দীনার, হাসান اسحاق ابن راهويه বস্‌রী ও ইস্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ের ফত্‌ওয়া। ৮

আহ্‌লেবয়েত গণের মধ্যে হযরত ইমাম যয়েনুল-আবেদীনের দুই পুত্র ইমাম যয়েদ বিনে আলী বিনুল হুসাইন এবং মোহাম্মদ বিনে আলী বিনুল হুসাইন যিনি ইমাম বাকের নামে প্রসিদ্ধ এবং তদীয় পুত্র ইমাম জা'ফর সাদিক বিনে মোহাম্মদ বিনে আলী এবং ইমাম হাসান বিনে আলী বিনে মোহাম্মদ বিনে আলী বিনে মুসা রিযা বিনে জা'ফর সাদিক এবং ইমাম কাসেম, ইমাম নাসের, ইমাম আহ্‌মদ বিনে ঈসা বিনে যয়েদ বিনে আলী এবং ইমাম আবদুল্লাহ বিনে মুসা এবং আরও বহু গণ্যমান্য বিদ্বান একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করার ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। ৯

তব্‌রে-তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উদ্ধৃত করা হইতেছে:

হাজ্জাজ বিনে আরতাত। ইমাম নববী ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১০

ইমাম মোহাম্মদ বিনে ইস্‌হাক।

ইমাম আহ্‌মদ তাঁহার মুসনদে এসম্পর্কে ইহার রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১১

খাল্লাস বিনে আমর বস্‌রী ও হারিস বিনে ইয়াযীদ ইক্‌লীও একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করিতেন। ১২

অনুসরণীয় ইমামগণ এবং তাঁহাদের অনুগামী-দলের মধ্যে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে নিম্নলিখিত বিদ্বানগণ এক তালাক বলিয়া গণনা করিয়াছেন:

মদীনায় তৈয়েবার ইমাম মালিক বিনে আনস কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিবিধ ফত্‌ওয়ার ইহা অন্যতম। শায়খ খলীল তাঁহার "তওযীহ" গ্রন্থে তিলমিসানীর মাধ্যমে আর ইব্‌নে আবিযয়েদ প্রত্যক্ষ ভাবে ইমাম মালেকের বাচনিক তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফত্‌ওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৩

ইমাম মালেকের কতিপয় ছাত্রের বাচনিক তিন-তালাককে এক তালাক গণ্য করার উক্তি ইমাম ইব্‌নে-তয়মিয়া তদীয় ফতাওয়ায় সংকলিত করিয়াছেন। ১৪ ইমাম তিলমিসানীও ইব্‌নুলহাল্লাবের 'তফ্‌রী' নামক গ্রন্থের টীকায় উল্লিখিত বিদ্বানগণের ফত্‌ওয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫

ইমামেআ'যম ইমাম আবুহানীফার বৈচিত্রপূর্ণ মযহবের সমূহের মধ্যে তিন তালাককে এক তালাক গণ্যকরার মযহব অন্যতম। কারণ ইমাম মোহাম্মদ বিনে মুকাতিল রাযী এই ফত্‌ওয়া প্রদান করিতেন।* তাঁহার ফত্‌ওয়া আল্লামা মাযেরী "মু'লিম বি-ফাওয়ায়েদে মুস্‌লিম" গ্রন্থে এবং ইমাম আবুবকর রাযী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ১৬

স্বয়ং ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাসানের বাচনিকও এই ধরণের একটী ফত্‌ওয়া আলমগীরীতে উল্লিখিত আছে। ইব্‌রাহীম ইমাম মোহাম্মদের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন- قيل لرجل : أطلقت

(৮) ইগাসাতুললহ্‌ফান [১] ২৯০ পৃঃ; নয়েলুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

[৯] ফতাওয়া ইব্‌নেতয়মিয়া (৩) ৩৭ পৃঃ; সুবুল (২) ৯৮ পৃঃ; নয়েল (৬) ১৯৭ পৃঃ ও তফ্‌সীর নেশাপুরী (২) ১৬১ পৃঃ।

[১০] শরহে মুস্‌লিম (১) ৪৭৭ পৃঃ; উম্‌দাতুলকারী (২০) ২৩৩ পৃঃ।

[১১] ফত্‌হুলবারী (৯) ২৯০ পৃঃ; শরহেমুস্‌লিম নববী (১) ৪৭৭ পৃঃ; রদ্দুলমুহতার (২) ৪১৯ পৃঃ; ফত্‌হুলকদীর (৩) ২৬ পৃঃ; উম্‌দাতুলকারী (২০) ২৩৩ পৃঃ।

[১২] ইলাম (৩) ৪৯ পৃঃ ও মিস্‌কুলখিতাম (২) ২৫ পৃঃ।

[১৩] ইর্‌শাদুস্‌সারী (৮) ১২৭ পৃঃ; উম্‌দাতুররিআয়া (২) ৬৭ পৃঃ ও ইগাছাতুললহ্‌ফান (১) ৩২৬ পৃঃ।

[১৪] ফতাওয়া ইব্‌নে তয়মিয়া (৩) ৩৭ পৃঃ।

[১৫] ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) পৃঃ।

* ইমাম মোহাম্মদ বিনে মুকাতিল হানাফী মযহবের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের অন্যতম। ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাসানের বিশিষ্ট ছাত্র।

[১৬] শরহে মুস্‌লিম নববী (২) ৪৭৮; ইগাসাতুল লহ্‌ফান (১) ২৯০ পৃঃ ও ইলাম [৩] ৪৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছ ? সে উত্তর করিল, হাঁ ! একবারে। ইমাম মোহাম্মদ বলিলেন, 'কিয়াস সূত্রে তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পড়িয়াছে কিন্তু আমরা ইস্‌তিহ্‌সানের সাহায্য লইব এবং উক্ত তালাককে এক তালাক গণ্য করিব। ১৭

امرأتك ثلاثا ؟ قال نعم واحدة! قال : القياس ان يقع عليها ثلاث تطليقات و لكن نستحسن و نجعلها واحدة —

আহ্‌লেসুন্নতগণের ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলেরও কতিপয় ছাত্র তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮

আহ্‌লেযাহেরগণের ইমাম দাউদ বিনে আলী এবং তাঁহার অধিকাংশ অনুগামীগণ এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিয়াছেন। আল্লামা আবুলমুফ্‌লিস ও হাফেয ইব্‌নে হয্‌ম তাঁহাদের অভিমত স্বস্ব গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন। ১৯

আর সমুদয় যুগে ইস্‌লাম জগতের বিভিন্ন নগরে যে সকল বিদ্বান সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। নিম্নে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই শ্রেণীর কতিপয় বিদ্বানের নাম লিপিবদ্ধ করা হইল :

ইমাম আবুলবারাকাত আবদুস্‌সালাম ইব্‌নে-তয়মিয়া। প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ "মুন্‌তাকাল আখ্‌বারের" সংকলয়িতা। হাফেয ইব্‌নুল কাইয়েমও নওয়াব সৈয়েদ সিদ্দীক হাসান তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে একতালাক গণ্য করার ফত্‌ওয়া প্রদান করিতেন। ২০

শায়খুল ইস্‌লাম তকীউদ্দিন আবুলআব্বাস ইব্‌নে-তয়মিয়া, যিনি সপ্তম শতকের মুজাদ্‌দিদ রূপে আখ্যাত, তিনিও উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার বিপক্ষে যেসকল আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়া থাকে, তিনি স্বীয় ফতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে সেগুলির জওয়াব এবং তাঁহার দাবীর পোষকতায় দলীল প্রমাণাদির বিস্তৃত অবতারণা করিয়াছেন। এই মস্‌আলার জন্য তাঁহার কারাদণ্ড ভোগের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ২১

ইমাম ইবনে তয়মিয়ার প্রিয়তম ছাত্র হাফেয ইব্‌নুলকাইয়েম উপরিউক্ত মস্‌আলায় স্বীয় উস্‌তাযের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থ "যাদুল-মাআদ," "ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন" ও "ইগাসাতুল-লহফান" প্রভৃতিতে এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক প্রমাণিত করার স্বপক্ষে বহুবিস্তৃত আলোচনা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা করিয়াছেন। ২২

স্পেনের কর্ডোভা নগরীর তৃতীয় শতকের বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মোহাম্মদ বিনে তকী বিনে মখ্‌লদ এবং ইমাম মোহাম্মদ বিনে আবদুস্‌সালাম খশনী প্রভৃতি একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত আল্লামা আবুলহাসান নসফী "কিতাবুল ওয়াসায়েক" পুস্তকে আর ইমাম আয্‌দী "মুফীদুলহুক্কাম" গ্রন্থে এবং গানাভী স্বীয় পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২৩

উন্দুলুসের মুফ্‌তীগণের অন্যতম আস্‌বগ বিনুল হুবাব আর কর্ডোভার শায়খ ইবনেযবাগ ও শায়খুল-হুদাও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 'মুফীদুলহুক্কাম' ও 'কিতাবুল ওয়াসায়েকে' তাঁহাদের সিদ্ধান্তও উল্লিখিত রহিয়াছে। স্পেনের তলীতলা অঞ্চলের ১৩ হইতে ১৯ জন পর্যন্ত ফকীহের সমষ্টিগত তিন তালাককে এক

[১৭] ফতাওয়া আলমগীরী [২] ৭০ পৃঃ [নলকিশোর]।

[১৮] উম্‌দাতুর রিআয়া [২] ৬৭ পৃঃ; তফসীরে মযহরী [১] ২৩৫ পৃঃ।

[১৯] উম্‌দাতুর রিআয়া [২] ৬৭ পৃঃ ও ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন [৩] ৪৯ পৃঃ।

[২০] ই'লাম [৩] ৪৯ পৃঃ; মিসকুলখিতাম [২] ২১৫ পৃঃ।

[২১] রূহুলমআনী [১] ৪৩০ পৃঃ; উম্‌দাতুর রিআয়া [২] ৬৭ পৃঃ; সুবুল [২] ৯৮ পৃঃ; নয়লুল আওতার [৬] ১৯৭ পৃঃ; ইলাম [৩] ৪৯ পৃঃ ও ইগাসা [১] ২৯০ পৃঃ।

[২২] যাদুলমাআদ [৪] ৬১—৮৯পৃঃ; ইলামুল মুয়াক্কেয়ীন [৩] ৪৬—৫৩ পৃঃ ও ইগাসাতুললহফান [২] ২৮৩—৩৩৮ পৃঃ।

[২৩] ফতহুলবারী (৯) ২৯০ পৃঃ; ইর্‌শাদুস্‌সারী (৮) ১২৭ পৃঃ ও নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তালাক গণ্য করার ফতওয়ার কথা হাফেয ইব্নুলকাইয়েম তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ২৪

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী ও আল্লামা নেশাপুরী স্বস্ব তফ্সীরে তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার উক্তি পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি নিবন্ধের যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

আল্লামা মুস্লিহুদ্দীন মুস্তফা যিনি ইব্নুত্ তম্জীদ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং তুরস্ক বিজয়ী খলীফা সুলতান মোহাম্মদের শিক্ষক ছিলেন, তফসীরবয়যাভীর স্বরচিত টীকা গ্রন্থে সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীর প্রথিতযশা বিদ্বানগণের মধ্যে ইয়ামানের আল্লামা ইব্রাহীম ওযীর "রওযুলবাসিম" গ্রন্থে, আল্লামা মোহাম্মদ বিনে ইস্মাঈল ইয়ামানী "সুবুলুসসালাম" গ্রন্থে আর ইমাম মোহাম্মদ বিনেআলী শওকানী তাঁহার "নয়লুলআওতার" নামক হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থে এই মস্আলার সবিস্তার আলোচনার পর একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পাক ভারতের স্বনামধন্য বিদ্বানগণের মধ্যে মুহাদ্দিস কুলভূষণ শায়খুলকুল হযরত মিয়াঁ সাহেব সৈয়েদ নযীরহুসাইন দেহলভীও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "তালীকুলমুগনীর" রচয়িতা তদীয় পুস্তকে ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ভূপালের নওয়াব সাহিত্যসম্রাট সৈয়েদ সিদ্দীকহাসান খান তদীয় "মিস্কুল খিতাম" নামক বলুগুলমরাম হাদীসের ফার্সী ভাষ্যগ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনার পর উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সঠিক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পাটনার বিখ্যাত মুহাদ্দিস সৈয়েদ শাম্সুলহক তাঁহার সুননে-আবুদাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উপরিউক্ত বিষয়ের সমর্থনে সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। আমি বক্ষ্যমান নিবন্ধে উপরিউক্ত বিদ্বানগণের বক্তব্যেরই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি।

বহু গ্রন্থ-প্রণেতা, ফকীহ কুলাগ্রগণ্য আল্লামা মুহাক্কিক শায়খ মোহাম্মদ আবদুলহাই লক্ষ্ণৌভী বিশেষ অসুবিধা ক্ষেত্রে সমষ্টিগত তিন তালাককে একতালাক গণ্য করার অনুমতি দিয়াছেন। ২৫

যে সকল ব্যক্তি দাবী করিয়া থাকেন যে, একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালককে তিন তালাক গণ্য করিতে হইবে বলিয়া বিদ্বানগণ ইজ্মা করিয়াছেন, উপরিউক্ত মতভেদের তালিকা পাঠ করার পর তাঁহাদের দাবীর অসারতা আশাকরি তাঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন যুগেই এ সম্পর্কে ইজ্মা সংঘটিত হয়নাই, সাহাবাগণের সময় হইতে আজ-পর্যন্ত সকল যুগেই বিদ্বানগণ সমষ্টিগত তিন তালাক সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বিদ্বানগণের মতভেদ ক্ষেত্রে সর্বদা দলীল ও প্রমাণকেই অগ্রগণ্য করা আবশ্যক আর পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে আহ্লেহাদীস বিদ্বানগণের পরিগৃহীত প্রমাণসমূহের বলিষ্ঠতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবেই।

(৩)

কিন্তু সকল প্রকার দলীল প্রমাণের অবতারণা ও আলোচনা সত্ত্বেও একটি গুরুতর প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। সে প্রশ্নটি হইতেছে — আমীরুলমুমিনীন হযরত উমর ফারুক সমষ্টিগতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার প্রমাণগুলি উপেক্ষা করিলেন কেন? আর রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে আর হযরত আবুবক্র সিদ্দীকের খিলাফতে যে কার্য প্রচলিত ছিল, হযরত উমর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন কোন্ অধিকারে?

সর্বপ্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, হযরতের পবিত্র যুগে, হযরত আবুবক্রের খিলাফতে এমন কি স্বয়ং হযরত উমরের খিলাফতের প্রাথমিক বৎসর গুলিতে মুসলানরা যে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করিতেন,

[২৪] ইগাসা।

[২৫] মজমুআয় ফতাওয়া (২) ৫৩ পৃঃ (ইউসুফী)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত উমর নিশ্চিত রূপে তাহা অবগত ছিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, এই ব্যবস্থা জাতির পক্ষে সহজ ছিল। হযরত উমর সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা অসম্ভব যে, তিনি যদৃচ্ছভাবে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন আর যে বিষয়কে আল্লাহ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি অনর্থক তাহা দুরূহ ও সীমাবদ্ধ করার কারণ হইয়াছিলেন। আর যাঁহারা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া চলিতেন এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) পদাংকানুসরণ করাকে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) সেই মহিমান্বিত সাহাবাগণের পক্ষেও হযরত উমরের কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আদেশ নীরবে মানিয়া লওয়া আর কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কার্যে হযরত উমরের পক্ষাবলম্বন করা অধিকতর অসম্ভব!

এই পিচ্ছিল সমস্যায় অনেকেরই পদস্খলন ঘটিয়াছে। একদল উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়া শরীআতের আদেশ নিষেধকে যদৃচ্ছভাবে বিকৃত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত করার অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে আর একদল উমর ফারূকের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া স্বয়ং রসূলুল্লাহর [দঃ] হাদীসকেই উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে এবং তজ্জন্য নানারূপ অলীক উযর-আপত্তির আশ্রয় লইয়াছে। আর একটি তৃতীয় দল হযরত উমরের সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহাকে অপরাধী ও গোণাহগার সাব্যস্ত করার প্রগলভতা দেখাইয়াছে।

কিন্তু এরূপ একটি চতুর্থদলও রহিয়াছেন, যাহারা কোরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র প্রভুত্ব কোন মূল্যেই ক্ষুণ্ন করিতে সম্মত নন, অথচ তাঁহারা বর্ণিত দলগুলির কোনটিকেই সমর্থন করেননা। তাঁহারা হযরত উমরের আচরণের এরূপ কৈফিয়ত প্রদান করিতে চান, যাহার ফলে কোরআন ও সুন্নতের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য স্বস্থানে বজায় থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে হযরত উমরের বিরুদ্ধেও কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার প্রতিকূল আচরণের অভিযোগ টিকিতে নাপারে।

এই নিবন্ধের দীন সংকলয়িতা উল্লিখিত চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অতঃপর হযরত উমর ফারূক সম্পর্কে শরীআতের বিধান পরিবর্তন করার অভিযোগ খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইবে।

والله سبحانه وتعالى هوالموفق والمعين وبه نستعين

প্রকাশ থাকেযে, ইস্‌লামি বিধানগুলি মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আইনগুলি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এবং ইজ্‌তিহাদের পরিবর্তনে কোন অবস্থাতেই কোনক্রমে এক চুল পরিমানও বর্ধিত, হ্রাসপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হইতে পারেনা। যথা ওয়াজিব আহকাম, হারামবস্তুসমূহের নিষিদ্ধতা, যাকাত ইত্যাদির পরিমাণ এবং নির্ধারিত দণ্ডবিধি। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে অথবা ইজ্‌তিহাদের দরুণে উল্লিখিত আইনগুলির পরিবর্তনসাধন করা অথবা উহাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ইজতিহাদ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আইনগুলি জনকল্যাণের খাতিরে এবং স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এবং অবস্থাগত পরিবর্তনের হেতুবাদে সাময়িক ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে। যথা শাস্তির পরিমাণ ও রকমারিত্ব। জনকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ)ও একই ব্যাপারে বিভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন:

(ক) মদ্যপায়ীকে চতুর্থবার ধরাপড়ার পর নিহত করার দণ্ড—আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইব্‌নেমাজা।

(খ) যাকাত পরিশোধ না করার জন্য তাহার অর্ধেক মাল জরিমানা স্বরূপ আদায় করা—আহমদ, নসয়ী, আবুদাউদ।

(গ) অত্যাচারীর কবল হইতে ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা প্রদান করা—আহমদ, আবুদাউদ, ইব্‌নেমাজা।

(ঘ) যেসকল বস্তুর চুরিতে হস্তকর্তনের দণ্ড প্রযোজ্য নয়, সেগুলির চুরির জন্য মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা আদায় করা—নসয়ী ও আবুদাউদ।

(ঙ) হারানো জিনিষ গোপন করার জন্য দ্বিগুণ মূল্য আদায় করা।—নসয়ী ও আবুদাউদ।

(চ) হিলাল বিনে উমাইয়াকে স্ত্রীসহবাস বন্ধ রাখার আদেশ দেওয়া—বুখারী, মুস্‌লিম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ছ) কারাদণ্ড, কষাঘাত ও দিররা প্রভৃতির শাস্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করেননাই। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি সাময়িক ভাবে আটক করার আদেশ দিয়াছিলেন।—আবুদাউদ, নসয়ী ও তিরমিযী

রসূলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের পর খুলাফায়ে-রাশেদীনও বিভিন্ন আকারের শাস্তি ও দণ্ড প্রদান করিতেন।

হযরত উমর ফারুক মাথা মুড়াইবার ও মারিবার শাস্তি দিয়াছেন। পানশালা আর যেসব গ্রামে মদের ক্রয় বিক্রয় হইত, পোড়াইয়া দিয়াছেন।

রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে মদ্যের ব্যবহার ক্বচিৎ হইত, হযরত উমরের যুগে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি ঘটায় তিনি এই অপরাধের শাস্তি ৮০ দিররা আঘাত নির্দিষ্ট করিয়া দেন আর মদ্যপায়ীকে দেশবিতাড়িত করেন।

হযরত উমর কষাঘাত করিতেন, তিনি জেলখানা নির্মাণ করান, যাহারা মৃতব্যক্তিদের জন্য মাতম ও কান্নাকাটি করার পেশা অবলম্বন করিত, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে তাহাদিগকে পিটিবার আদেশ দিতেন।

এইরূপ তালাক সম্বন্ধেও যখন লোকেরা বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল আর যেবিষয়ে তাহাদিগকে অবসর ও প্রতীক্ষার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সেবিষয়ে বিলম্ব না করিয়া শরীআতের উদ্দেশ্যের বিপরীত সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া ক্ষীপ্রগতিতে তালাকদেওয়ার কার্যে বাহাদুর হইয়া উঠিল, তখন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযিআল্লহু আন্হুর ধারণা হইল যে, শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণ এই বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করিবেনা, তখন তিনি শাস্তি ও দণ্ড স্বরূপ এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাকের জন্য তিন তালাকের নির্দেশ প্রদান করিলেন, যেরূপ তিনি মদ্যপায়ীর জন্য ৮০ দিররা আর দেশবিতাড়িত করার আদেশ ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ তাঁহার এ আদেশও প্রযোজ্য হইল। তাঁহার দিররা মারা আর মাথা মুড়াইবার আদেশ রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং প্রথম খলীফা আবুবক্র সিদ্দীকের রীতির সহিত সুসমঞ্জস না হইলেও যুগের অবস্থা আর জাতির স্বার্থের জন্য আমীরুলমুমিনীন রূপে তাঁহার এরূপ করার অধিকার ছিল, সুতরাং তিনি তাহাই করিলেন। অতএব তাঁহার এই শাসনব্যবস্থার জন্য কোরআন ও সুন্নতের নির্দেশ প্রত্যাখান করার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে টিকিতে পারেনা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সুস্পষ্ট যে, খলীফা ও শাসনকর্তাগণের উপরিউক্ত ধরণের শাসনমূলক ব্যবস্থা গুলির প্রকৃতি সর্বদাই অস্থায়ী, ও পরিবর্তনসাপেক্ষ। যেসকল ব্যবস্থা আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নাহতে বর্ণিত এবং উক্ত দুই বস্তু হইতে গৃহীত, কেবল সেইগুলিই আসল ও স্থায়ী এবং ব্যাপক আইনের মর্যাদা লাভ করার অধিকারী। সুতরাং উমর ফারুকের শাসনমূলক অস্থায়ী ব্যবস্থাগুলিকে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দান করা আদৌ আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে যদি বুঝাযায় যে, তাঁহার শাসনমূলক ব্যবস্থা জাতির পক্ষে সংকট ও অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দণ্ডবিধির যে ধারার সাহায্যে তিনি সমষ্টিগত তিন তালাকের বিদআত রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই শাসনবিধিই উক্ত বিদ্আতের ছড়াছড়ি ও বহুবিস্তৃতির কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যেরূপ ইদানীং তিন তালাকের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হইতেছে যে, হাজারে ও লাখেও কেহ কোরআন ও সুন্নাহর বিধান মত স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেকিনা সন্দেহ, এরূপ অবস্থায় হযরত উমরের শাসনমূলক অস্থায়ী নির্দেশ অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে এবং প্রাথমিক যুগীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে। আমাদের যুগের বিদ্বানগণের কর্তব্য প্রত্যেক যুগে উম্মতের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং জাতীয় সংকট বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হওয়া। গোঁড়ামি আর অন্ধগতানুগতিকতার খাতিরে মুসলমানদিগকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া উলামায়ে ইস্লামের উচিত নয়।

সর্বশেষ কথা এই যে, হাফিয আবুবক্র ইস্মাঈলী সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে শর্য়ী তিন তালাক রূপে গণ্যকরার জন্য হযরত উমর ফারুকের পরিতাপ ও অনুশোচনা সনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি মুস্নদে উমরে লিখিয়াছেন, হাফেয

www.ahlehadeethbd.org

আবুইয়োলা আমাদের কাছে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, সালিহ-বিনে মালেক আমাদের কাছে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, খালেদ বিনে ইয়াযীদ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বীয় পিতা ইয়াযীদ বিনে মালিকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি

اخبرنا ابويعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالدبن يزيد بن ابى مالك عن ابيه قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ماندمت على شيء ندامتى على ثلاث : ان لااكون حرمت الطلاق وعلى ان لاانكحت الموالى وعلى ان لااكون قتلت اليراع -

বলেন, হযরত উমর বিনুলখাত্তাব বলিলেন, তিনটি বিষয়ের জন্য আমি যেরূপ অনুতপ্ত, এরূপ অন্য কোন কার্যের জন্য আমি অনুতপ্ত নই। প্রথমতঃ আমি তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা কেন নিষিদ্ধ করিলামনা, দ্বিতীয়তঃ কেন আমি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদিগকে বিবাহিত করিলামনা, তৃতীয় অগ্নিপতঙ্গ কেন হত্যা করিলামনা। ইগাসার নূতন সংস্করণে আছে, কেন আমি ব্যবসাদার ক্রন্দনকারীদের وعلى ان لااكون قتلت النوائح - হত্যা করিলাম না! ¶

কিন্তু এই স্থানেই তিন তালাক প্রসংগ শেষ করা হইল।

والله اعلم بالصواب وعنده علم الكتاب وصلے الله على محمد امام المرسلين وعلى آله وصحبه نجوم المهتدين والحمد لله اولاً وآخراً ظاهرا وباطنا -

১৯।৯।৫৭

¶ ইগাসাতুল্লহ্ফান (১) ৩৩৬ পৃঃ।

—যরুরী গোযারিশ—

তর্জুমানুল হাদীছের গ্রাহক অনুগ্রাহক এবং অন্যান্য চিঠি পত্রাদির লিখকগণের খিদ্‌মতে আরয যে, পত্রে গ্রাহক নম্বর না থাকিলে কিংবা ঠিকানা অস্পষ্ট হইলে চিঠিপত্রের উত্তর প্রদান ও অভিযোগের প্রতিকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবেনা।

বিনীত
ম্যানেজার

www.ahlehadeethbd.org

হে সাতান্ন— তোমারে বিদায় !

—আফজল হোসেন।

পশ্চিম দিগন্তের ভালে;—
আজিকার সবিতা বিদায়কালে,
আঁকে নাই শিল্পী তার রং-তুলি দিয়া;—
বিদায়ের আলিম্পন—বিদায় স্মরিয়া।
খণ্ড খণ্ড মেঘপুঞ্জে ছেয়েছে আকাশ,
ঘন ঘন ফেলে ধরা হিমেলী নিঃশ্বাস।
দিবা শেষে বিহগেরা ফিরে আসে নীড়ে,
অদূরে লুকায় রবি—ধীরে, অতি ধীরে।
তারি সাথে হে সাতান্ন—ধরণীর ভয়,
হেথা হতে লহ তুমি—লহগো বিদায়।

যুগে যুগে আসিয়াছ তুমি ধরণীর 'পরে,
ধ্বংসের আসব ল'য়ে—প্রলয়ের তরে।
রুদ্র রূপে হানা দেছো পৃথিবীরে তুমি—
করেছ শ্মশান।—অখণ্ড এ ভূমি;—
দিয়েছিলে বিদেশীর করে।—হে নির্দয়,
নির্মম-কঠোর তুমি—বিশ্বের সংশয়।
তুমি ধূমকেতু—তুমি মহাকাল অরি,
রাক্ষস-দানব তুমি—প্রলয়ংকরী।
মন্দ্রিয়া জলদ মন্দ্রে প্রলয় বিষাণ,
শুরু হোল ভাঙ্গাগড়া—ধ্বংস অভিযান।
দুরন্ত কল্লোল তুমি' শোণিতের ধারা,
ছুটে চলে মহাবেগে—পৃথ্বী রাজ্য হারা।

কক্ষহারা, লক্ষ্যহারা তোমারি কল্যাণে,
হারালো সে তার কোটি-লক্ষ সন্তানে।
তোমার প্রশ্বাসে ঝরে মহামারী ভয়,
আঁখিতে মৃত্যুর নেশা—কটাক্ষে বিলয়।
গরল ছড়াও আসি হেথা জলে-থলে,
বিড়ম্বিতা এ পৃথিবী তোমার কবলে।

হে সাতান্ন! যুগে যুগে আসিয়াছ তুমি,
রঞ্জিত করেছ পৃথিবী—এ ভারত ভূমি।
লেখা আছে ইতিহাসে—আছে স্মৃতি পটে,
বিপ্লব ঘটেনি এবে—আনো নাই বটে।
তবু এনেছিলে সাথে—হে রুদ্র-ভয়াল,
ইনফ্লুয়েঞ্জা, মহামারী; দুর্ভিক্ষ করাল।
কোটী-লক্ষ জনতার বুভুক্ষু জীবন,
মহাকাল ব'রে নিল অকালবোধন।

হে মহাবিদ্রোহী দৈত্য! পরশে তোমার,
পবিত্র জালালী ভূমি রঞ্জিল আবার।
মানবের মনে আর ধরার ধূলায়—
লিখে গেলে ইতিহাস রক্তের ভাষায়।

দিনান্ত দিগন্ত ঘাটে রবি ডুবে যায়,
তারি সাথে হে সাতান্ন! তোমারে বিদায়।

—০:০:০—

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(৪)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

(সুবা বাংলার সর্ব্বত্রই এই অবস্থা, তবে ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগে এখনও কিঞ্চিৎ ব্যাতিক্রম পরিলক্ষিত হয়)।

যদি অখ্যাত ননগেজেটেড বিপুল সংখ্যক কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া গেজেটেড অফিসারদিগের সংখ্যাতত্ব লইয়া আলোচনা করা যায় তাহা হইলে ব্যাপার ব্যক্তিগত প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া হাঙ্কার জনক সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের আকার প্রাপ্ত হইবে। এতৎসংশ্লিষ্টে দুই বৎসর পূর্বে আমি দেখাইয়া ছিলাম যে, বাংলা প্রদেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের যেসমস্ত পদের জন্য সকলেই লালায়িত এবং যেসমস্ত পদে লোক নিযুক্তির বেলায় সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত বিভাগ হইতেও মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। প্রবন্ধটী ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্র সমূহে আগ্রহ সহকারে মুদ্রিত ও সমালোচিত হইয়াছিল। এবং আমার সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা ফারসী ভাষায় তর্জমা করিয়া পুস্তিকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল। বাংলার গভর্ণমেণ্ট মুসলমান সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা তদন্তের জন্য একটি কমিশনও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্রাচ সরকারী দফ্‌তর সমূহ হইতে মুসলমান চাকুরিয়ার সংখ্যা যথানিয়মে বিলুপ্ত হইয়া চলিয়াছে।

(উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রাকাশিত প্রসিদ্ধ পাইওনিয়র পত্রিকায় আমার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল।)

উপরোক্ত ঘটনাবলীকে নিম্নোলিখিত সংখ্যাগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কালের প্রথম ভাগে কিছুদিন পূর্ব্বেই উচ্চ পদসমূহে মুসলমানের যে সংখ্যা ছিল তাহাতে মুসলমানদের পক্ষ হইতে আপত্তির বিশেষ কারণ ছিলনা। কারণ তখনও অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে দুইজন হিন্দু কর্ম্মচারীর স্থলে মুসলমান ছিল একজন। কিন্তু বর্ত্তমানে (১৮৭১ সালে) তিনজন হিন্দুর স্থলে মুসলমান একজনে আসিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে নয়জন হিন্দুরস্থলে মুসলমান ছিল দুইজন। কিন্তু বর্ত্তমানে দশজন হিন্দুর মোকাবিলায় মুসলমান একজনে পৌঁছিয়াছে। তৃতীয়স্তরে ঐ সময়ে সাতাইশ জন হিন্দু ও ইউরোপীয়ের মোকাবিলায় মুসলমানছিল চারিজন। কিন্তু বর্ত্তমানে চব্বিশজন হিন্দু ও ইউরোপীয়ের মোকাবিলায় মুসলমান মাত্র তিন জন আছে। নিম্ন শ্রেণীর পদসমূহে ১৮৬৯ সালে যেস্থলে অপর সকল সম্প্রদায়ের চাকুরিয়ার সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন সেস্থলে মুসলমানের সংখ্যাছিল চারিজন। কিন্তু বর্ত্তমানে (১৮৭১) তাহাদের সংখ্যা উনচল্লিশ জনের মোকাবিলায় মাত্র চারিজনে গিয়া পৌঁচিয়াছে।

যাহাহউক যেসমস্ত ছোট ছোট পদসমূহ সম্বন্ধে বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত লইয়া কোন দাবী দাওয়া উপস্থিত করেননা সেই সকল স্থলে মুসলমানের অবস্থা আরও শোচনীয়। ১৮৬৯ সালে উহার অবস্থা ছিল এইরূপ এসেস্‌টেণ্ট গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে চৌদ্দজন হিন্দু নিযুক্ত ছিল, মুসলমান এক জনও নহে। প্রাকটিকেল ক্ষেত্রে হিন্দু ছিল চারিজন, ইংরেজ দুইজন, মুসলমান একজনও নহে। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে সাবইঞ্জিনিয়ার ও অভারশিয়ারের পদে যেস্থলে হিন্দু ছিল চব্বিশজন সেস্থলে মুসলমান ছিল মাত্র একজন। সার্ভে বিভাগে হিন্দু ছিল ৬৩ জন, মুসলমান মাত্র ২ জন। একাউণ্টেণ্ট বিভাগে হিন্দুছিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পঞ্চাশ জন, আর মুসলমান মাত্র ৩ জন। সাব অর্ডিনেট বিভাগে হিন্দুছিল বাইশ জন,মুসলমান একজনও নহে। কিন্তু এই সতঃসিদ্ধ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন করেনা। কারণ সিভিল লিষ্টির প্রতিটি পৃষ্ঠা হইতে উহা সকলেই জানিতে পারিতেছেন।

পাঠক বৃন্দের বুঝিবার সুবিধার্থে বাংলার গেজেটেড্ কর্মচারিদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত উপস্থিত করিতেছি। ১৮৭১ সালের বাংলার সরকারী কর্মচারীদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত ছিল এইরূপ :—।

	ইউরোপীয়	হিন্দু	মুসলিম	মোট
ইংলণ্ড হইতে রাজকীয় নিয়োগ-প্রাপ্ত সিভিল সার্ভিস—	২৬০	০	০	২৬০
দেওয়ানী আদালত সমূহের অস্থায়ী উচ্চপদে অভিষিক্ত একষ্ট্রা এসেস্‌টেণ্ট কমিশনার—	৪৭	০	০	৪৭
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকালেক্টর	২৬	৭	০	৩৩
ইন্‌কাম ট্যাক্‌স এসেসার—	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
রেজিষ্ট্রী বিভাগ—	১১	৪৩	৬	৬০
জজ ও সাবজজ—	৩৩	২৫	২	৬০
মুন্‌সেফ—	১৪	২৫	৮	৪৭
পুলিশ বিভাগের উচ্চ পদ সমূহে—	১	১৭৮	৩৭	২১৬
পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার	১০৬	৩	০	১০৯
পাবলিক ওয়ার্কসের অধীনস্থ আমলা—	১৫৪	১৯	০	১৭৩
পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের একাউণ্টেণ্ট—	৭২	১২৫	৪	২০১
মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, মেডিক্যাল কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও জনস্বাস্থ্য—	২২	৫৪	০	৭৬
সংক্রামক ব্যাধি-নিরোধ বিভাগের জেলা মেডিক্যাল অফিসার ও ঠিকাদার—	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
শিক্ষা, আবগারী ও শুল্ক বিভাগ—	৩৮	১৪	১	৫৩
	৪১২	১০	০	৪২২
মোট সংখ্যা—	১৩২৮	৬৮১	৯২	২১০১

আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে এবং উহার সরকারী পদসমূহে মুসলমানের একচ্ছত্র অধিকার বিদ্যমান ছিল এবং সেইসকল সরকারী পদসমূহের মধ্য হইতে হিন্দু-প্রজাগণকে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক যাহা দিতেন তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। আর ইংরেজের অবস্থা কিরূপ ছিল? তাহাদিগকে ভারতে রুযী রোজগারের জন্য মুসলমানের অনুগ্রহ ও দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া এদেশে অবস্থান করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই মুসলমানের অবস্থা কিরূপ মর্মান্তিক আকার ধারণ করিয়াছে তাহা উপরোল্লিখিত সরকারী কর্মচারীদের তালিকা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। বর্ত্তমানে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান সরকারী চাকুরিয়ার সংখ্যা একসপ্তমাংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয়ানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। কিন্তু ইউরোপীয়ান ও হিন্দুর মিলিত সংখ্যার তুলনায় মুসলমানের স্থান হইতেছে তেইশের স্থলে একজন। ইহা হইতেছে যেসকল গেজেটেড পদ সমূহে কর্ম্মচারী নিয়োগের বেলায় সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লোক নিযুক্ত করা হয়, সেই সকল পদের অবস্থা। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কেরানীর পদসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই সকল স্থানে মুসলমানের অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হইবেনা। কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে একটি প্রধান বিভাগীয় দফ্‌তর সম্বন্ধে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জানা গিয়াছে যে, মুসলমানের ভাষা পড়িতে পারে এমন একটি লোকও সেই দফ্‌তরে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কলিকাতার সরকারী দফ্‌তর সমূহে মুসলমানগণ দ্বারোয়ান, চাপরাসী এবং দফতরি ও কুলি ভিন্ন অন্য কোন পদের আশা করিতে পারেনা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, হিন্দুগণ মুসলমানের তুলনায় প্রতিভা ও যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং সেই যোগ্যতার সমাদর লাভের সুযোগ স্বরূপ তাহারা একটি নিরপেক্ষ পরিবেশের অপেক্ষায় ছিল বলিয়াই অথবা মুসলমানের সম্মুখে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ও সম্মানকর জীবন যাপনের পক্ষে চাকুরী ছাড়া আরও বহু উপায় বিদ্যমান থাকার দরুণ তাহারা সরকারী চাকুরী-সমূহ হিন্দুদের জন্য ত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই কি এই অবস্থা হইয়াছে?

হিন্দুগণ সাধারণতঃ যে মুসলমান অপেক্ষা চতুর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও সরকারী পদসমূহে একচেটিয়া অধিকার ভোগের পক্ষে যেরূপ প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রয়োজন, আজ পর্যন্ত তাহা হিন্দু-কর্মচারীগণ প্রমাণিত করিতে পারেননাই এবং অতীতের ইতিহাস হইতেও হিন্দুর চরিত্র হইতে এই প্রকার বৈশিষ্টের প্রমাণ পাওয়া যায়না। বাস্তব ঘটনা হইতেছে এই যে, মুসলমানের নিকট হইতে যখন আমরা এই রাজ্য লাভ করিয়াছিলাম তখন তাঁহারাই ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জাতি এবং ভারত সাম্রাজ্যের সমস্ত কিছুই তাঁহাদেরই করতলগত ছিল। মুসলমানগণ যে কেবল অন্তরের দৃঢ়তা ও বাহুবলেই শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা নহে, বরং রাজনৈতিক দূরদর্শন এবং শাসনতান্ত্রিক প্রতিভায় তাঁহারা সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অতীতের সেই শাসকজাতির বর্ত্তমান বংশধরদের পক্ষে সরকারী চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সমস্ত দুয়ারই বন্ধ হইয়াগিয়াছে। বলাবাহুল্য যে, সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতেও তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়

বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের সম্মুখে জীবিকা নির্ব্বাহের মাত্র দুইটি শিক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি আদালতে আইন ব্যবসায় (উকিল ও মোক্তার) দ্বিতীয় ইউনানী চিকিৎসা। ইউনানী বা হেকিমী চিকিৎসাটি পরে আলোচনার জন্য রাখিয়া দিয়া প্রথমে আইন ব্যবসায়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। বলাবাহুল্য কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই উকিল মোখ্‌তারী ব্যবসায়টির উপর মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানের নিত্য নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দরুণ উহার দ্বারও তাহাদের সম্মুখে সরকারী চাকরীর দ্বারসমূহের চাইতেও কঠোরভাবে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বাংলার হাইকোর্ট অব জুরিস্‌ডিকচারে দুইজন হিন্দু জজ বিদ্যমান আছেন, মুসলমান একজনও নাই। অতীতে যে মুসলমানগণ আদালত-সমূহের আইন ব্যবসায়ে প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছেন বর্ত্তমানে তাঁহাদের মধ্য হইতে যেকোন একজন যোগ্যব্যক্তিকে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করা যাইতে পারে, বর্ত্তমানের হিন্দু ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের কেহই তাহা ধারণাতেও স্থান দিতে রাযী নহেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ১৮৬৯ সালে যখন আমি সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম তখন অবস্থা ছিল এইরূপ। —সরকারী আইন সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতার সংখ্যাছিল ৬ জন, তন্মধ্যে চারিজন ইংরেজ, দুইজন হিন্দু, মুসলমানের স্থান ছিল শূন্য। হাইকোর্টের উল্লেখযোগ্য কর্মচারীর সংখ্যাছিল একুশ জন, তন্মধ্যে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান চৌদ্দ আর হিন্দু সাত জন, মুসলমান একজনও নহে। হিন্দু ব্যারিষ্টারের সংখ্যাছিল তিন জন এবং আমার ধারণা, বর্ত্তমানে তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। কিন্তু মুসলমান একজনও নাই।

হাইকোর্টের উকিলদের অবস্থা ব্যারিষ্টারদের তুলনায় কতকটা নিম্নস্থানীয় হইলেও উহার কাহিনী মুসলমানদের পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইবে। অথচ অতীতে এই আইন ব্যবসায়টির উপর তাহাদেরই প্রায় একচ্ছত্র অধিকার ছিল এবং সেই কালের মুসলমান উকিলদের মধ্যে কতিপয় প্রবীন উকিল আজও বাঁচিয়া আছেন। এতৎসংশ্লিষ্টে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৮৩৪ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্তের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উকিলগণের মধ্যে হিন্দু ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ানের মিলিত সংখ্যার সহিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল সমান। ১৯৬৮ সাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমান আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ইংরেজ ও একজন হিন্দু এবং দুইজন মুসলমান উকিল আজও জীবিত রহিয়াছেন। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মুসলমানের সংখ্যা ছিল ইংরেজ ও হিন্দুর মিলিত সংখ্যার তুল্য। ১৮৪৫ হইতে ১৮৫০ পর্যন্ত ঐ সংখ্যা ছিল এইরূপ :— ছয়জন মুসলমান, সাতজন হিন্দু ও একজন ইংরাজ। ১৮৪৫ হইতে ১৮৫০ পর্যন্ত যাঁহারা আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত রহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মুসলমান উকিল। ১৮৫১ সালেও মুসলমানগণ আদালত হইতে স্থানচ্যুত হননাই বরং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের সংখ্যাছিল হিন্দু ও ইংরেজ উকিলদের মিলিত সংখ্যার সমান। কিন্তু ১৮৫১ সালের পর হইতে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। এইসময় হইতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে নূতন শিক্ষিতগণ দলে দলে আসিয়া বার লাইব্রেরী সমূহ দখল করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং ১৮৫৩ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্তের বাংলার উকিলদের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, মোট ২৪০ জন উকিলের মধ্যে ২৩৯ জন ছিল হিন্দু, আর মুসলমান মাত্র ১ জন।

এখন আমি আইন ব্যবসায়ের দ্বিতীয়স্তরের প্রতি পাঠক বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ১৮৬৮ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্ণি বা সলিসিটারদের মধ্যে সাতাইশ জনই ছিলেন হিন্দু। মুসলমান একজনও নহেন। এই ব্যবসায়ে যাঁহারা শিক্ষানবিশী করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন ২৬ ছাব্বিশ জন, মুসলমান একজনও নহেন। বস্তুতঃ আইন ব্যবসায়ের যে স্তরেই দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, মুসলমানের অবস্থা শূন্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৮৬৮ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের রেজিষ্টারের দফ্‌তরে মোট ১৭ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে ৬জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ১১ জন হিন্দু, মুসলমানের স্থান শূন্য। রিসিভারের দফ্‌তরের চারিজনের মধ্যে দুইজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দুইজন হিন্দু, মুসলমান শূন্য। ক্লার্ক অব দি ক্রাউন এবং ট্যাক্স অফিসারের দফ্‌তরে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল ৪ জন, হিন্দু ৫ জন, মুসলমান শূন্য। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, আইন ব্যবসায়ের যে কোণেই দৃষ্টিপাত করা যাউকনা কেন সেই কোণেই মুসলমানের অবস্থা শূন্যে মিলিয়া যাইবে। অনুবাদ দফ্‌তরে অনুসন্ধান করিয়া কুড়িটি নাম পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ৮ জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ১১জন হিন্দু, এবং বিরাট মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সেখানে মাত্র একজন মুসলমান বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিও একজন মোল্লা এবং সপ্তাহে ৬ ছয় শিলিং (মাসিক ছয় টাকা) হিসাবে বেতন পাইয়া থাকেন।

ইউনানী চিকিৎসা

সরকারী চাকুরীর পরেই তাবাবত বা হেকিমী চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। এদেশে এই চিকিৎসা দুই নামে পরিচিত যথা তাবীব ও জররাহ (অস্ত্রোপচারক)। ইউনানী হেকিমী বিদ্যার্জ্জনের জন্য আরবী ও ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। কারণ ঐ দুই ভাষার মাধ্যমে ঐ বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু জররাহের (অস্ত্রোপচার) জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন করেনা, অশিক্ষিত হাজ্জাম বা নাপিতগণ এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচার ও ব্যাণ্ডেজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষৌরকর্ম পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই পেশা ভদ্র মুসলমানদের নিকট ঘৃণীত বস্তু। কিন্তু হেকিমী চিকিৎসা সকলেরই নিকট গৌরবের বস্তু। সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুশিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ আরাবী ও ফারসী ভাষার মাধ্যমে এই বিদ্যা অর্জ্জন পূর্ব্বক সম্মান জনক ব্যবসায় হিসাবে হেকিমী চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ধনবান অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের প্রত্যেকেই পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে বরাবরের জন্য দুইজন করিয়া চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে এক জন হইতেছেন ইউনানী হেকিমী চিকিৎসক। ইনি স্বীয় প্রভুর দৃষ্টিতে একান্ত ভাবেই সম্মানের পাত্র। তাঁহার কাজ হইতেছে পরিবারের কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহার রোগ নির্ণয় পূর্বক ঔষধের ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া তাহার আরও করণীয় রহিয়াছে। যে ধনী ও অভিজাত বংশীয় মুসলমান কর্তৃক তিনি চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন, নিযুক্তি-পত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী তাঁহাকে স্বীয় নিয়োগ কর্ত্তার বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর দরিদ্র রোগীদিগকেও বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতে হয়। কারণ সম্ভ্রান্ত মুসলমান মাত্রই তাঁহাদের রুচি অনুযায়ী প্রতিবেশীবৃন্দের তত্ত্ব তল্লাশ লইতে এক প্রকার বাধ্য হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এই হেকিমগণ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইলে সেই কার্য্য করিতে তাঁহারা ঘৃণাবোধ করেন, সে জন্য জররাহের প্রয়োজন হয়। হেকিম সাহেব রোগীর অস্ত্রোপচারের স্থান চিহ্নিত করিয়া অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি বাতলাইয়া দিলে জর্‌রাহ সেইরূপ অস্ত্রোপচার করিয়া ব্যাণ্ডেজ লাগাইয়া দেয় এবং প্রতিদিন ক্ষতস্থান ধৌত করা ও ব্যাণ্ডেজের কাজ তাহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার মফঃস্বল জেলা সমূহ হইতে ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং অশিক্ষিত জররাহগণ তাঁহাদের স্থানাধিকার করিয়া থাকার দরুণ লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। তবে উত্তর ভারতের নগর পল্লী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই এখনও প্রচুর সংখ্যক ইউনানী চিকিৎসক বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং সেজন্য যেমন একদিকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন তেমনি আর একদিকে তথাকার জনসাধারণও রোগে সুচিকিৎসালাভের সুযোগ পাইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর ভারতের অভিজাত বংশীয় হাকিমী চিকিৎসকবৃন্দ এরূপ তীব্র আভিজাত্যাভিমানী যে তাঁহারা সচরাচর গৃহত্যাগ করিয়া কোন রোগীর বাড়ীতে যাইতে চাহেন না। রোগীকে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। পক্ষান্তরে তাঁহারা ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি অর্জন করাকে এবং ঐ প্রণালী অবলম্বনকারীদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত। ডাক্তারগণ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করেন বলিয়া হাকিমগণ তাঁহাদিগকে জর্‌রাহ বা হাজ্জাম (নামক) উপাধিতে সম্বোধন করেন।

বঙ্গদেশে যেসমস্ত হিন্দু চিকিৎসক আছেন তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা ডাক্তার ও কবিরাজ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ভারতে অতি প্রাচীন। ডাক্তারী অতি আধুনিক। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ পূর্বের সংস্কার ও দ্বিধা-জড়তা কাটাইয়া উহাতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানগণ তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানদিগকে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজে দিতে রাজি নহেন। তবে অভিজাত-শ্রেণীর মুসলমানদের দৃষ্টিতে যাহারা হেয় সেই সকল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান দিগকে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা দরিদ্র বিধায় বিনামূল্যে তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে চাহে। তাহাদের ধারণা, কোন রকমে সামান্য মাত্র ডাক্তারী অন্ততঃ কম্পাউণ্ডারী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিলে সামরিক বিভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সম্মানজনক উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু এই সকল সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানের অন্তরে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের কথা স্মরণ রাখিয়া তাদের উপর আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক সৈনিক দলে প্রবেশের সুযোগ দান নিরাপদ হইতে পারেনা। তাহাদিগকে সামরিক ছাউনির কঠোর বিধি নিষেধের মধ্যে রাখিলেও সুযোগ বুঝিবা মাত্রই তাহারা আমাদিগকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ অনেক আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু ডাক্তারের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তাহারা যেমন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র সজ্জন তেমনি বৃটিশের প্রতি আনুগত্য-প্রবণ। তাহাদিগকে সরকারী দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করিলে তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা চরিত্রের সহিত প্রভুর মন যোগাইয়া চলিতে অভ্যস্ত। বলা বাহুল্য, অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানগণও যে আচার ব্যবহারে একান্তই ভদ্র সজ্জন, ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের অতীতের স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছেননা বলিয়া ইংরেজের প্রতিটি কাজ ও কথাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। বিশেষতঃ এই অভিজাতবংশীয় কোন মুসলমান যুবক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ডাক্তারের সহিত আমার আদৌ পরিচয় ঘটে নাই ইহার কারণ হইতেছে এইযে, আজ পর্যান্ত কোন অভিজাত বংশীয় মুসলমান যুবক ডাক্তারী শিক্ষালাভের জন্য মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করেন নাই। কারণ উহা তাঁহাদের নিকট ঘৃণার বস্তু। যাহাহউক, আমি নিম্নে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তের বাংলার আধুনিক শিক্ষিত ডাক্তার গণের একটি তালিকা উপস্থিত করিতেছি।

১৮৬৯ সালে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে মেডিকেল কলেজের যে, চারিজন ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সনদ লাভ করেন, তন্মধ্যে ৩ জন হিন্দু এবং একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। মুসলমানের ঘর শূন্য। ঐ বৎসর পর্য্যন্ত এম,বি সনদ প্রাপ্তদের মোট সংখ্যা ছিল ১১জন, তন্মধ্যে ১০ জন হিন্দু ১ জন এংলোইণ্ডিয়ান। ঐ বৎসর পর্য্যন্ত এল,এম,এফ সনদপ্রাপ্তের মোট সংখ্যা ছিল ১০৪ জন, তন্মধ্যে ৫ জন ইউরোপীয়ান ৯৮ জন হিন্দু এবং অবশিষ্ট একজন মুসলমান। আজ হইতে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে তমিজ খাঁ নামক কলিতায় জনৈক খ্যাতিমান মুসলমান ডাক্তারের নাম শুনা যাইত। তাঁহার সম্বন্ধে আরও কথিত আছে যে, একদা যখন মেডিক্যাল কলেজের ক্লাশে স্বয়ং ইংরেজ অধ্যক্ষ ছাত্রগণকে পাঠ দিতেছিলেন সেই সময় কলেজের একমাত্র মুসলমান ছাত্র তমিজুদ্দীন খাঁ একটি ব্যাপারে তিনবার প্রশ্ন করায় অধ্যক্ষ ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন যে,"একবারের স্থলে শতবার শুনিলেও তোমার ন্যায় গাড়োয়ান-পুত্রের মাথায় উহা প্রবেশ করিবেনা। তোমার কাজ ডাক্তারী পড়া নয় গাড়ী হাঁকানো।" এই কথায় পরদিন হইতে তমিজ খাঁ ক্লাশে সকলের পিছনের বেঞ্চিতে বসিতেন এবং আর কোনদিন কোন প্রফেসার বা অধ্যক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন করেন নাই, কিন্তু শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া সকলের অন্তরে বিস্ময় উৎপাদন করেন এবং সেই অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন 'তমিজ তুমি খাঁটি মুসলমান, আমার অসংলগ্ন কথায় তোমার অন্তরে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল সেজন্য আমি দুঃখিত কিন্তু আজ তোমার কৃতিত্বের জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত।" এই তমিজুউদ্দীন খান স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অনন্যসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৪৲টাকার বেশী দর্শনী গ্রহণ নাকরিয়াও এত অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন যে, ৭০ জন দরিদ্র মুসলমান ছাত্রকে তিনি নিজের গৃহে রাখিয়া আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি এতই উদার ছিলেন যে, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে রোগী দেখিতে গিয়া দর্শনী গ্রহণ করেননাই। দর্শনী দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে প্রতিবেশীর জন্য কিছু করনীয় আছে, আমাকে তাহা করিবার সুযোগ দিন" [স্যার উইলিয়ম হাণ্টার ১৮৬৯ সাল পর্যন্তের ১০৪ জন এল,এম,এফ ডাক্তারের মধ্যে যে একজন মুসলমানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, খুব সম্ভবতিনি ঐপরোপকারী খ্যাতিমান ডাক্তার তমিজুদ্দীন খান হইবেন বলিয়া অনুমান করিতেছি। অনুবাদক] [সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের সহিত ঘনিষ্টতার দরুণ দুইজন দেশীয় ডাক্তারকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে এবং তাঁহারা উভয়ই হিন্দু। রাজনৈতিক প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহার একটি উপাধি একজন মুসলমান ডাক্তারকে দিলে সঙ্গত কাজ হইত বলিয়া আমি মনেকরি। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে মুসলমানরাও যখন সরকারী উপাধিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন উহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। আমি জানিতে পারিলাম ইতিপূর্ব্বে যে একজন মুসলমান ডাক্তারকে খানবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল তাঁহার কোন প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নাথাকার দরুণ ভদ্রসমাজের নিকট তিনি সমাদর লাভ করিতে পারেননাই। বাস্তব অবস্থা হইতেছে এই যে, কি সাধারণ শিক্ষা আর কিইবা ম্যাডিকেল শিক্ষা, যেখ নেই পাশ্চাত্য-শিক্ষার গন্ধ আছে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানগণ সেই স্থানেই আপনাপন সন্তান পাঠাইতে চাহেননা। বলাবাহুল্য, সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের এই প্রকার ইংরেজ-বিদ্বেষ ও গোড়ামির দরুণ সরকারী চাকুরী ইত্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে হিন্দুর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে এবং উহার বিষময় ফলও তাহাদিগকে উত্তমরূপে উপভোগ করিতে হইতেছে। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

স্পেন বিজয়

(নাটক)

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বি, এস-সি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২য় অঙ্ক

৫ম দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল- দ্বিপ্রহর

জেম্‌স একাকী একটি ক্ষুদ্র আসনে উপবিষ্ট।

জেমস্ - পৃথিবীর আলো বাতাস হতে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কারাকক্ষে আমি বন্দী। আজও বাইরে ফুলের হাসি, পাপিয়ার গান, বসন্তের মৃদুমন্দ হাওয়া সবই আছে আর আমার তা উপভোগ করবার ক্ষমতা নেই। আমার মত অভাগা কে? শৈশবে মাতৃহারা হয়েছি, মার স্মৃতি বিশেষ মনে পড়েনা। কিন্তু সেজন্য বিশেষ কোন দুঃখ ছিলনা। অলিভা বুবু ও ফ্লোরিন্দা বুবুর স্নেহে আমি কোন দিনই মায়ের অভাব অনুভব করিনাই কিন্তু পিতার পাপ দৃষ্টিতে অকালে দুটি কুসুম কলিকা ঝরে পড়ে গেল, আমি তার ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই অন্ধ কারাকক্ষে বন্দী। হীন চাটুকারের দল তাদের জঘন্য মনোবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য আমার পিতাকে উৎসাহিত করছে—শক্তিশালী অমিততেজাঃ মহারাজা রডারিক আজ হীন চাটুকারদের খেলার পুতুল। বিদেশী দুর্বৃত্তগণ ক্রমে ক্রমে রাজ্য গ্রাস করছে সেদিকে তার খেয়াল নেই, সে মদ ও নর্ত্তকী নিয়ে বিভোর হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় স্পেনের সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেই বিলাসী, মদ্যপায়ী রডারিককে আর উন্মুক্ত অসি নিয়ে বিধ্বস্ত করে দেই বিরাট মুসলীম বাহিনীকে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুভব করি কঠিন কারাগারের লৌহ-প্রাচীর, মন আমার নিস্তেজ হয়ে যায়, শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে।

(চক্ষু মুদিল কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল) কে তুমি মহিমাময়ী নারী সহাস্য বদনে আমায় আশীর্ব্বাদ করছ? কি বললে, তুমি আমার মা? মা, মা, (চক্ষু খুলিল)কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি যদি এমনই ফাঁকি দেবে তবে কেন মাঝে মাঝে দেখা দাও? মা-মা-আমি আর পৃথিবীর অন্যায় অবিচার সহ্য করতে পারিনা—তুমি তোমার সুশীতল কোলে আমায় আশ্রয় দাও। মা-মা (কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রস্তরের উপর অর্দ্ধশায়িত হইল।)

(কারারক্ষীর প্রবেশ)

কারারক্ষী--রাজকুমার—

জেমস্—কাকে ডাকছ?

কারারক্ষী—আপনাকে—

জেমস—আমাকে? না, না, তুমি বোধ হয় ভুল করেছ—আমি রাজকুমার নই, রাজকুমার অন্য কেহ হবে। তুমি চলে যাও—আমার চিন্তায় ব্যাঘাত করনা।

কারারক্ষী—বান্দায় রুখাই দোষ দিচ্ছেন রাজকুমার, আপনার খানা এনেছি। (খাদ্য সামনে রাখিল)

জেমস্—(ঢাকনি খুলিয়া) আজও আবার তোমার বাড়ী হতে খানা এনেছ? কতবার বলেছি অন্যান্য কয়েদিদের যা খাবার দাও আমাকে তাই দাও। কিন্তু কেন তুমি এসব আন—নিয়ে যাও।

কারারক্ষী—রাজকুমার!

জেমস্—আজ যদি তুমি এই খাবার না নিয়ে যাও তবে আমি সারাদিন অভুক্ত থাকব।

(কারারক্ষীর খাদ্য লইয়া প্রস্থান)

জেমস্—কারারক্ষী কেন বাড়ী হতে আমার জন্য প্রত্যহই খাবার নিয়ে আসে বুঝতে পারিনা, নিষেধ করলেও শুনেনা। হয়ত ভবিষ্যৎ পদোন্নতির আশায় তোয়াজ করছে, কিন্তু কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার বা ক্ষমতাই কতটুকু?

(কারারক্ষীর ১টা রুটি ও ডাল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

জেমস্—(রুটি হাতে লইয়া) আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করবে একখণ্ড শুষ্ক রুটী, আমার প্রসারিত দৃষ্টিকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিনিয়ত বাধা দিচ্ছে উচ্চ লৌহপ্রাচীর,—তবু আমি রাজকুমার, তবুও আমি রাজার পুত্র, রাজ সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। রক্ষী, তুমি যখন রাজপুত্র বলে আমায় বিনয় দেখাচ্ছিলে তখন কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছিল (হাসিতে চেষ্টা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল) না,না, আমায় আর রাজপুত্র বলে সম্বোধন করতে পারবেনা, তুমি আমার সঙ্গে অন্যান্য কয়দির মত ব্যবহার কর।

(জেমস্ একখণ্ড রুটি লইয়া মুখে দিল, কিন্তু পরক্ষণেই থুথু করিয়া ফেলিয়া দিল) মানুষের অখাদ্য একখণ্ড রুটি এনেছ আমার জন্য—অথচ যার উচ্ছিষ্ট খাদ্যে একটি পরিবারের ভোজন চলত। তবুও আমায় রাজপুত্র বলে উপহাস করছ? রক্ষী, ভবিষ্যতে যদি কখনও আমায় রাজপুত্র বলে উপহাস কর তবে জেমসের পদাঘাতই হবে তার পুরস্কার। (রক্ষী প্রস্থানোদ্যত), আর শুন যদি আমায় পড়বার জন্য একখানা বই দিতে পার তবে এই অন্ধকার নির্জন কারাকক্ষে আমার বড়ই উপকার হয়, এরজন্য চিরজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

(কারারক্ষী প্রস্থান করিল। নেপথ্যে ফকিরের গান শুনা গেল।)

জেমস—কে গায়? কারাপ্রাচীরের বাইরে কে সুমধুর স্বর লহরী তুলে আনন্দ বিতরণ করছে?

(নেপথ্যে গান)

অমানিশি হবে ভোর উঠবে দ্বিতীয়ার চাঁদ।
দুখের মাঝেই পাবিরে তুই জীবনের স্বাদ।
বাইরের জ্বালা নয়রে জ্বালা,
মনের জ্বালায় হয় অঙ্গ কালা;
তবু কেন ঘুরে ঘুরে পরিস সেই ফাঁদ?
অমানিশি হবে ভোর উঠবে দ্বিতীয়ার চাঁদ।
দুঃখ যা তোর আছে ভালে.
কে খণ্ডাবে কিসের ছলে?
অবুঝ হয়ে থাকিস্ যদি কাঁদবে তবে কাঁদ।
অমানিশি হবে ভোর উঠবে দ্বিতীয়ার চাঁদ।
ওই দেখ চেয়ে হাস্‌ছে উষা,
পরিয়ে দিতে নবীন ভূষা,
বরণ করে নিতে তারে বাঁধরে মন বাঁধ।
অমানিশি হবে ভোর উঠবে দ্বিতীয়ার চাঁদ।

জেমস্—গান থেমে গেছে, তবু তার সুরের রেশ আমার মনের কোঠায় রয়েগেছে। কে যেন গানের ছলে আমায় অভয়বাণী দিয়ে গেল। একি দৈব বাণী? না, না, আমায় শুনতে হবে কে আমায় গানের ছলে অভয় বাণী দিয়ে গেল? রক্ষী—

(অভিবাদন করিয়া কারারক্ষীর প্রবেশ)

কারারক্ষী—রাজকুমার—

জেমস্—আবার রাজকুমার? (পদাঘাত করিতে উদ্যত হইল।) কিন্তু রক্ষী তোমার চোখে জল কেন?

কাঃ রক্ষী—আপনার দুঃখে আমি যে আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারিনা রাজকুমার!

জেমস্: আমার দুঃখে?

কাঃ রক্ষী: হ্যাঁ, আপনার দুঃখে। কত বড় ব্যথায় যে আমাদের ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির রাজকুমার ধীরে ধীরে বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে যাচ্ছেন, তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পারছি বলেই নয়নের জল আর বাধা মানছেনা।

জেমস্: আমার ব্যথায় কেউ ব্যথিত হয়না, আমার দুঃখে কারও নয়ন হতে অশ্রু ধারা পড়েনা। কিন্তু আমার দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর সেদিন বৃদ্ধমন্ত্রীর চোখে দেখেছিলুম জল—আর আজ দেখলুম তোমার চোখে। রক্ষী, তোমরা দরিদ্র, দরিদ্রদিগকে আমরা হীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন বলেই জানি, কিন্তু আজ আমার সে ধারণা ভেঙ্গে গেল।

কাঃ রক্ষী: রাজকুমার আপনার মত চেহারাধারী আমারও একটি ছেলে ছিল। দরিদ্র বলে তাকে সুশিক্ষা বা ভাল সাজসজ্জা কোন দিনই দিতে পারিনি। কিন্তু যে ধন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য রাখেনা সেই পিতৃস্নেহ ধনে আমার হৃদয় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল—আমি সেই ঐশর্য্য তাকে হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিলুম। কিন্তু সে আমায় তার কোন প্রতিদান দিলনা, নিষ্ঠুর, আমাকে অকৃতজ্ঞের হাসি হেসে পরপারে চলে গেল।

জেমস্: এঁ্যা, তার মৃত্যু হল?

কাঃ রক্ষী—হ্যাঁ সে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে—তার জন্য আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তার মৃত্যুকালে এই অধম পিতা তার বিবর্ণ শুষ্ক অধরে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একবিন্দু দুধ দেবার ক্ষমতা রাখেনি।

জেমস্—আহা!

কাঃ রক্ষী—বাছা আমার রাজ্যের তৃষ্ণা নিয়ে চলে গেছে।

জেমস্—এত—এত দরিদ্র তোমরা? কিন্তু তুমি যে আমার কারাগারের খাদ্য খেতে না দিয়ে বাড়ী হ'তে খাদ্য আন, তাত বড় সুলভ বলে মনে হয়না।

কাঃ রক্ষী—শুন রাজকুমার শুন; সে চলে যাওয়ার পর পৃথিবীর বাতাসে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেত। পৃথিবী আমার কাছে একটা নিরানন্দপুরী বলে মনে হত।—তারপর যেদিন তুমি কারাগারে আসলে সেদিন অবার আমার রুদ্ধ পিতৃ-স্নেহ উথলে উঠল—তোমার প্রতি অবয়বে আমি আমার ছেলের ছাপ দেখতে পেলুম। আমি সেকথা আমার স্ত্রীকে বললুম—তাই সে প্রতিদিন তোমার জন্য খাদ্য পাঠায়।

জেমস্—এতে তোমাদের কষ্ট হয় না?

কাঃ রক্ষী—কষ্ট? হাসালে জেমস্—তুমি পিতা নও, পিতৃস্নেহের উষ্ণতা তুমি জাননা। তুমি যেদিন পিতা হবে সেদিন বুঝবে—পিতা মাতা নিজের কোন আয়েশ আরামের দিকেই লক্ষ্য করেনা, তারা চায় তাদের সর্বস্ব-বিনিময়ে তাদের প্রিয়তম স্নেহের পাত্রের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে। এতে যে তারা কি আনন্দ পায় তা তুমি বুঝবেনা জেমস্। জেমস্! যদি দুর্বল মুহূর্ত্তে আমার প্রাণের গোপন বাসনা প্রকাশ করে দিয়ে থাকি, তবে আয় বাবা এই বৃদ্ধের শান্তিহারা তাপিত বক্ষে একবার আয়—তোকে বক্ষে ধারণ করে প্রাণ জুড়াই। [জেমসকে বুকে টানিয়া লইল] আঃ জুড়িয়ে গেল! প্রাণ শীতল হল। হে পরম করুণাময় আল্লাহ, যেন আমার এ সুখস্মৃতি চিরদিন জাগরুক থাকে।

জেমস্: (সবিস্ময়ে) কি বললে, তুমি মুসলমান?

কাঃ রক্ষী: হ্যাঁ আমি মুসলমান—ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

জেমস্—তুমি মুসলমান হয়েছ? জাননা মহামান্য রাজা রডারিক ইসলামের কত বড় শত্রু? তুমি তার সামান্য কর্ম্মচারী হয়ে—তাঁরই বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাও? যদি পিতা ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারেন তাহলে তোমার যে কি অবস্থা হবে তা'কি তুমি কল্পনা করেছ?

কাঃ রক্ষী—মনে রাখবেন রাজকুমার, আপনার পিতা সামান্য মানব—তাঁর আহার, নিদ্রা, জরা মৃত্যু আছে। কিন্তু আমার মহাপ্রভু ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন চিরজাগ্রত ও চিরঅমর। সুতরাং কাকে ভয় করব বেশী? কার আদেশ আমি নির্ব্বিচারে পালন করব?

জেমস্—রক্ষী, তুমি আমায় স্নেহ কর, তাই আমি একথা কারও কাছে বলবনা! কিন্তু তুমি সাবধান থেক, ঘুণাক্ষরেও কারও নিকট প্রকাশ করনা—আর যদি পার তবে আবার পিতৃ পিতামহের ধর্ম্মে ফিরে আসতে চেষ্টা কর।

কাঃ রক্ষী—রাজকুমার। আমি মুসলমান—একমাত্র অসীম শক্তিশালী আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করিনা। কিন্তু অযথা নিজের জীবন বিপন্ন করা আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ, তাই ধর্ম্মান্তরের কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

জেমস্—বেশ ভালই করেছ। তুমি আসার আগে বাহিরে কে গান করছিল?

কাঃ রক্ষী—উনি আমার দীক্ষাগুরু শাহ ফকির সাহেব। তাঁর কাছ থেকে একটা ভাল বই পেয়েছি। সেই বই হচ্ছে আমাদের ধর্ম্মগুরু দুনিয়ার শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জীবনী। যদি পড়তে ইচ্ছা করেন তবে এনে দিতে পারি।

জেমস্—বেশ এনে দাও। দেখি তোমাদের ধর্ম্মগুরুর জীবনী পড়ে। তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করি।

(কারারক্ষী প্রস্থানোদ্যত)

জেমস্—আর শুন যদি তোমার দীক্ষাগুরু শাহ ফকির সাহেব থাকেন, তবে তাঁকে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিও।

(কারারক্ষীর প্রস্থান)

জেমস্—আশ্চর্য্য এই মুসলমান জাত! একটা হীনদরিদ্র কারারক্ষক মাত্র অথচ তার ঈমানের কি তেজ! যতই ভাবি ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(পুস্তক হস্তে কারারক্ষকের প্রবেশ)

কারারক্ষী—তিনি চলে গেছেন।

জেমস্—(বই লইয়া) আবার আসলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিও। (বই নাড়িয়া) বেশ সুন্দর বইত—সময়টাও কাটবে, আর তোমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানও বাড়বে।

কারারক্ষী—রাজকুমার পড়ুন, যতই অগ্রসর হবেন ততই দেখতে পাবেন বিশ্বনবী কত সুন্দর মহৎ, উদার—

(জেমস্ গভীরভাবে পুস্তকখানি পড়তে লাগল)

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

স্থান—রডারিকের মন্ত্রনাকক্ষ। কাল—প্রভাত।

রডারিক ও মুসাহিবদ্বয়

রডা। চর মুখে যা সংবাদ পেলুম সবই সত্যি মন্ত্রী?

২য় মোঃ। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ সবই সত্য।

রডা। মুসা এখন কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে?

২য় মোঃ। হুজুর যা জানেন, আমিও তাই জানি, হুজুরের চেয়ে বেশী জেনে কি শেষে পাপের ভাগী হব?

রডা। মূর্খ। শুধু চাটুকারিতাই শিখেছ। রাজ্যের প্রধান অমাত্যের পদে আসীন হয়ে শত্রু রাজ্যের মধ্যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তার কোন খবরই রাখনা। সেনাপতি—

১ম মোঃ। মহারাজ আজ্ঞা করুন।

রডা। মুসার আক্রমণ প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করেছ?

১ম মোঃ। মহারাজ সেজন্য ভাববেননা। আমি রাজ্যমধ্য হতে বিস্তর রসদ সংগ্রহ করেছি—আর আমাদের সৈন্যরা যাতে শক্তিশালী হয়ে উঠে সে জন্য বসে বসে ভাল খাবার খাওয়াচ্ছি।

রডা। সৈন্যদল প্রত্যহ নিয়মিত কুচ করে?

১ম মোঃ। মহারাজ আমাকে যতখানি বোকা মনে করেন আমি তার চেয়ে একটু বেশী বোকা, তবে কিনা মহারাজ এ বিষয়ে আমার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। যুদ্ধের আগে যাতে সৈন্যদল কুচ ক'রে অযথা হয়রাণ না হয় সে ব্যবস্থা আমি করেছি। আমি তাদের—

রডা। অপদার্থ! এই বুদ্ধি নিয়েই আজ তুমি আমার প্রধান সেনাপতির গদি দখল করে বসে আছ? শুন আহম্মক আগামীকল্য হতে প্রত্যহ যেন সকালে বিকালে সৈন্যদল যথারীতি কুচ করে। বুঝলে?

১ম মোঃ। আজ্ঞা মহারাজ!

রডা। আর যদি দেখি আমার আদেশ যথারীতি পালিত না হচ্ছে, তবে তার শাস্তি বোধহয় তোমার অজানা নেই, সেনাপতি!

১ম মোঃ। মহারাজ শাস্তি না হয় আজই দিয়ে দিন। বান্দা ত সর্বদাই হাজির হুজুর।

রডা। তোমাদের উপর আমি যতই ক্রুদ্ধ হইনা-কেন, তোমাদের অমায়িক ব্যবহারে আমি রুঢ় হতে পারিনা!

২য় মোঃ। হুজুর আমাদের দয়ার প্রাণ।

১ম মোঃ। মহারাজ আমাদের ভগবানের দান, নইলে এমন মানুষ স্বর্গ ছেড়ে কেন পৃথিবীতে অবতরণ করবেন?

রডা। সেনাপতি—

১ম মোঃ। আজ্ঞা মহারাজ!

রডা। মুসা এবং তারিকের মিলিত বাহিনী বিরাট শক্তিশালী হবে। তাদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠতে পারব?

১ম মোঃ। মহারাজের ইচ্ছা হলে পারবনা কেন? মহারাজের হুকুম হলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রডা। চেষ্টা নয়, আমি চাই ইউরোপ থেকে ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করতে। এর জন্য ইউরোপের সমস্ত খৃষ্টান রাজন্যবর্গের নিকট সাহায্য চেয়ে আবেদন জানাব। এ বিষয়ে তোমাদের মতামত কি?

১ম মোঃ। হুজুরের মতই আমাদের মত, আমরা এতে আনন্দিতই হব।

২য় মোঃ। বাস্তবিকই হুজুরের আমরা এতই বশীভূত যে আমি ঐরূপ সাহায্যের কথাই মনে মনে চিন্তা করছিলুম যেন।

রডা। কিন্তু আমি সাহায্য প্রার্থনা করলে কি আমার নীচতা প্রকাশ পাবেনা?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১ম মোঃ। চিন্তার বিষয়!

২য় মোঃ। ভাববার কথা।

রডা। মন্ত্রী, তুমি রাজন্যবর্গকে লিখে জানাবে যে এ যুদ্ধ রডারিকের সঙ্গে মুসার যুদ্ধ নয়—এ যুদ্ধ খৃষ্টান ধর্ম্মের সঙ্গে ইসলামের যুদ্ধ। বিপন্ন খৃষ্টান ধর্ম্মকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা যেন এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

২য় মোঃ। আজ্ঞা মহারাজ, অদ্যই আমি মহারাজের আদেশানুযায়ী কার্য্য করব।

রডা—শুনছি রাজ্যমধ্যে অনেকে নাকি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করছে। তুমি প্রচার করে দাও মন্ত্রী, যে-ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করবে তার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হবে আর তাকে রণহস্তী দ্বারা নিষ্পেষিত করা হবে।

২য় মোঃ—মহারাজের হুকুম অদ্যই রাজ্যময় ঘোষনা করব। মুসলমান বেটারা মহারাজের হুকুম শুনে টুপি খুলে দাড়ি চেঁচে আল্লা আল্লা বলতে বলতে আবার খৃষ্টান হবে। হুজুর যদি হুকুম করেন ত সেনাপতি মূসা ও তারিককে মহারাজের ঘোষণা শুনিয়ে পত্র প্রেরণ করি তাতে হয়ত মহারাজের শাস্তির ভয়ে বেটাদের খৃষ্টান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রডা—না, আমি তাদের সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করে তাদের দম্ভ চূর্ণ করে দিতে চাই। তাদের বিষদাঁত উপড়ে দিয়ে আমি দেখাতে চাই, অন্ধশক্তিতে মত্ত হয়ে রডারিকের রাজ্য আক্রমণ করার পরিণতি কত ভয়ঙ্কর! তাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাকে আমি এমন ভাবে নিবৃত্ত করে দেব যেন ভবিষ্যতে আর কেহ কোনদিন ইউরোপে ইসলামের নাম মুখে আনতে সাহস না করে কিন্তু মাঝে মাঝে একটা অবসাদ একটা নিষ্ক্রিয়,নিস্তেজভাব আমার মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়—

২য় মোঃ— মহারাজ নর্ত্তকীর ব্যবস্থা করব? তাদের নাচ গানে—

রডা—মাঝে মাঝে মনে হয় এ সঙ্কট সময়ে জেমস্ কাছে থাকলে অনেক ভরসা পেতুম। আমি যতই উদ্বিগ্ন ও চিন্তাচ্ছন্ন হইনা কেন,তার প্রশান্ত কমনীয় মুখমণ্ডলের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য আমার প্রাণে শান্তির প্রলেপ দিয়ে যায়। কারাগারে না জানি সে কত কষ্ট ভোগ করছে—।

২য় মোঃ মহারাজ আমি শুনেছি সে কারাগারে বেশ সুখেই আছে। কারারক্ষী তাকে খুবই স্নেহ করে, নিজ বাড়ী হতে ভাল খাদ্য এনে খাওয়ায়।

রডা—মূর্খ! রাজার দুলাল— রাজঅন্তঃপুরের উপাদেয় খাদ্যে যে অভ্যস্ত সেকি কারারক্ষীর প্রসাদে পরিতৃপ্ত হতে পারে? নাজানি বাছা আমার শুকিয়ে শুকিয়ে কঙ্কাল সার হয়েছে। না, না, তার সেই দুঃখক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদন আমি কল্পনা করতে পারিনা।

১ম মোঃ—রাজকুমারের দুঃখের কথা মনে হলে আমাদেরও চোখের পানি বাধা মানে না। হুজুর তাকে মুক্ত করে দিন।

রডা: না, তা হয়না সেনাপতি—রাজা রডারিক কোন দুর্ব্বলতারই প্রশ্রয় দেবেনা। স্নেহের জন্য সে তার আদেশ পরিবর্ত্তন করতে পারেনা। আমি আগে রাজা পরে পিতা। তবু—তবু তার কথা মনে হলে নয়নবারি কেন বাধা মানেনা, হৃদয় কেন হাহাকার করে,—মনটা কেন উদাস হয়ে কোন অজানার দেশে ঘুরে বেড়ায়।

২য় মোঃ—হুজুর যদি মর্জ্জি করেন ত হুজুরের চিত্ত বিনোদনের জন্য নর্ত্তকীদের ডাকি। তাদের নাচ গানে একটা রৌমণীয়ের জৌলুস খুলে দেই।

রডা: না, নর্ত্তকীদের নিরস নাচ-গানে আমি মনের খোরাক পাইনা। আমি একটু নির্জনে থাকতে চাই।

১ম মোঃ: মহারাজের মনটা আজ বেজায় খারাপ দেখলুম, বোধহয় অবিলম্বে জেমস্‌কে কারামুক্ত করবেন।

২য় মোঃ: সর্ব্বনাশ! তবেই হয়েছে! তাহলে আমাদের তল্পী তল্পা গুটিয়ে এক্ষুণি সরে পড়তে হবে। ভাই হে, এমন কর্ম্ম যেন কখনও না হয় সেদিকে নজর রেখ।

১ম মোঃ। নজর ত রাখছিই ভায়া, কিন্তু খেয়ালী রাজা একবার যদি মুক্ত করার হুকুম দেন ত তার প্রতিবাদ করতে গেলে তখনই রাজ কুমারের পরিবর্ত্তে তাকেই কারাগারে যেতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২য় মোঃ। আরে যুদ্ধের আগের কয়টা দিন না বেরুতে পারলেই হয়।

১ম মোঃ। তাতে আর আমাদের লাভটা কি হবে? যুদ্ধের পর বেরুলেই কি আমাদের দূর করে দেবেনা?

২য় মোঃ। বুঝছনা কেন? যুদ্ধের পরে রডারিক আর হুকুম দেবার মালিক থাকবেনা, তখন এই সিংহাসনে বসে হুকুম চালাবেন আরব সেনাপতি মুসা।

১ম মোঃ। না, বুঝতে পারলুমনা।

২য় মোঃ। আচ্ছা, বলি, যুদ্ধে আমাদের জয় হবে?

১ম মোঃ। কেমন করে বলব?

২য় মোঃ। তুমি হলে প্রধান সেনাপতি আর তুমি বলতে পারনা, এ কেমন কথা? তোমাকেই ত সৈন্যদের সামনে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

১ম মোঃ। বল কি হে?

২য় মোঃ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। রাজা যে তোমাকে মোটা মোটা মাইনে দিচ্ছেন সেকি শুধু নর্ত্তকীদের সাথে প্রেমালাপ করবার জন্য?

১ম মোঃ। তবে বাবাগো, সর্বনাশ হবেগো, আমি কেমন করে বাঁচবগো? ভাইজান তোমার মাথায় এত বুদ্ধি খেলে, এর একটা বিহিত কর ভাই।

২য় মোঃ। আরে ভাই অত ব্যস্ত হয়োনা। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা ছয় ছয় মাসের ছুটি নেব। যদি রাজা জয়ী হন তবে আবার চাকুরীতে যোগদান করব—আর যদি পরাজিত হন, তবে পগার পার হব। ব্যাস হল ত?

১ম মোঃ। বুঝেছি ভাই বুঝেছি এই জন্যই তুমি মন্ত্রী আর আমি সেনাপতি অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি চিক্কণ আর আমার বুদ্ধি ভোঁতা।

২য় মোঃ। আমি ত রাজা নই, আমাকে চাটু করে লাভ কি? বরং প্রমোদ কক্ষে চল। রাজা নেই, নর্ত্তকীদের সাথে জমবে ভাল।

১ম মোঃ। চল যাই, যে কয়েকটা দিন আছি একটু আমোদ প্রমোদ করে নেই।

২য় দৃশ্য

স্থান-শিবির। কাল-প্রভাত

মুসা ও আবদুররহমান

মুসা! দিক চক্রবালে একটা কাল মেঘ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—মনে হয় একটা ভীষণ ঝড় উঠবে। এই ঝড়ে যে মাঝি সুকৌশলে দৃঢ় হস্তে তরী চালনা করতে পারবে, সেই হবে বিজয়ী। ইউরোপের সমস্ত খৃষ্টান নরপতি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছে রডারিককে—ইউরোপ থেকে ইসলামের নাম নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য। (হাত তুলিলেন) হে পরম করুণাময়, যদি ইসলামকে জগতের শ্রেষ্ঠাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, যদি তোমার পুন্যনাম এই মহাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাও—তবে হে অনন্ত অসীম, শক্তিশালী মহাপ্রভু, তুমি ধর্মবলে বলীয়ান কর এ ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে, বিজয়ী কর তাদেরকে শক্তিশালী রডারিকের বিপুল বাহিনীর উপর। হে খোদা, হে, পরম করুণাময়! তোমার অপার করুনায় আমরা তোমার ধর্ম্মের বাণী সমস্ত উত্তর আফ্রিকাকে শুনিয়েছি, ইউরোপকেও শুনাতে চাই। আমরা দুর্বল, অসহায়, তুমিই আমাদের শক্তি, সহায়—তাই তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল কর। আমীন!

আঃ রহঃ। আমীন।

মুসা। ঐ দেখা যাচ্ছে স্পেনের শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়ে রডারিকের রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ চুড়া—যেখানে সমবেত হয়েছে সমস্ত ইউরোপের ক্ষাত্রশক্তি। আজ প্রকৃতির এই নীরব নিস্তব্ধতা থেকে কে অনুমান করতে পারে যে দুদিন বাদে হয়ত এই শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র রঞ্জিত হবে নিহতদের শোণিত স্রোতে, এই প্রান্তর ধ্বনিত হবে বিজয়ীদের জয়গানে আর মুমূর্ষুদের আর্ত্তনাদে।

মুসা—আমি চাই এই রক্ত স্রোত বন্ধ করার জন্য একবার রডারিকের কাছে দূত পাঠাতে।

{ প্রহরীর প্রবেশ }

দূত। আমিরুল জুনুদ তারিক তাঁর দলবল নিয়ে সালারে আ'যমের দর্শনপ্রার্থী।

মুসা—তাঁদের এখানে নিয়ে এস। [ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

নারী স্বাধীনতা

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের
বি-এ (অনার্স), ই, পি, সি, এস্, ডি-লিট্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিঃ বেবেল বলেন, অধিকাংশ মজুরের বেতন এত অল্পযে, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অসম্ভব, তাহারা বেশ্যাবৃত্তি করিয়া অভাব পূরণ করে। অল্প বেতনের কথা তুলিলে মালিকেরা তাহাদের সোজা পথ দেখাইয়া দেন। স্ত্রী দর্জ্জি টুপি ও অন্যান্য শিরশ্ছদ প্রস্তুত ও বিক্রয় কারিণী এবং সর্ব্বপ্রকার কল কারখানার লক্ষ লক্ষ শ্রমিকেরই এ অবস্থা! ১৮৭২ খৃস্টাব্দে মাঞ্চেনে পুলিশের পর্য্যবেক্ষণাধীন রেজেষ্ট্রী বেশ্যার মধ্যে ২০৩ জনই ছিল দিন মজুর ও কারীগরদের স্ত্রী। পুলিশী-নিয়ন্ত্রন নিতান্ত নির্লজ্জভাবে সর্ব্বপ্রকার শালীনতাজ্ঞান ও ব্যক্তিগত মর্যাদার হানিকর, কাজেই তাহা এড়াইয়া কত বিবাহিতা মেয়েযে যে এই অপমানজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, কে তাহার ইয়ত্ত্বা করে?

যাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরী করে, স্টাইল বজায় রাখিতে বা বিলাসিতা করিতে গিয়া তাহারাও কুপথে পা বাড়াইতে কুণ্ঠিত হয়না। জর্জ্জ রয়েল স্কট তাঁহার 'বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাসে' বলেন, হাজার হাজার চাকুরিয়া বালিকা যেরূপ মূল্যবান পোষাক পরিধান করে, বেতনের টাকায় তাহা ক্রয় করা অসম্ভব। পূর্ব্বের ন্যায় আজিও পুরুষই তাহাদের পোষাক যোগায় সত্য, কিন্তু তাঁহারা স্বামী, পিতা বা ভ্রাতা নন, অন্য-লোক! যাহারা গির্জ্জার বেদীতে দাঁড়াইয়া দাম্পত্য-আনুগত্যের হলফ লয়, তাহাদের মধ্যে সঠিক অর্থে 'কুমারী' মেয়ে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব ফরীদপুরের মিস রাজিয়া খাতুন বি,এ-বি,টি করাচী হইতে ইহার একটি চাক্ষুস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সমারসেট ষ্ট্রীটের উইমেনস্ মেসে এ্যাংল মেয়েরা ফুড-চার্জ দেয় আশি টাকা, ঘরভাড়া দেয় কুড়ি টাকা, মিনি-য়ালস্ (ভৃত্যাদি) বাবদ দেয় পনর টাকা, ধোপা বাবদ পাঁচ টাকা, তাদের প্রসাধন এবং অন্যান্য খরচের কথা বাদই দিলুম। অথচ মাসিক বেতন পায় তারা আশি টাকা থেকে আরম্ভ করে বড় জোর দেড়শ'র মধ্যে। কেউ করে টেলীফোন এক্সচেঞ্জে চাকুরী, কেউ টাইপিস্ট, বড় জোর কেউ লোয়ার গ্রেডের কেরানী।

তাদের খরচ পোষায় কি করে? প্রত্যহ বিকালে অসংখ্য ট্যাক্সসী এসে মেসে প্রবেশ করে সারিবদ্ধভাবে। প্রতীক্ষারত মেমসাহেবেরা .. নির্বিচারে উঠে বসেন পুরুষ বন্ধুদের পাশে। অতঃপর পাড়িজমান, কোন অজানার উদ্দেশ্যে তা কে জানে? (৩৪)

ইচ্ছা করিয়াই তিনি অন্য মেয়ে বোর্ডারদের কথা চাপিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহারা যে ভিন্ন গোত্রের, এমনকথা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

এতদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত শাসনে 'আতঙ্ক' ঘটিতে বাধ্য। এ সময় মেয়েরা বেকার হইয়া পড়ে। কাজেই তাহারা ব্যাপক আকারে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হয়। একবার তাহাতে ঢুকিলেই তাহাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। উত্তর আমেরিকার ক্রীতদাস যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে তুলার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বেশ্যার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫ বৎসরেও তত বাড়ে নাই।

আমেরিকা ও ভারতের জল-পথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় বাণিজ্য জার্ম্মানীর হাতছাড়া হইবে, মধ্যবিত্ত সমাজে এরূপ 'আতঙ্ক' দেখা দেয়। ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে জার্মানীর প্রত্যেক দশম পুরুষ প্রাণ-ত্যাগ করায় জীবিকানির্ব্বাহ বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধনের উপায় হিসাবে বিবাহের হার অসংখ্য রমণীর নিকট রুদ্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবত পুরুষ নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতাকে ভর করিতে শিখে। ব্যবসা মন্দা হওয়ায় তাহারা রমণীদিগকে

(৩৪) বেগম, ৫।১২।৫৪ আজাদ ২৫।৮।৫৪ ইং।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়। ফলে সামান্য পরিচারিকা ও হীনতম শ্রেণীর শ্রমসাধ্য কাজ লইয়াই তাহাদের তৃপ্ত থাকিতে হয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন অসম্ভব। তদুপরি একদল পুরুষ অন্ততঃ নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয় বলিয়া কোন পুলিশী জুলুমই অবৈধ সংশ্রব বন্ধ রাখিতে পারেনা। যেসকল অপ্রতিহত ভূপতি খৃষ্টানী সরলতায় রাজত্ব করেন, তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক শাসনে যত জারজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আর কখনও তত হয় নাই।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে বৎসর শস্যের দাম বাড়ে, সে বার বিবাহ ও জন্মের হার হ্রাস পায়। আধুনিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির সহিত বহু বর্ষ ব্যাপী অন্ন সঙ্কটের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এরূপ সঙ্কটকালের প্রভাব আরও ক্ষতিকর। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সমৃদ্ধির সময় জার্ম্মানিতে ৪,২৩, ৯৮০টি বিবাহ হয়, কিন্তু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে চরম আতঙ্কের সময় হয় মাত্র ৩,৩৫, ৩৩০টি অর্থাৎ শতকরা ২৫টি কম। অভাবের সময় প্রুশিয়ায় প্রতি বৎসরেই বিবাহের সংখ্যা হ্রাস পায়।

ইহার সরাসরি ফল গুপ্ত পাপ। অপর্য্যাপ্ত সঙ্গতি, শিশুকে শিক্ষা দানে অক্ষমতা প্রভৃতি নানা কারণে সর্ব্বশ্রেণীর রমণীই অস্বাভাবিক ও দণ্ডনীয় অপরাধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হয়। তাহারা নানা উপায়ে গর্ভনিরোধ করে, ব্যর্থ হইলে ভ্রূণ হত্যার আশ্রয় লয়। কেবল নীচ ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞানহীনা মেয়েরাই এ পথের পথিক হয়, এরূপ মনে করা ভুল। অত্যধিক বিবেক-জ্ঞান সম্পন্না রমণীদিগকেও জোর করিয়া নিজেদের যৌন প্রবৃত্তি দমন রাখা বা স্বামীকে সভাবসিদ্ধ নিয়মে অন্যত্র ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিতে দেওয়া অপেক্ষা কৃত্রিম গর্ভপাতের ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর মহিলারা এমনকি ফওজদারী অপরাধে লিপ্ত হইতেও বিরত হননা। জনসংখ্যার অনুপাতে ফ্রান্সে শিশুহত্যা ও গর্ভপাতের হার সর্ব প্রকারসীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। সেখানে বৎসরে অন্ততঃ ছয় লক্ষ শিশু পৃথিবীর মুখ দেখিতে পায়না, আমেরিকায় বৎসরে ১৫ লক্ষ গর্ভপাত সম্পন্ন হয় এবং ফ্রান্সের ন্যায় হাজার হাজার শিশুকে জন্মের পূর্ব্বেই হত্যাকরা হয়। বর্ত্তমান ব্যভিচারের ধাক্কায় চীন ও রুশিয়া গর্ভপাতনিরোধ আইন বাতেল করিয়া দিয়াছে। [৩৪] 'আতঙ্ক' না ঘটিলেও নিস্তার নাই। মনিবও তাঁহাদের কর্মচারী, বণিক, উৎপাদক, জমিদার প্রভৃতি যেসকল ধনিক নারী-শ্রমিক ও চাকরাণী নিযুক্ত করেন, তাঁহারা অনেক সময় তাহাদিগকে নিজেদের ইন্দ্রীয় সেবায় নিয়োগের বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া মনে করেন। মধ্যযুগের জায়গীরদারদের অগ্রভোগের অধিকার এখন স্বতন্ত্র আকারে বর্ত্তমান। (৩৫) কেহ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহারা সোজা বলেন, "এত সতীপনা দেখাইলে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে পার।" এই দুর্দ্দিনে এত বড় ঝুঁকি লওয়া অপেক্ষা অনেকে আত্মদান করাই নিরাপদ মনে করে।

জনৈক আধুনিক লেখক বলেন, আমরা যৌন স্বাধীনতার যতই সমর্থন করিনা কেন, রঙ্গালয়, কারখানা, ও সওদাগরী অফিসে নারী চাকুরিয়াদের আর্থিক নির্ভরতার সুযোগ লইয়া যেভাবে তাহাদের যৌবন লুণ্ঠিত হইতেছে, আমরা কিছুতেই নিষ্ক্রিয়ভাবে তাহার সমর্থন করিতে পারিনা। কোন অভিভাবক তাহার অভিভাবকত্বের অধীন কোন বালিকার সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিলে তাহাকে যেরূপ ফওজদারী মকদ্দমায় জড়িত হইতে হয়, এ সমুদয় প্রতিষ্ঠানের যেসকল ম্যানেজার, পরিদর্শক ও নিয়োগকর্ত্তারা এভাবে নিজেদের পদমর্য্যাদার অপব্যবহার করেন, তাহাদেরও ফওজদারীতে সোপর্দ্দ হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। (৩৬) আর একজন বলেন, একদিন ছিল যেদিন যৌবনপ্রাপ্তির আগেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হ'ত। কাজেই কুমারী জীবনে তাহাদের কুমারিত্ব ক্ষুণ্ণ হবার সুযোগ পেতনা। আর যেসমাজে বেশী বয়সে বিয়ে হ'ত, সে-

(৩৪) Bebel, 39. 61—4. Macfodece, 220,

(৩৫) আজাদ, ২৫।৮।৪৪ ইং

(৩৬)...we can not passively tolerate the economic dependence of employees in theatres, factories and business houses from being exploited sexually. Managers, Inspectors and employees who abuse their Position in this Sense ought to be prepared to face criminal Proceedigns."—Sexual Reform Congress, 654-6.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খানেও মেয়েদের যেরকম কড়া পাহারায় রাখা হ'ত, তার মধ্যে তা'দের কুমারিত্বের কোন ক্ষতি করা কদাচিৎ সম্ভব হ'ত।—অনেক আদিম সমাজ আবার কুমারিত্বের মর্য্যাদা লইয়া মাথা ঘামায়না।

আসলে কুমারিত্বের মর্য্যাদাবোধেই সভ্য মানুষের সৃষ্টি।—কিন্তু পুরুষ মর্য্যাদা দিলেই কুমারীরা সকল অবস্থাতেই সেমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার শপথ নেবে, এমন কোন মানে নেই। আজকের অর্থনৈতিক পাপে হাজার হাজার যুবতী কুমারী যেখানে পুরুষের সঙ্গে সমানে জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে চলছে, সেখানে কুমারিত্ব বজায় রাখার সম্ভাবনাই বা কতটুকু? যৌবনধর্ম্মে পুরুষের মত নারীও দেহের কামনা বোধ করে। আর যদিও প্রত্যক্ষভাবে সে কামনার তৃপ্তি পুরুষের কাছে যাচ্ঞা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ, তবুও পুরুষের প্রস্তাবে আত্মদানে স্বীকৃত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ যেসব হাজার হাজার পুরুষের সঙ্গে আজকের দিনের কুমারীদের বাধ্য হইয়া মেলামেশা করতে হয়, তাদের মধ্যে কুমারিত্বের মর্য্যাদা মেনে চলার প্রবৃত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকে। বরং শক্তিমান বা প্রতিষ্ঠাবান যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিকান্বেষিণী কুমারীদের জীবন-যুদ্ধে সাহায্যের মূল্য হিসাবে তাদের কুমারিত্ব দাবী করে থাকেন এবং প্রয়োজনের ঠেকায় অনেক মেয়েই অকুণ্ঠ চিত্তে সে মূল্য দিতে রাজী হয়। শুধু শুধু রাজী হওয়াই নয়, অনেক মেয়ে দেহের মূলধন খাটিয়েই জীবন যুদ্ধে স্বার্থকতা অর্জন করে।—কিছু দিন আগে এই কলকাতার যৌন চিকিৎসা বিভাগের যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তার মধ্যে চিকিৎসিতের তালিকায় কলেজের ছাত্রী এবং টেলীফোনের মেয়েও ছিল!" ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বঙ্গে ৯৫৪৫ জন রমণী যৌনব্যাধির চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায়, তন্মধ্যে ছাত্রী ছিল ১৪২; কেরানী, দোকানের চাকুরে ও টেলিফোন গার্ল ৯১; মজুরণি ৫২৩, ঝি ১৫৮, ভবঘুরে ১৫৮ ও পরভৃত্তিকা ১৩১।(৩৭)

সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়াদিগকেও এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া চলেনা। বিদেশে পাকিস্তানী দূতাবাস, মিশন ও কন্সাল অফিসে ২৩৬ জন পাকিস্তানী মহিলা আছে। ইহাদের এক জন আমাদের এক রাষ্ট্রদূতের ঘাড়ে চাপিয়া প্রথমা পত্নীকে নীড়চ্যুত করিয়াছেন! চান্দিনা এতীমখানার জনৈক সুন্দরী সহকারিণীকে (*helper*) পুরুষ রক্ত দেখিতে পাইয়া রিপোর্ট দেওয়ার (লোকটি এস্-ডি-ওর ভগিনীপতি বনিয়া) বাজে অজুহাতে এক হিন্দু সহকারিণীর চাকুরী যায় (১৯৪৬)। কলিকাতার (বর্ত্তমানে ঢাকার) কোন বিখ্যাত মুসলিম-সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্ত্তার সহিত তাঁহার স্কুলের প্রবীন শিক্ষয়িত্রী ও এতীমখানায় কর্ত্রীর এবং আর এক শিক্ষয়েত্রীর সহিত সহকারী সেক্রেটারীর আশনাইর কথা অনেকেরই জানা আছে। শেষবার গর্ভপাতে ব্যর্থকাম হইয়া প্রধান কর্মকর্ত্তা তাঁহার প্রণয়িনীকে পত্নীর মর্যাদা দানে বাধ্য হন, কিন্তু শক্ত লোক বলিয়া সহকারীর মানসীকে লাঞ্ছনার বোঝা ঘাড়ে লইয়াই বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। কাঁথি অনাথ আশ্রমের এক শিক্ষয়িত্রীর (সন্দীপের জনৈক উকিলের কন্যা) মুখে প্রকাশ পায় যে, সেক্রেটারীর জ্বালায় তাহাকে পূর্বের চাকুরীতে ইস্তেফা দিতে হয়। মাদারিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত আই, সি, এস, সভাপতির কেলেঙ্কারী সর্ব্বজনবিদিত ব্যাপার। বদলির দিনে ছেলেরা তাঁহার গায়ে ঢিল ছুড়িতে থাকে, শেষে তিনি প্রেয়সীকে গলায় গাঁথিতে বাধ্য হন। বিভাগোত্তর আমলের এক এস, ডি, ওর এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ সুনাম থাকায় তিনি ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিষ্ট্রেসের নিকট ধর্ণা দিয়াও শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করিতে পারেননাই। চান্দিনার এক এস, ডি, ও……যখন সেকেণ্ড ক্লাস কেবিন রিজার্ভ করিয়া স্থানীয় এতীমখানার গ্র্যাজুয়েট মেট্রনকে কলিকাতায় আগাইয়া দিতেছিলেন; তাঁহারই গুণধর পুত্র তখন হাই স্কুলের মণ্ডলভী নন্দিনীর সহিত আকণ্ঠ প্রেমে নিমগ্ন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বে সরকারী বিদ্যালয়ের বিবাহিতা প্রধান শিক্ষায়িত্রীকে লইয়া (এস্-ডি-ও) সেক্রেটারীকে কেবল বাসায় নয়, আগরতলায়ও বিহার করিতে দেখা গিয়াছে (১৯৪৫-৬)। তথাকার জনৈক হেল্‌থ-

(৩৭) নতুনজীবন, পৌষ, ১৩৫৭, ৫২১, ৫৫২ ও পৃ ৫৫৭।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এসিস্ট্যাণ্ট কিরূপে কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ভোগে থাকেন, তাহাও সকলেরই জানা আছে। এরূপ অজস্র ব্যাপার ঘটিয়াছে ও নিত্য ঘটিতেছে!

কোন চাকরী ক্ষেত্রে নহে, মেয়েদের উপর যে, কোন প্রকার অভিভাবকত্ব পাইলেই লোকে তাহার অপব্যবহার করে, অবস্থার চাপে বা প্রলোভনের বশে মেয়েদেরও মুখ বন্ধ হইয়া যায়। রাজশাহী ডিঃ বোর্ডের জনৈক সদস্য খ্যাতনামা আলিম কিরূপে স্বগ্রামস্থ একটি বালিকার পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শহর বা সভা (চাঁদা আদায়ের জন্য) হইতে তাহাকে লইয়া যাওয়ার সময় ডাক-বাংলায় নিয়া তাহার সহিত রাত্রিযাপন করিত, তাহার বীভৎস কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইস্টার্ণ-রেলওয়ের হেডঅফিসের কেরানী সুধাংশু মোহন দাস তাহার ১১ বৎসরের 'খুড়তুতো' শালীকে পড়াশুনার জন্য স্বগৃহে রাখে। এই সুযোগে সে কয়েকবার তাহার শ্লীলতা হানি করে। (৩৮) আরও কত ঘটনা যে লোক-লোচনের অগোচরে থাকিয়া যায়, কে তাহার হিসাব রাখে?

অনেক চাকরীর প্রকৃতি এমনি যে, তাহাতে স্বাস্থ্য ও চরিত্র ঠিক রাখা কঠিন। দরিদ্রদের বেলায় নানা প্রকার ক্লান্তিকর, অথচ প্রায়ই বসিয়া থাকিতে হয়, এরূপ চাকরী তলপেটের যন্ত্রাবলীতে শোণিত চালনা করে, পক্ষান্তরে অবিশ্রান্ত পেরেশানীর ফলে কামপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ও ব্যাপক হইল সেলাইর কলে কাজ করা। স্নায়ু-মণ্ডল ও যৌন অঙ্গে ইহার ফল এতই উত্তেজিত ও অনিষ্টকর যে, দৈনিক ১০।১২ ঘণ্টা কাজ কয়েক বৎসরের মধ্যেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেহ ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। চিনি পরিষ্কারের কল এবং ধোলাই বা ছাপান প্রভৃতির কারখানায় বহুজন কাজ করিলেও অযথা যৌন উত্তেজনা জন্মে। গ্যাসের আলোপূর্ণ কক্ষে নর-নারী ঠাসাঠাসি হইয়া রাত্রে প্রায় একত্রে কাজ করে; তৎফলেও অনুরূপ উত্তেজনা ঘটে। (৩৯)

(৩৮) মিল্লাত, ৩০।৭। ৫২; লোকসেবক, ২।২।৫৪ ইং।
(৩৯) Weather head, Mastery of Sex, 214-5.

বেশ্যালয়, খাবারের দোকান ও অন্যান্য যেসকল স্থানে লোক সাধারণতঃ আমোদ প্রমোদ করিতে যায়, তাহাতে খরিদ্দার আকর্ষণের জন্য সুন্দরী যুবতী নিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা তাহাদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর।

ঘরভাড়া এখন নিম্নশ্রেণীর চাকুরিয়া ও দরিদ্রদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে। যুবক-যুবতী অনেক সময়ে একই হোটেলে (বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে) বাস করে এবং পরস্পরকে স্নান ও বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিতে দেখে। শালীনতা ও নৈতিকতার উপর ইহার ভয়াবহ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। (৪০) তিন বৎসরে পোল্যাণ্ডের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ক্র্যাকোর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ২০হাজার, অথচ রান্নাঘর সহ নূতনঘর উঠিয়াছে মাত্র ২৫০। কমুনিষ্টরা দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার জন্য চাপ দিতেছে, কিন্তু তৎফলে উদ্ভূত আনুষাঙ্গিক সমস্যার মোকাবেলা করিতে পারিতেছে-না। শহরের নূতন শিল্প এলাকা নোওয়াহুতায় বহু সংখ্যক সাধারণ লোকের উপযুক্ত বাসস্থান না থাকায় অবিশ্রান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিতেছে ও বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। (৪১)

অভাব, অবস্থার, চাপ ও বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি থাকিলেও অনেকে বৃহত্তর তাড়নায় নিছক আনন্দ লাভের জন্য নিজেদের পবিত্রতা নষ্ট করে। 'ফ্যাশনের-দর্পণ' পুস্তকের লেখক বলেন, আমাদের রাজপথের পাশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দুশ্চরিত্রা মেয়ের একটা নূতন জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ইহারা আসে অফিস ও দোকান হইতে। ইহারা টাকা চাহেনা চাহে একটু 'স্ফূর্তির সময়'। এজন্য ইহারা প্রথমে বিক্রয় করে লজ্জাশীলতা, পরে দেয় দেহ। (৪২) আমেরিকার অবিবাহিতা মাতাদের অধিকাংশের বয়স ২০ বৎসরের কম। সম্ভ্রান্ত পরিবার, উচ্চবিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রী এবং উচ্চপদে নিযুক্ত কম বয়স্কা মহিলাদের মধ্যেই ইহাদের সংখ্যা বেশী। (৪৩) সে

(৪০) Bebel, 109, 160.
(৪১) Pakistan Observer, 14.2.56.
(৪২) Lala Lajpat Roy, Unhappy India, 240.
(৪৩) আজাদ, ২৭।৭।৫৪ ইং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেশের বেশ্যাদের অর্দ্ধেক আসে চাকুরাণীদের মধ্য হইতে, অপরার্দ্ধ আসে অফিস, দোকান ও হাসপাতালের চাকুরিয়া শ্রেণী হইতে। (৪৪)

"যাহারা দাসীবৃত্তি করে, তাহাদের প্রায় সকলেরই চরিত্র ভাল নহে। কলিকাতায় এরূপ দাসী-সংখ্যা বিংশতি সহস্রের কম নহে। ইহা ভিন্ন আরও প্রায় পাঁচ, সাত হাজার নষ্টা মেয়ে দোকানদার আছে"। ঢাকা, করাচী, লাহোর প্রভৃতি কলিকাতার অল্প সংস্করণ মাত্র। মফঃস্বলের শহরগুলিরও একই অবস্থা (৪৫)। বস্তুতঃ অফিস, দোকান ও সর্ব্বদা পুরুষের সহিত মেলা-মেশা করিতে হয় এরূপ প্রতিষ্ঠানে রমণীর চাকরী যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অন্যান্য অপরাধের একটি প্রধান কারণ। "নারী অপরাধীর সংখ্যা কম হইবার কারণ, বিশেষ করিয়া এই দেশে এই যে, কলকারখানা বা বহির্জ্জগতের কাজে নারীর সংখ্যা অনেক কম। দেখা গিয়াছে কারখানা অঞ্চলের নারীর মধ্যে অপরাধপ্রবনতা অন্যান্য নারীর তুলনায় বেশী (৪৬)।"

ডাক্তার গেইট বলেন, "নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধারণা বিস্তারের ফলে সময় সময় অফিসারের সুযোগ জুটিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; পূর্বে এমন ছিলনা। এতদ্ব্যতীত নারীকে ফুস্‌লাইয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া গেলে পাশ্চাত্য আইনে ফওজদারী অপরাধ হয়না। পূর্বে শাস্তির ভয় নারীকে সতী থাকিতে বাধ্য করিত, পাশ্চাত্য আইন প্রবর্ত্তনের ফলে এখন সে ভয় চলিয়া গিয়াছে। নারীর অত্যধিক অভাব ও উচ্চমূল্যের লোভে পাঞ্জাবে স্ত্রী-হরণে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে (৪৭)। করাচীতে এক বা একাধিক নারীহরণ অনুষ্ঠিত না হয়, এমন দিন নাই।

কৌমার্য্য বা নিদায় বৈধব্য নার্স, সহকারিণী এবং নারীসৈনিক ও জাহাজী নিয়োগের অপরিহার্য্য শর্ত, (৪৮) অনুক্ত গুণ হইল রূপ ও তরুণ বয়স।

শিক্ষয়িত্রী, টাইপিস্ট টেলিফোনগার্ল, প্রাইভেট সেক্রেটারী, উড়োজাহাজের যাত্রী বিনোদিনী। Comfort girls) প্রভৃতির বেলায়ও একই নিয়ম। "সরকারী কাজের সহিত বিবাহিতা মহিলাদের সামঞ্জস্য করা যায়না" এই অজুহাতে পাকসরকার কেন্দ্রীয় সুপিরিয়ার সার্ভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রার্থিনী ভিন্ন অন্যান্য বিবাহিতা মহিলাকে চাকুরীতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন (এপ্রিল ১২, ১৯৫১)। পাক দূতাবাসে নিযুক্ত ১৯ জন পাকিস্তানী মহিলার মধ্যে ৪ জন মাত্র বিবাহিতা; ইহারাও ভাগ্যবান স্বামীর সঙ্গে একত্রে কাজ করেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

হাসপাতালে নারী ও পুরুষ উভয় প্রকার নার্স নিয়োগ, বিশেষতঃ ছাত্রদের সহিত মেয়েদের নাইট ডিউটি দানের ফল নিতান্ত বিষময় হইয়াছে। আগে তাহারা প্রধানতঃ উপরওয়ালাদের ভোগে লাগিত,, এই কুব্যবস্থার ফলে এখন সহকর্মী, এমন কি ওয়ার্ডবয়দেরও কাজে লাগে। এই যৌন-উপবাসী মেয়েরাই অনেক সময় আঁখি ঠারিয়া ও মুচকি হাঁসিয়া তরুণ ডাক্তার, এমন কি সময় সময় সুদর্শন রোগীদেরও বিভ্রান্ত করে। শত শত সামরিক হাসপাতালের নার্সরা ডিউটীর বাহিরে যে কি মহৎ কাজে ব্যবহৃত হয় তাহা না বলিলেও চলে।

এইত গেল ভিতরের খবর। বাহিরের অবস্থাও বেশ ভয়ঙ্কর। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা হিন্দু অনাথ আশ্রমের একটী মেয়েকে ঘাঁটাল বালিকা বিদ্যালয়ে, একটীকে চুঁচুড়া বয়ন বিদ্যালয়ে ও দুইটীকে কলিকাতার এক হাসপাতালে চাকুরী দেওয়া হয়। কিন্তু "কোন

(৪৪) prostitution in the United Stats, 68-9.

(৪৫) চণ্ডীচরণ বশাক, গুপ্তগৃহ-মদনবিজ্ঞান,

(৪৬) প্রবাসী; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১, ১৩৩ পৃঃ।

(৪৭) "...it must de admitted that the spread of Western ideas regarding female liberty, may some times afford opportunities for intrigue, which were formerly wanting and that the introduction of our law.,,. has lessend the fear of punishment which formerly helped to keep a woman Chaste,,—Causes of India, 1911. vol. 1 part I. 349,

(৪৮) ২১।২।৫৬ তারিখে নার্সের জন্য পাকিস্তান অবজার্ভারে এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়:—

"preference will be given to unmarried girls widows without encumbrances" ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভিভাবক না থাকাতে এই চাকরী তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা স্বরূপ হইল। ইহারা সকলেই কিছু দিন চাকুরী করিবার পর আশ্রম কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন, ইহা অপেক্ষা বিবাহিত জীবন বরং তাহাদের পক্ষে সহজ। কারণ অভিভাকবিহীনা এই সকল মেয়ের উপর পুরুষদের উৎপাত সর্বদাই রহিয়াছে। প্রায়ই প্রেম-নিবেদন উপস্থিত হয়। কিন্তু সে নিবেদনে বিবাহের কোন প্রস্তাব নাই। এরূপ প্রেম নিবেদনের উৎপাতে তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

এই সব ঘটনায় বুঝা যায়, আমাদের দেশেও কোন অভিভাবকহীনা হিন্দু কুমারীর পক্ষে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন সুকঠিন। মুখে আমরা হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে যতই গৌরব করিনা কেন, মাতৃজাতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও স্নেহ-করুণা এখনও হিন্দু পুরুষের মনে জাগ্রত হয় নাই।" (৪৯)

এই মন্তব্য অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলমানদের বেলায়ও তুল্য প্রযোজ্য। এ সকল প্রেমপত্র বাজে চিঠি বলিয়া পরিচিত। ইহার সন্ধান পাই প্রথমে কুমিল্লা-বাসিনী সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের জনৈক শিক্ষয়িত্রীর মুখে ১৯৪৬ সনে। এভাবে নারীর অধীনতার সুযোগ লইয়া মজা লুটে পুরুষ, ভোগে নারী। শিশু বা ভ্রূণ হত্যা করিলে তাহার হয় কারাদণ্ড বা ফাঁসী; গর্ভপাত করিলে কেবল অসহ্য যন্ত্রনা হয়না, অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে। গর্ভপাতে ব্যর্থকাম হইলে অনেকেই আত্মহত্যার শরণ লয়। ফলে তাহাদের ইহ-কাল, পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়। এ দিকে প্রকৃত ঘাতক, কাণ্ডজ্ঞানহীন পাপিষ্ঠ জনক কোনই শাস্তি পায়না। সে পরম সাধু সাজিয়া অন্য কোন মহিলার পাণিপীড়ন করে। সর্বত্রই এরূপ বহু লোক সম্মানিত ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত আছেন, এমন কি স্বয়ং বিচারাসনে বসিয়া প্রণয়িনীর দণ্ডবিধানের দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

ব্যাপারের এখানেই শেষ নহে। ফন্দিবাজ লোকেরা চাকরীর টোপ ফেলিয়া বিরাট আকারে নারী দেহের ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি রোমে এইরূপ একটি দলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহারা বৈদেশিক বালিকাদিগকে নর্তকী হিসাবে কাজ করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরণ করিয়া থাকে এবং পরে তাহাদিগকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে।" ১৫ মাসে ৭২০০ তরুণী চিকাগো যাত্রা করে, তন্মধ্যে ১৭০০ জন গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। অন্যান্য মেয়ে দালালদের হাতে পড়িয়া অজ্ঞাত স্থানে চালান যায়।

হালে "পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় নারী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাবসা খুব সরগরম হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইরাণ সরকার বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। বিবাহ ও চাকরীর লোভ দেখাইয়া ১৯৫৪ সনে ইরাণের আশে পাশের শেখরাজ্যগুলিতে বহু ইরাণী মেয়েকে ভাগাইয়া নিয়া আরবের লক্ষপতি সওদাগরদের নিকট বিক্রয় করা হয়। অর্থনৈতিক কারণেই এই ব্যবসা বিস্তার লাভ করিতেছে।

পাকিস্তানও পশ্চাতে নাই। "সম্প্রতি হাজারা জিলার পুলিশ পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে ৪০ জন অপহৃতা বালিকাকে উদ্ধার করিয়াছে। একমাত্র হাজারা জেলা হইতেই অসৎ ব্যবসায় চালাইবার জন্য এক হাজার বালি-কাকে অপহরণ করা হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিভিন্ন শহরে অসৎ ব্যবসা চালান হইতেছে। কতিপয় বালিকার জবানবন্দি হইতে জানা-গিয়াছে যে, তাহাদিগকে বিভিন্ন চাকরী দেওয়া হইবে বলিয়া প্রলুব্ধ করা হয়, কিন্তু পরে বিভিন্ন খরিদ্দারদের নিকট বিক্রয় করা হয়।"

এ সকল দলে কেবল পুরুষ নহে, রমণীও থাকে। ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে পুলিশ একটি আন্তঃপ্রাদেশিক নারী ব্যবসায়ী দলের ছয়জন পাণ্ডাকে ধৃত করে। তন্মধ্যে দুইজনই নারী। দলের সর্বা-পেক্ষা দুঃসাহসী চাঁইর নাম শিরিঁ। সে পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও উপজাতি এলাকা হইতে প্রায় ১০০ অবিবাহিতা বালিকাকে ফুসলাইয়া বা অপহরণ করিয়া নিয়া সিন্ধুর বেশ্যালয় গুলিতে বিক্রয় করে। (৫০)

(ক্রমশঃ)

(৪৯) প্রবাসী। আষাঢ়। ১৩৪৪, ৩৭৬ পৃঃ।

(৫০) আজাদ। ১৪-১০-৫৬; মিল্লাত, ২৬-৪-৫৫; আজাদ, ৮-১০-৫৪; Pakistan observer, 28. 3, 54,

www.ahlehadeethbd.org

জাতীয় উন্নয়নে ধর্মের স্থান

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল গণি এম, এ

রাশিয়া ও খৃষ্টান ধর্ম্ম

খৃষ্টান ধর্ম্ম তথা সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধভাব সর্ব্বপ্রথম প্রবল আকার ধারণ করে রাশিয়ায় এবং তাহা পরিণামে ধর্মজগতে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। রাশিয়ার ধর্মবিরোধী প্রতিক্রিয়ার জন্য এই দেশের তদানীন্তন প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম্মের শোচনীয় পরিণতি এবং ধর্ম্মযাজকদের অন্যায় আচার অনুষ্ঠানই দায়ী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাশিয়ার শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন জার বংশ (*Tsar*)। জার রাজাগণ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন এবং তাহাদের অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহাদের নিপীড়নের নজীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুব কমই দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মের সহায়তার সব সময়েই রাজাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জনগণের শত্রুতা করিয়াছেন এ সম্পর্কে Nityanarayan Banerjee. লেখিয়াছেন, "There are proofs which say that whenever there was any probability of political mass upheaval the Bishops used to declare some religious festival in Consultation with the Tsar to divert the attention of the religious minded peasantry. Surely these are sufficient to enrage the ordinary masses of the Country who placed all their faith blindly in their weal and woe on the religious fathers. whom they always believed to be their well wishers." ¶

"এমন সমস্ত প্রমান রহিয়াছে যাহা হইতে জানা যায় যে যখনই কোন রাজনৈতিক গণআন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দিত, তখনই ধর্ম্মযাজকগণ জার রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন ধর্ম্মীয় উৎসবের কথা ঘোষণা করিত এই উদ্দেশ্যে যে, ধর্ম্মীয় ভাবাপন্ন কৃষকদের মনের গতি যেন অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়। নিশ্চয়ই এই সমস্ত কার্য দেশের সাধারণ মানুষদিগকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল ; (কারণ) তাহারা সুখে দুঃখে সর্বসময়েই তাহাদের ধর্ম্মগুরুদের উপর নির্ভর করিত এবং তাহাদিগকে তাহাদের শুভাকাঙ্খী বলিয়া বিশ্বাস করিত।"

যাজকদের কীর্ত্তিকলাপ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, The Russian church befooled the Meek Mujiks (peasant) by demanding from them their money, cereals and vegetables giving false hope of Gods blessings and assuring them good harvest for the next year, cure of their relatives from diseases, begetting of Children and so on. †

রাশিয়ার গীর্জা সরল কৃষকদিগকে নির্ব্বোধ বানাইত, তাহাদের নিকট হইতে অর্থ, শস্যাদি এবং শাক সব্জি এবং এই মিথ্যা স্তোক ও প্রতিশ্রুতিতে যে, সৃষ্টিকর্তার তাহাদের উপর অনুগ্রহ হইবে, পর-বৎসর ভাল ফসল হইবে, তাহাদের আত্মীয়গণ রোগ মুক্ত হইবে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইবে এবং এইরূপ আরও অনেক কিছু"

তিনি অন্যত্র বলেন, The dead bodies of the Bishops were kept in dark under ground rooms, where the peasants used to go and pray before the dead bodies, kissed their coffins and thought them to

¶ Russia today—p. 110.

† Ibid p. 108

www.ahlehadeethbd.org

Contents

be medium of God. After the revolution when these dead bodies were brought to light it was seen that most of the dead bodies were false and chemically imitated. §

"যাজকদিগের মৃতদেহগুলি ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কুঠরী সমূহে রাখা হইত, যেখানে কৃষকগণ যাইত এবং মৃতদেহগুলির সম্মুখে প্রার্থনা করিত, তাহাদের শবাধার চুম্বন করিত এবং তাহাদিগকে ঈশ্বরের মাধ্যম রূপে জানিত। বিপ্লবের পর যখন এই সমস্ত মৃতদেহ আলোতে লইয়া আসা হইল, তখন দেখা গেল যে তাহাদের অধিকাংশই কৃত্রিম রাসায়নিক পদ্ধতিতে অনুকরণীয় বস্তু।"

ধর্মযাজক ও ধর্মীয় নেতাদের এহেন অপকীর্তি ও অন্যায় কার্যকলাপের জন্য ক্রমে ক্রমে রাশিয়ার জনসাধারণের ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের ভাব দানা বাঁধিতে থাকে এবং কালক্রমে ইহা প্রবল ধর্মবিরুদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করে। তথায় মানুষের মন ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন এমন কি ধর্মবিরুদ্ধ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ফলে ১৯১৭ সনে রাশিয়ার জার (*Zsar*) শাসনের পতন হইলে তথায় ধর্ম বিরোধী কমিউনিষ্ট জীবনব্যবস্থার প্রবর্তন সহজ সাধ্য হয়। এমনিভাবে রাশিয়ায় ধর্মীয় জীবনের অপমৃত্যু ঘটে।

খৃষ্টান ধর্মের পরিণতি

মধ্য যুগে ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য ইউরোপে প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কারমুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা তদানীন্তন ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধ যুদ্ধঘোষণা করিয়া স্বাধীন চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত ও নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করেন; ধর্মবর্জিত নূতন সাহিত্য ও শিল্পকলা গড়িয়া উঠে। ইহাই ইউরোপে নব জাগরণ বা *Renaissance* নামে অভিহিত। এখন হইতে ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে বিদায় নিয়া নিছক গীর্জার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

§ Ibid p. 113

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (*Secular state*) প্রগতি ও জাতীয় উন্নয়নের পরিপোষক হইয়াছিল বলিয়াই খৃষ্টান ধর্মকে রাষ্ট্র ও সমাজজীবন হইতে নির্বাসিত করা হইল। অধুনা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় মতবাদের (*Secularism*) গোঁড়ার কথা হইতেছে ইহাই।

হিন্দুধর্ম

পাক-ভারত উপমহাদেশে বৃহত্তর জনসংখ্যা এই ধর্মের অনুসারী। কিন্তু এই ধর্মের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা অনেক হিন্দু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই দিতে অপারগ হইয়াছেন। অগণিত মূর্তির ও শক্তির প্রতীক পূজা জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদে বিশ্বাস ইত্যাদি এই ধর্মের মূল কথা। এহেন ধর্মীয় আদর্শ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অচল। এই ধর্মের জাতিভেদ প্রথা, শ্রেণীভেদ প্রথা, বিধবা বিবাহের নিষিদ্ধতা, পিতার সম্পদে কন্যার অনধিকার ইত্যাদি ব্যবস্থা মানব জাতির জন্য অকল্যাণকর এবং প্রগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মও পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বেদের একত্ববাদ বর্তমানে বহুত্ববাদে পরিণত হইয়াছে। বেদে স্রষ্টাকে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম সর্বশ্রেষ্ঠ, নিশকাল (যাহার কোন অংশীদার নাই) নিরাকার (যাহার কোন আকার নাই)। কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ ব্রহ্মকে মনে করেন শাকাল যাহার অংশীদার আছে, সাকার যাহার আকার আছে এবং বহু শক্তিতে বিভক্ত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা একেশ্বরবাদের পরিবর্তে বহুত্ববাদ এবং নানাবিধ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারসমূহকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিশ্বাস করায় ধর্মের নামে অধর্মের জন্ম হয়। ধর্মীয় অধোগতি এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজ হইতেই কবির, নানক, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও সংস্কারকদের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক ও মূর্তি পূজা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এক স্রষ্টার আরাধনা করিবার জন্য হিন্দু সমাজকে আবেদন জানাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ভারত-ভূখণ্ডে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্মীয় গোঁড়ামী কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে অন্যায় অবিচার ও উৎপীড়ন দূর করিয়া আদর্শ ধর্ম প্রতিষ্ঠা-কল্পে দুইটি নূতন ধর্মের সৃষ্টি হয় ১। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এইগুলি নূতন ধর্ম নহে বরং হিন্দু ধর্মেরই অন্যতম রূপ। নূতন সম্ভাবনা নিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া পরিণামে জৈন ধর্ম হিন্দুধর্মে মিলিয়া যায় এবং বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মের প্রচলিত অনেক বিশ্বাস ও নীতি মানিয়া নেয় ২। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম অনেক ব্যাপারে নিজের স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখে এবং বিভিন্ন দেশে এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৩

এই দুই ধর্মের অনুসারীরা এখনও আছে; বিশেষ-ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের লোক এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিরাজমান। কিন্তু তাহারা তাহাদের ধর্মীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেননাই, বরং এই মহান কাজে ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং নীতি অনুসরণের অপকারিতা এবং ক্ষতির কথাই প্রমাণ করিয়াছেন।

এই ধর্মদুইটি নিছক আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং নির্বাণ লাভের কয়েকটি নির্দেশ দান করিয়াছে মাত্র, কিন্তু অন্যদিকে মানুষকে গৃহ ছাড়িয়া বৈরাগ্য গ্রহণের উৎসাহ দিয়াছে ৪। মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে এহেন ধর্মসমূহ মানবীয় সমস্যা সমাধানে এবং বিশ্বের ক্রমোন্নতি এবং সমৃদ্ধির সহায়ক না হইয়া তদস্থলে পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহুদী, কনফিউসিয়ান, জোরোষ্ট্রীয়ান ও অন্যান্য ধর্ম

আলোচিত ধর্মসমূহের ন্যায় ইহুদী, কনফিউ-সিয়ান জোরোষ্ট্রীয়ান এবং প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম সংকীর্ণ নীতি ও ভ্রান্ত আদর্শ কেন্দ্রিক। মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ আদর্শ এবং ব্যবস্থাই ইহাদের মধ্যে অগ্রতালাভ করিয়াছে। অন্যদিকে অধিকাংশ ধর্মই পরস্পর-বিরোধী এবং বিপরীত-মুখী। এক ধর্ম অন্য ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকেই স্রষ্টার একমাত্র প্রিয়-পাত্র বলিয়া মনে করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী-দিগকে বিপথগামীরূপে প্রচার করে। ফলে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে বিদ্বেষ, হিংসা এবং ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং ইহা হইতেই পরিণামে সংঘর্ষ, কলহ ও দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করিয়া বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত বাস্তব কারণে বর্তমান প্রগতিশীল দুনিয়ায় ধর্মকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন হইতে নির্বাসিত করিয়া নিছক ব্যক্তিগত বস্তুতে পরিণত করা হইতেছে। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার সাহিত্য, সংবাদ পত্র এবং বক্তৃতায় নানা কৌশলে ধর্মীয় ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করিবার জোর চেষ্টা চালাইয়াছেন। ধর্মবিবর্জিত জীবন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই স্থায়ী কল্যাণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে-পারে, ইহাই তাহারা মানুষকে বুঝাইতে চেষ্টা করি-তেছেন।

আদর্শ ধর্ম

ইস্‌লামই একমাত্র আদর্শ ধর্ম। প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের আদর্শ, নীতি এবং তাহাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের যে জ্ঞান এবং ধারণা হইয়াছে তাহারই মাপকাঠিতে অনেক সময় ইসলাম ধর্মের আদর্শ এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার করা হয় এবং কমিউনিস্টদের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিকে সাধারণ ইসলামের বেলাতেও প্রয়োগ করা হয় বলিয়াই তথাকথিত প্রগতিবাদীদের নিকট ইহার সত্যরূপ ধরা পড়েনা। সংস্কার মুক্ত মন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি লইয়া অধ্যয়ন করিলেই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা হইতে পারে। আমাদের জ্ঞান, বিচার ও বিবেচনায় আমরা ইসলামকেই একমাত্র আদর্শ ধর্ম বলিয়া মনে করি। ইহার অনুসরণেই ব্যক্তিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অরাজকতা, অশান্তি কলহ এবং দ্বন্দ্বের অবসান ও স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

১ The Religion of Man p, 98.
২ Smith :— The oxford History of India. p—52
৩ Ibid
৪ Ibid p. 54

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইস্‌লাম ধর্মের গোড়ার কথা

এই ধর্ম্মের মূলকথা হইল সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত কিছুই তাঁহার ক্ষমতা এবং আয়ত্বের অধীনে; মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লার এবাদত করা এবং কে কাহার অপেক্ষা কর্মে উত্তম তাহাই পরীক্ষা করা। এই কার্যে মানুষ যাহাতে সাফল্য অর্জন করিতে পারে তদোদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির শিক্ষাগুরু এবং পথ প্রদর্শকরূপে নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। নবীগণ মানুষকে আল্লার নির্দ্দেশিত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। ইসলাম প্রত্যেক নবী এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্য ও সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়াছে। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পূর্ববর্ত্তী নবীগণ যাহা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে, ফলে সত্য সনাতন ধর্ম পৃথিবী হইতে বিদায় নেয়। নবীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আগমন এবং তিনি যাহা প্রবর্ত্তন করিলেন তাহাই ইসলাম।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম শুধু অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব উপাসনা ব্যবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানব জাতির ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সর্ব্বব্যাপারেই ইসলামের নির্ধারিত আদর্শ ও বিধান রহিয়াছে। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব।

ইসলাম তাহার আদর্শ ও বিধিব্যবস্থার ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও কর্তৃত্ব স্বীকার করেনা। কোন অবস্থাতেই ইহার মৌলিক আদর্শ এবং বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চলে না এবং বাস্তবক্ষেত্রে ইহা আজ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম বা অন্যান্য ধর্মের যাজক বা পুরোহিতদের স্বার্থের জন্য বা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রয়োজনে ধর্মের পূর্বতন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন এবং নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মে কাহাকেও এই অধিকার দেওয়া হয় নাই, এমনকি স্বয়ং নবীকেও নয়। তিনি শরিয়ত সম্পর্কে আল্লার নির্দ্দেশ ছাড়া কিছুই বলিতেননা।

তিনি নিজ ইচ্ছামত কথা বলিতেননা। ইহা ওহী, যাহা তাঁহার নিকট আসিত, তাহা ছাড়া কিছুই নহে। [কোরআন ৫৩৩—৪] কোরআনে বলা হইয়াছে নির্দেশ শুধু আল্লার জন্যই নির্ধারিত, আল্লার ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় এবং তুমি আল্লার বিধানে কোন পরিবর্ত্তন দেখিবেনা। [কোরআন ৩২; ৬২] অন্যদিকে আল্লার বিধান সমগ্র বিশ্বমানবের মহাকল্যাণ, শান্তি এবং মুক্তির উদ্দেশ্যেই নির্ধারিত হইয়াছে।

আদর্শ সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন

খাঁটী ইস্‌লামী জিন্দেগী কায়েম করিলে শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই সমাজে প্রতিটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী এবং সমাজ দরদী হইবে।

ইস্‌লাম অনুসারীর প্রথম কথাই হইতেছে "আমার উপাসনা, আমার ত্যাগ, আমার জীবন এবং মরণ একমাত্র আল্লার জন্যই!" অর্থাৎ তাহার সাধনা, সংগ্রাম, জীবন এবং মরণ সমস্তই আল্লার ন্যায়নীতি, সত্য, কল্যাণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। ব্যক্তিস্বার্থ, ধন-লিপ্সা, যশ ও সম্মানের লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, দ্বন্দ্ব, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি সমস্ত কুপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ করিয়া ন্যায় এবং সত্যের জন্য সংগ্রামই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য। এই মহানকার্য সমাধানের জন্য প্রথম প্রয়োজন বিশুদ্ধ, পবিত্র ও বলিষ্ঠ মনের। এই বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ মন তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা ইসলামের প্রাথমিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে রহিয়াছে।

নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ ইসলামের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কর্ত্তব্য। যথারীতি এই সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করিলে আল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ হয়।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম হুসাইন বিনে আলী বিনে আবিতালিব (রাযিঃ)
ও
সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবিছুফ্‌য়ান

শায়খুলইসলাম ইমাম ইব্‌নে-তয়ামিয়াহ

(৪)

ইমাম হুসাইনের (রাযিঃ) শাহাদাত সম্বন্ধে যত-কথা প্রচারিত হয়েছে, তার বহুলাংশই অলীক! যেমন তাঁর শাহাদতের দিনে আকাশ থেকে রক্তবৃষ্টি হয়েছিল, অথবা সেদিন আকাশ রক্ত রূপ ধারণ করেছিল আর কারবালার মর্ম্মন্তুদ ঘটনার পূর্বে কখনও আকাশ রক্তবর্ণ হতনা—এসমস্তই বাজে কথা! কোন মানুষেরই মৃত্যু বা হত্যার জন্য কোনদিন আকাশ থেকে রক্তবৃষ্টি হয়নি আর আকাশের লোহিত আভার যোগাযোগ রয়েছে সূর্য-কিরণের সঙ্গে, চিরদিন থেকেই এরূপ ঘটে আসছে, ইমাম হুসাইনের শাহাদতের এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এমন কথাও কোন কোন লোকের মুখে শুনা যায় যে, কারবালা-দিবসে প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের নীচে তাযা রক্ত দেখা গিয়েছিল। এ সমস্ত সম্পূর্ণ অর্থহীন বাহুল্য উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইমাম যুহরী লিখেছেন, হুসাইনের হত্যাকারীদের মধ্যে একজনও রক্ষা পায়নি, তাদে প্রত্যেককে দুনিয়াতেই শাস্তিভোগ করতে হ'য়েছিল। এরূপ সংঘটিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কারণ যে অপরাধের দণ্ড সবচাইতে দ্রুত অবতীর্ণ হয়ে থাকে বিদ্রোহ ও যুলমের অপরাধ তন্মধ্যে অগ্রগণ্য আর হুসাইনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আরঅত্যাচারমূলক আচরণ সবচাইতে বড় বিদ্রোহেরই শামিল!

একথাও বলা হ'য়ে থাকেযে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁর দুই সন্তান হাসান ও হুসাইনের জন্য মুলসমানদের পুনঃ-পুনঃ ওসীয়ত করেছেন আর বলে গেছেন যে "এরা দু'জন তোমাদের কাছে আমার আমানত"। অধিকন্তু তাঁদের সম্বন্ধেই কোরআনে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, হে রসূল (দঃ) আপনি বলুন আমি তোমাদের কাছে স্বজনগণের প্রতি সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান কামনা করিনা—আশ্‌শুরা, ২৩ আয়ত।

قل لااسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى -

এসব কথার উত্তর এইযে, হাসান ও হুসাইনের দাবী সংশয়াতীত ভাবে সত্য ও ওয়াজিব। কারণ বুখারীতে প্রমাণিত আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত "গদীরে খম" নামক পুকুরের পাড়ে সাহাবাদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, দেখ, আমি তোমাদের কাছে দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লার গ্রন্থ। দেখ, তোমরা আল্লাহর গ্রন্থ স্মরণ রাখবে আর তাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে চলবে। তারপর বল্লেন, অপর বস্তুটি হচ্ছে আমার বংশধর আমার আহলেবয়েত! দেখ, আমি আমার আহলেবয়েত—পরিবারবর্গের জন্য তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। একথা রসূলুল্লাহ (দঃ) দু'বার বল্লেন।

انى تارك فيكم الثقلين : احدهما كتاب الله ! فذكر كتاب الله وحض عليه - ثم قال : وعترتى اهل بيتى' اذكركم الله فى اهل بيتى اذكركم الله فى اهل بيتى!

একথা অনস্বীকার্য যে, ইমাম হাসান ও হুসাইন রসূলুল্লাহর (দঃ) পরিবারে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। স্বয়ং বুখারীতেই উল্লিখিত আছে যে, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পবিত্র কম্বল আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনের উপর প্রসারিত করে প্রার্থনা করেছিলেন, হে আল্লাহ, এরা আমার, আহ্‌-

اللهم هؤلاء اهل بيتى، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লেবয়েত” আপনি تطهيرا - এদের অপবিত্রতা বিদূরিত করুন আর এদের নিষ্কলুষ করে তুলুন।

ইমাম হাসান হুসাইনকে মুসলিম জাতির হস্তে আমানত স্বরূপ সোপর্দ করা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) পুনঃ পুনঃ ওসীয়তের কথা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস-গ্রন্থে নেই। রসূলুল্লাহর (দঃ) স্থান সৃষ্টজীবের নিকট স্বীয় সন্তানদের সোপর্দ করার কথা উচ্চারণ করার বহু উর্ধে। সোপর্দ বা আমানতের কি তাৎপর্য হ'তে পারে? লোকজনের মালপত্র হিফাযত করার মত যদি এই আমানত রাখার অর্থ হয়, তাহ'লে মানুষ সম্বন্ধে এ ধরণের হিফাযতের কথা কল্পনাতীত আর শিশুদের প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের মত যদি হাসান ও হুসাইনের প্রতিপালনের ভার উম্মতের হস্তে সমর্পন করাই যদি এই হিফাযতের উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে একথা অবাস্তব। কারণ হাসান ও হুসাইন শৈশব-কালে ওঁদের পিতা হযরত আলীর ক্রোড়ে ও তত্ত্বাবধানেই বর্ধিত হ'য়েছিলেন আর বয়োঃপ্রাপ্তির পর ওঁরা পিতাকে ওঁদের তত্ত্বাবধানের ভার থেকে মুক্তিও দিয়েছিলেন! আর হাসান হুসাইনকে রক্ষা করাই যদি জাতির হস্তে সমর্পন করার তাৎপর্য হয়, তাহ'লে আল্লাহই সর্বোত্তম فالله خير حافظا و রক্ষাকারী আর তিনি هو ارحم الراحمين - সমুদয় দয়াবান অপেক্ষা সর্বাধিক দয়াময়—ইউসুফ। উম্মতের পক্ষে ওঁদের বিপদাপদ বিদূরিত করা কি ক'রে সম্ভবপর হ'তে পারে? আর যারা ওঁদের যবরদস্তি বিপন্ন করতে অগ্রসর হবে, তাদের বাধা দেওয়া আর যালিমদের সমকক্ষতায় ওঁদের সাহায্যকল্পে দাঁড়ান যদি একথার অর্থ হয়, তা'হলে হাসান হুসাইন কেন, তাঁদের চাইতে নিম্নস্তরের লোকদেরও এরূপ সাহায্য করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব, এক মুসলমানের আর এক মুসলমানের কাছে এরূপ সাহায্য লাভ করার হক রয়েছে আর অন্যদের তুলনায় হাসান হুসাইনের এ হক যে বৃহত্তর তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আর সূরত-আশ্‌শুরার আয়তটি ইমামদ্বয়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা একেবারেই মিথ্যা! কারণ সূরত-আশ্‌শুরা সর্বসম্মতভাবে মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত ফাতিমা আলীর সাথে বিবাহিতাই হননি। ওঁদের বিয়ে হয় হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে আর বাসর-শয্যা হয় বদর-যুদ্ধের পর। দ্বিতীয় হিজরীর রামাযানে বদরের যুদ্ধ ঘটে। হাফেয আবদুলগনী মক্‌দসী লিখেছেন, ইমাম হাসান তৃতীয় হিজরীর রামাযানের মধ্যভাগে আর ইমাম হুসাইন ৪র্থ হিজরীর ৫ই শাবানে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলেন।

ইয়াযীদকে অভিসম্পাৎ করা কি বৈধ?

ইয়াযীদকে লা'নৎ করার প্রশ্ন শুধু তার পক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। তারমত অন্যান্য দুনিয়াদার রাজা বাদশা-দের সম্পর্কেও এপ্রশ্ন তুল্যভাবে প্রযোজ্য। কারণ এরূপ দুনিয়াদার স্বৈরাচারী শাসনকর্তাদের তুলনায় অনেকের চাইতে ইয়াযীদকে উত্তম বলা যেতে পারে। যেমন ইরাকের শাসনকর্তা মুখ্‌তার বিনে আবিউবায়দ সাকাফী। সে ইমাম হুসাইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উত্থান করেছিল, ইয়াযীদ তার চাইতে নিশ্চয় সৎ ছিল। কারণ মুখ্‌তার নবুওতের দাবী করেছিল, সে বল্‌তো,জিব্রীল তার কাছে অবতীর্ণ হ'ন। এইরূপ হাজ্জাজ বিনে ইউসুফ সাকাফীর চাইতেও ইয়া-যীদ সৎব্যক্তি ছিল, কারণ ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে ওকে ইয়াযীদের চাইতে অধিকতর অত্যাচারী বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াযীদ আর তারমত শাসন-কর্তাদের সম্বন্ধে বেশীর বেশী একথা বলা যেতে পারে যে, তারা 'ফাসিক' ছিল আর কোন 'ফাসিক'কে নির্ধারিত ভাবে লা'নৎ করার প্রমাণ রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতে বিদ্যমান নেই। সুন্নতে বিবিধ প্রকারের লা'নতের উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যেমন রসূ-লুল্লাহর (দঃ) উক্তি: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده চোরের উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ! একটি ডিম চুরি করে সে তার হাত কাটিয়ে ফেলে। অথবা তাঁর এরূপ নির্দেশ, যেব্যক্তি বিদ্-আত আবিষ্কার করে لعن الله من احدث او آوى محدثا -

www.ahlehadeethbd.org

অথবা বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহর লা'নৎ। অথবা তাঁর একথা যে, সুদখোর, সুদদাতা, সুদের দলীল-লেখক আর তার উভয় সাক্ষীর উপর আল্লাহর লা'নৎ! বা এ হাদীস যে, যেব্যক্তি হালালা করে আর যার জন্য হালালা করা হয়, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ! অথবা এই হাদীস যে, মদ, মদপ্রস্তুতকারী, মদ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়, মদের বাহক আর যারজন্য বহন করা হয়, মদের সাকী, পানকারী আর তার মূল্য খাদকের আল্লাহর অভিসম্পাৎ? কোন ফাসিককে নির্দ্দিষ্ট করে লা'নৎ করা যায়কিনা, সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ ঘটেছে। ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ থাকলেও স্বয়ং ইমামের প্রসিদ্ধ অভিমত যে, কোন পাপীকে নির্ধারিত ভাবে লা'নৎ করা মকরূহ। কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে, তোমরা অবহিত হও যে, যালিমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পৎ! এস্থলে ব্যাপক লা'নতেরই উল্লেখ হয়েছে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নয়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি সুরা পান করতো আর বারবার রসূলুল্লাহর (দঃ) কাছে ধৃত হ'য়ে আসতো আর মার খেতো। এইভাবে একবার যখন সে ধৃত হ'য়ে আসলো, জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'ওর উপর আল্লাহর লা'নত! বারম্বার ধরাপড়ে, তবুও মদ্যপান পরিত্যাগ করেনা!' রসূলুল্লাহ [দঃ] একথা শ্রবণ করে বল্লেন, দেখ, ওকে লা'নত করোনা, ও আল্লাহ আর তাঁর রসূলকে ভালবাসে! এস্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে, মদ্যপায়ীদের রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং ব্যাপকভাবে লা'নত করেছেন কিন্তু এই লোকটিকে তিনি নির্দেশিত লা'নত করতে নিষেধ করলেন আর তার কারণ স্বরূপ বল্লেন যে, সে আল্লাহ ও তদীয় রসূল (দঃ) কে ভালবেসে থাকে'। এই হাদীসের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, ব্যাপকভাবে পাপীদের লা'নত করা চললেও নির্দিষ্টভাবে কোন পাপীকে লা'নৎ করা চলবেনা আর যেব্যক্তি আল্লাহ আর তাঁর রসূলকে ভালবাসে তাকেও লা'নত করা চলবেনা আর একথা সর্বজনবিদিত যে কপট মুনাফিক ছাড়া প্রত্যেক পাপী তাপী মুসলমানও আল্লাহ ও রসূলকে অবশ্যই অল্প বিস্তর ভালবেসে থাকে যাঁরা কোন নির্দিষ্ট পাপীকে লা'নত করা বৈধ মনে করেন তাঁদের বক্তব্য যে ভালকাজের জন্য যেমন মুসলমানকে দোআ করা বৈধ, তেমনি পাপের জন্য তাকে অভিসম্পাৎ করাও বৈধ! আমরা যুগপৎ ভাবে তার জন্য দোআ ও অভিসম্পাৎ দুইই করতে পারি, এক কারণে দোআ আর অন্য কারণে বদ্‌দোআ। সাহাবা, তাবেয়ীন ও আহ্‌লেসুন্নত বিদ্বানগণ এই দ্বিবিধ অভিমতই পোষণ করে থাকেন, কিন্তু খারেজী, মুতাযেলা আর একদল শিয়ার অভিমত হচ্ছে যে, একই ব্যক্তির ভিতর পাপ ও পুণ্যের যুগপৎ সমাবেশ সম্ভবপর নয় আর পাপী ও যালিমদের মুক্তির কোন আশাই নেই, কিন্তু তাদের একথা সঠিক নয়। সহীহ হাদীসে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে যে, শাফাআতের দরুণে বহু পাপী দুযখ থেকে মুক্ত হবে আর যার হৃদয়ে শরিষার দানার পরিমাণও ঈমান আছে, শেষপর্যন্ত সে দুযখ থেকে উদ্ধার পাবেই।

যারা ইয়াযীদকে লা'নত করা বৈধ মনে করে, তাদের প্রথমতঃ দু'টি বিষয় সাব্যস্ত করতে হবে: প্রথমতঃ যে শ্রেণীর ফাসেক ও যালেমদের অভিসম্পাৎ করা বৈধ, ইয়াযীদ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আর সে তার মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পূর্বপর্যন্ত স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য তওবা করেনি। দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্টভাবে কোন পাপীকে অভিসম্পাৎ করা বৈধ। যেসকল আয়তে বা হাদীসে পাপীদের বিভিন্নপ্রকার পাপের জন্য লা'নতের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলির সাহায্যে এই টুকুই সাব্যস্ত হয় যে, অমুক অমুক পাপ লা'নতের কারণ হ'য়ে থাকে। কিন্তু মানুষের পাপ তার অন্যবিধ পুণ্য বা তওবার ফলে ক্ষমা হওয়ার কথাও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং ইয়াযীদ বা অন্যান্য রাজা বাদশাদের কাহারও একথা বলা কেমন ক'রে সঙ্গত হ'তে পারে যে, তারা তাদের পাপের জন্য তওবা করেন, অথবা অন্যকোন পুণ্যবর্ধক কাজের দরুণে বা কোন বিপদাপদের ফলে তাদের পাপ বিধৌত হয়নি আর আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেননা? অথচ আল্লাহ স্বয়ং আদেশ করেছেন: বস্তুতঃ ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك! আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করার পাপ ক্ষমা করবেননা আর উহা ব্যতীত অন্যান্য পাপ তিনি ক্ষমা করে থাকেন। অধিকন্তু

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাতের ডেলিভারি আর পুস্তক বিভাগের চার্জ একে সমর্পন করা হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাত্রিদিন একে প্রেস নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। একে মাসে ১ শত টাকা মাত্র দেওয়া হয় বাসস্থান ফ্রী।

৫। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাদের সলফী পাবনা যিলার অধিবাসী তরুণ যুবক, কয়েক মাস মাত্র হয় পাঞ্জাব থেকে হাদীসের দওরা শেষ করে এসেছেন, শিক্ষানবীশ রূপে মাত্র ৫০ টাকা মাসিক বেতনে এঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে, আরাফাতের জন্য জমঈয়তের সংবাদ সংগ্রহ আর প্রেসিডেন্টের রেকর্ডপত্র ঠিক রাখার ভার এঁকে সমর্পণ করা হয়েছে। দফতরের সন্নিহিত মস্‌জিদে পাঞ্জেগানা জামাআতের ইমামতও ইনি করে থাকেন, বাসস্থান ফ্রী।

৬। মওলবী মোহাম্মদ ফিরোজ ইনি ঢাকা যিলার অধিবাসী, সিটির পুরাতন পোগজ হাইস্কুলের শিক্ষক। ইনি পার্টটাইম কর্মচারী জমঈয়ত ও প্রেসের সমুদয় আয়-ব্যয়ের রেকর্ড রক্ষা করার ভার এঁর উপরে ন্যস্ত করা হ'য়েছে। শুধু খোরাকী বাবত এঁকে মাসে ৪০ টাকা ক'রে দেওয়া হয়, বাসস্থান ফ্রি।

৭। মৌঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খাঁন ইনিও পাবনার অধিবাসী। ইনি জমঈয়তে আহলেহাদীসের একমাত্র ক্লার্ক নবযুবক, উদ্যমশীল। এঁকেও মাসিক ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়।

প্রেস বিভাগে একজন স্থায়ী মেশিনম্যান আর চারজন স্থায়ী কম্পোজিটর আছেন। এদের যথার্থ বেতন মাসে সাড়ে তিন শত টাকা, কিন্তু অব্যবস্থার জন্য বেশী দিতে হয়।

ফলকথা জমঈয়ত আর প্রেস স্টাফের ১২ জনের জন্য বেতন বাবত মাসে এক হাজার টাকা ব্যয় হয়ে থাকে, কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, স্টাফে একজনও ইংরাজী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নেই, এর ফলে জমঈয়তকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। আমরা অনেক দিন থেকে একজন ঈমানদার পদস্থ ইংরাজী শিক্ষিত ম্যানেজার অনুসন্ধান করেও কৃতকার্য হতে পারিনি।

এখন আপনারা জমঈয়ত ও প্রিন্টিং হাউসের ১৯৫৭ সনের আয় ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করুন। গভর্ণমেন্ট *Administrative* বিভাগের ক্যাশিয়ার মৌলবী জমশেদ হুসাইন বি,এ, এই হিসাবের সমুদয় কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে বিগত ৮ই জানুয়ারী ১৯৫৮ তারীখে অডিট রিপোর্ট দিয়েছেন এবং হিসেব সঠিক বলে অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের ওয়ার্কিং কমিটিও বিগত ১৫।১।৫৮ তারীখে ইহার মনযুরী দিয়েছেন। জমঈয়তের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে ১৯৫৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমুদয় উদ্বৃত্ত তহবিলের ক্যাশ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবর্গকে প্রদর্শন করা হয়েছে। উদ্বৃত্ত তহবীল যে ব্যাঙ্কে সুরক্ষিত আছে তার জন্য আলহাজ্ব শেখ আবদুল ওয়াহহাব প্রোপাইটার পাক মোরাদাবাদী স্টোর, ঢাকা ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকীল সাহেব, ঢাকা ব্যাঙ্কের ব্যালেন্সশিট ও চেক বই মিলিয়ে দেখেছেন।

যে হিসাব আপনারা এখন দেখবেন, কেন্দ্রীয় দফতরে যে টাকা জমা হ'য়েছে, এ হিসাব শুধু সেই টাকার। তাকীদ দেওয়া সত্ত্বেও যে সব রসিদবই ফেরৎ পাওয়া যায়নি, সেসব রসিদ ব টাকার হিসাব দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আদায়কারীদের আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলির এই অবহেলার জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অংশের টাকা সঠিক ভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা, সেসম্বন্ধেও নিশ্চিত কোন কথা বলার উপয় নেই। আশাকরি আদায়কারীগণ আর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয় ত্বান্বিত হবেন।

পূর্বপাক জমঈয়তে-আহলেহাদীস

১৯৫৭ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জমার বিবরণ

যাকাত—	৫৫৪৫।৵১০
ফিতরা—	৫৭১২ ৵১০
	২৫৭০।।৵০
উশর—	৩২০৮৵০
মাসিক চাঁদা—	১৭২।।০
এককালীন দান—	১৬৬৫।।৴০

[ইহার মধ্যে কর্মী সম্মেলনের জন্য আদায় ৬শত ২১টাকা]

(৪৮৫ পৃঃ পর)

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) اول جيش يغزوا القسطنطنية مغفور لهم ! বলেছেন, প্রথম বাহিনী, যারা কনষ্ট্যান্টিনোপল অভিযান করবে, আল্লাহ তাদের সকলকেই ক্ষমা দান করবেন। আর যে বাহিনী সর্বপ্রথম কনষ্ট্যান্টিনোপলে চড়াও করেছিল, তার প্রধান সেনাপতি ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়াই ছিলেন? কথিত আছে যে, এই হাদীসের দরুণেই ইয়াযীদ এই জিহাদে নিস্ক্রান্ত হয়েছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জম্ঈয়ত প্রেসিডেন্ট—	২০৬৫৲
[বিভিন্ন সভা উপলক্ষে প্রাপ্ত]	
বিলা ও ইলাকা জম্ঈয়ত—	১৫১৬৮১০
খুলনা— ৭৮৫৲	
সরিষাবাড়ী— ৭৩১৮১০	
বিবিধ—	৩২২৸৵১০
মোট জমা—	২০৩৬২৸৶০
১৯৫৬ সনের উদ্বৃত্ত—	৫৫০২৲
১৯৫৭ সালের সর্বশুদ্ধ জমা—	২৫৮৬৪৸৶০

পঁচিশ হাজার আটশত চৌষট্টি টাকা এগার আনা মাত্র।

১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী হ'তে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত খরচের বিবরণ

বেতন—	৩৮৬৩৸১৫
আদায় কমিশন—	৩৫৯৵১৫
যাতায়াত খরচ—	৫০৬৵১০
পোস্টেজ—	২৫৪৵১৫
কাগজ	৫৬১৵
কালি—	১৩।১০
সভার খরচ—	১২৪৭৷৶১০
[কর্মীসম্মেলনের খরচ সহ]	
মেহমান—	৫৯।০
বাড়ীবাড়া—	২৩৩৮৸০
ইলেকট্রিক চার্জ—	২৯১।১০
টাইপিং চার্জ—	১০৸০
রিলিফ ওয়ার্কস—	২৫০৲
হাওলাত—	৪৩১৵১৫
সংবাদপত্র ইত্যাদি—	২৪৯৸৵১০
বিভিন্ন—	১০৫১৸৶১৫

[পাকঘর, ছাপরা নির্মাণ সিলিংফ্যান ইত্যাদির দাম রহিয়াছে]

মোট খরচ ১১৪৮৭৸৵১০

১৯৫৭ সালের মোট খরচ এগার হাজার চারশত সপ্তাশি টাকা সাড়ে দশ আনা মাত্র।

মোট জমা ২৫৮৬৪৸৶০
মোট খরচ ১১৪৮৭৸৵১০

১৪৩৭৭ ৲১০

১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব-পাক জম্ঈয়তে-আহ্লেহাদীসের উদ্বৃত্ত তহ্বীল চৌদ্দ হাজার তিন শত সাতাত্তর টাকা দু পয়সা মাত্র।

১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলা ওয়ারী আদায়ের তালিকা

অজ্ঞাত—	৫৲
কাছাড়—	১৩।০
কুষ্টিয়া—	২৬২৲
খুলনা-যশোর—	১১৩১৸৵০
চব্বিশপরগনা—	৫৲
চট্টগ্রাম পার্বত্য—	৫৲
ঢাকা—	৫৯০৭।৴১০
ত্রিপুরা	১৪৪৸৶০
দিনাজপুর—	৩৪০।৶০
পাবনা—	৩৬৮০৴০
ফরিদপুর—	২০৬।৶০
বগুড়া—	১৩৭৭।৴০
বরিশাল—	৩৪৸০
ময়মনসিংহ—	৩২৬৮।১০
মুর্শিদাবাদ—	৮৲
রংপুর—	২৫৫৪।৴
রাজশাহী—	১৪০৬।৶০
শ্রীহট্ট—	১৩৲

মোট—২০৩৬২৸৶০

কুড়ি হাজার তিন শত বাষট্টি টাকা এগার আনা মাত্র।

আল্হাদীস প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস

১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জমার বিবরণ:

প্রিন্টিং চার্জ—	১০০৮৵০
পুস্তক বিক্রয় ও কমিশন—	১৯১৫৸৵০
তর্জুমানের চাঁদা—	৩৬২৩৵০
তর্জুমান নগদ বিক্রয়—	৮৭৸৵০
এক কালীন সাহায্য—(কর্মিসম্মেলনে প্রাপ্ত)	৭১৪৲
বিজ্ঞাপন—	৩০৲
প্রেস উপকরণ বিক্রয়—	৪৫৲
বিবিধ—	১৩৲

মোট—৭৫১৬৸৫

মোট সাত হাজার পাঁচ শত ষোল টাকা আট আনা এক পয়সা মাত্র।

আল্হাদীস প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিংহাউস

১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ব্যায়ের বিবরণ।

প্রেসবিল্ডিং মেরামত ও নির্মাণ—	৪৫৬।৶০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রেসগৃহের সরঞ্জাম—	৭২ ৵০
টাইপ, ব্লক ইত্যাদি—	৭৩৩৶
প্রিন্টিং কাগজ—	২৩৮৯৵০
প্রেস কালি—	১৬৬।৶১৫
বেতন ও ওভার ডিউটি—	৪৮৪৮।৵১০
দফতরীর আজুরা—	৯৯ ০
ডাক ও টিকেট—	৪৯৫৵১০
পাবলিশিং হাউসের জন্য পুস্তক খরচ	৫৩৩৷৶১০
ষ্টেশনারী—	১॥ ৫
সোডা, কেরোসিন, মবিল ইত্যাদি—	৮৬।১৫
বিবিধ—	২৭৭৷৶১৫
মোট	১০২৫৬॥০

মোট ব্যয় দশ হাজার দু'শ ছাপ্পান্ন টাকা আট আনা মাত্র।

মোট ব্যয়	১০২৫৬॥০
মোট জমা	৭৫১৬॥৫
ঘাটতি	২৭৩৯৷৶১৫

১৯৫৭ সনের মোট ঘাটতি—	২৭৩৯৷৶১৫
১৯৫৬ সনের মোট ঘাটতি—	৩১৭৩।০
মোট	৫৯১৩।০

১৯৫৭ সন পর্যন্ত মোট ঘাটতি পাঁচ হাজার নয় শত তের টাকা চারি আনা মাত্র।

আরাফাতের গ্রাহকের চাঁদা ১৯৫৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন হাজার দুই শত আটত্রিশ টাকা চারি আনা মাত্র।

বন্ধুগণ,

পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের বিগত বৎসরকার রিপোর্ট আপনাদের গোচরীভূত করা হ'ল। আপনারা এর অতীত তৎপরতার সাহায্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থির করবেন। "আহ্‌লেহাদীস আন্দোলন" বেঁচে থাক—আর শক্তিমান হোক, এই যদি আপনাদের কাম্য হয়, তাহ'লে আপনাদের অধিকতর উৎসাহ নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হ'তে হ'বে। এই আন্দোলনের প্রকৃত পরিচয় মুসলমানদের সমুদয় দলের সম্মুখেই তুলে ধরতে হবে। দ্বীনী ও দুনিয়াবী সব ব্যাপারেই আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের প্রয়োজন আর কার্যকারিতা আপনাদের প্রতিপন্ন করতে হ'বে।

জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীসকে সক্রিয় করে তুলতে হ'বে। পাকিস্তান বর্তমানে যেসব মারাত্মক ও ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হ'য়েছে, খরগোশের মত শুধু চোখ বন্ধ ক'রে সেগুলি এড়িয়ে চলার বদ্ অভ্যাস বাদদিয়ে বীরত্ব সহকারে সে সমস্তের সম্মুখীন হ'তে হবে, সমস্ত বিষয়েরই কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক সমাধান কল্পে তৎপর হ'তে হবে। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনটাকেই আপনারা বাদদিতে পারেননা, সবগুলির সাথেই আপনারা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয়ের প্রভাব থেকে আপনারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননা, জামাতী জীবনে সেগুলির প্রভাব আপনারা অস্বীকার করবেন কি করে? এরূপ অস্বীকৃতির ফলে আপনাদের জামাতীজীবনের অপমৃত্যুই ঘটবে। আপনারা কোরআন ও সুন্নাহর প্রত্যক্ষ অনুসারী ও প্রচারকারী, আপনাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, আপনাদের জামাআত সুসংহত হওয়া আবশ্যক, আপনাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রকে প্রহেলিকাচ্ছন্ন না করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অধীনে নিয়ন্ত্রিত করা অপরিহার্য। আপনারা পূর্বপাকিস্তানের ৬০ লক্ষ নরনারীর জন্য বর্তমান সময়ের উপযোগী সুচিন্তিত ও সুষ্ঠ কর্মপন্থা নির্দেশিত করবেন বলেই এই দুরন্ত শীতে আপনাদের সমবেত হওয়ার কষ্ট দেওয়া হ'য়েছে আর কাউন্সিল অধিবেশনকে তিন দিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ করা হয়েছে, আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন"! 'আমীন'।

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله
و صحبه اجمعين و آخر دعوانا ان الحمد
لله رب العالمين –

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আলকোরায়শী
প্রেসিডেণ্ট পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস

সদর দফ্‌তর
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন, রোড
ঢাকা
১৪।১।৫৮

১৫ই জানুয়ারী তারীখে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে পঠিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত — সম্পাদক

www.ahlehadeethbd.org